রাহে আমল ১

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার

www.pathagar.com

রাহে আমল

জীবন চলার পথের অতীব প্রয়োজনীয় একটি অনন্য হাদীস সংকলন

১ম খণ্ড

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪১০

১৯তম প্রকাশ (আধু:৬ষ্ঠ প্রকাশ)
শাওয়াল ১৪৩৫
ভাদ্র ১৪২১
আগষ্ট ২০১৪

বিনিময় ঃ ১২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

RAHE AMAL 1st Volume by Allama Jalil Ahsan Nadvi.
Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane,
Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 120.00 Only

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

বিখ্যাত হাদীস সংকলন 'রাহে আমল' আমার অনুবাদ জীবনের প্রথম ফসল। কারার নির্যাতিত জীবনে সশ্রম কারাদণ্ডের কঠিন দণ্ড ভোগার ফাঁকে ফাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেনারেল কিচেনের অর্থাৎ রন্ধনশালার—জেলের ভাষায় 'চৌকা' দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের চুল্লির অসহ তপ্ত পরিবেশে বসে বসেই উর্দু রাহে আমল হতে বাংলা 'রাহে আমল'টি অনুবাদ করি।

১৯৭২ সনে আওয়ামী লীগ সরকার বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণের অভিযোগে সম্পূর্ণ মিথ্যামিথ্যিভাবে আমাকে জড়িয়ে ৩৬৪ ধারায় মামলা দেয়। 'শিকল পরা দিনগুলো'তে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭২ সনের ১৭ জুলাই ঢাকার স্পেশাল ট্রাইবুনাল কোর্ট আমাকে এ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। প্রকাশ, তখন এ ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ১০ বছর।

আদালতের রায়ের দণ্ড মাথায় করে কারাগারে ফেরত এলাম। পরের দিন ১৮ জুলাই ভোরে-সশ্রম কারাদণ্ডের শ্রম ঠিক করার জন্য আমাকে কারাগারের কেইস টেবিলে আনা হয়। কারাগারের সুবেদার আবদুল কাদের আমাকে শিক্ষিত লোক বলে আখ্যায়িত করে সহজ শ্রম দেবার জন্য জেলারের কাছে সুপারিশ করে। তার সুপারিশ উপেক্ষা করে জেলার নির্মলেন্দু রায় কারাগরের সবচেয়ে কঠিন শ্রম সাধারণ রন্ধনশালায় আমার কাজ পাশ করে। তখনো আমি রন্ধনশালার কাজের ভয়াবহতা বুঝিনি। রন্ধনশালার শ্রম বোগ করে দিন কাটাচ্ছি। ঠিক এ সময় একদিন হাইকোর্ট থেকে আমার নামে একটি 'সমন' এলো। আমার শাস্তি কম হয়ে গেছে বলে আওয়ামী সরকার ৩৬৪ ধারার শাস্তি বাড়িয়ে ২০ বছর অথবা ফাঁসি দেবার আইন করে জাতীয় সংসদে তা পাশ করে আমার কেইসটি রেট্রোসফেক্টিভ এফেক্ট দিয়ে ৮ বছর থেকে শাস্তি বাড়িয়ে ২০ বছর অথবা ফাঁসি দেবার জন্য হাইকোর্টে আপীল করে।

এরি মধ্যে একদিন ঢাকা মহানগরীর তৎকালীন আমীর মরহুম মাওলানা নূরুল ইসলাম সে সময়ের মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মাওলানা আ. শ. ম. রুহুল কুদ্দুস শহিদ মারফত রাহে আমলের উর্দু কপিটি একখণ্ড আমার কাছে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। বলে আমি যেনো রাহে আমলটি অনুবাদ করে জেলের দুঃসহ জীবন কাজে লাগাই।

১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক দিনে রাহে আমলের অনুবাদ শেষ করে আমি বইটি মহানগরীকে উৎসর্গ করে বাইরে পাঠিয়ে দেই।

১৯৭৬ সনে ৩রা মে আমি হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পেয়ে আসার আগে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী সেই কঠিন সময়ে বইটি প্রকাশ করতে পারেনি। পরবর্তীতে মহানগরীর আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ আমাকে বইটি প্রকাশ করে মহানগরীকে রয়্যালটি প্রদান করার পরামর্ম দেন। তারপর থেকে আমি মুরাদ পাবলিকেশন্সকে দিয়ে বইটি প্রকাশ করে আধুনিক প্রকাশনীর মাধ্যমে পরিবেশন করে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীকে নিয়মিত রয়্যালটি দিয়ে আসছি। এখন থেকে রাহে আমলটি মহানগরী প্রকাশনার নামে প্রকাশিত হলো। আল্লাহ আমার এ শ্রম ও দানকে কবুল করে আমার পরকালীন জীবনের কিছু পাথেয় দিলেই আমি শোকর আদায় করবো।

এ বইটির রয়্যালটি আমার মৃত্যুর পরও জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী পেতে থাকবে বলেও আমি আমার উত্তরাধীকারদেরকে লিখে দিয়েছি। আমীন।

বিনীত

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাদীস সংকলন ঃ একটি ইতিহাস	১৭
নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা অধ্যায়	
যেমন নিয়্যাত তেমন ফল	৩৭
নিয়্যাতের গুরুত্ব	৩৮
বদনিয়্যাতের পরিণাম	৩৯
ঈমান অধ্যায়	
ঈমানের বুনিয়াদ	৪২
আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ	৪৪
আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও উহার প্রতিক্রিয়া	৪৪
ঈমান বিল্লাহর অর্থ	৪৬
ব্যবহারিক জীবনে ঈমানের প্রতিক্রিয়া	৪৭
চরিত্র গঠনে ঈমানের প্রভাব	৪৮
পরিপূর্ণ ঈমানের বৈশিষ্ট্য	৪৯
ঈমানের স্বাদ আস্বাদনের উপায়	৪৯
রাসূলের উপর ঈমান আনার অর্থ	৫০
কথা ও কাজের সর্বোত্তম মানদণ্ড	৫০
সুন্নাতও অন্তরের পবিত্রতা	৫০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণের সঠিক পন্থা	৫১
পছন্দ ও অপছন্দের মাপকাঠি	৫২
বিকৃত কিতাবসমূহের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ	৫৩
ঈমানের কষ্টিপাথর	৫৫

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈমান ও রাসূলের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা	৫৬
আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসার দাবী	৫৭
রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ও বিপদের ঝুঁকি	৫৮
কুরআন মজীদের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য	৬০
আল্লাহর কিতাব অনুসরণের কল্যাণ	৬০
কুরআন থেকে উপকৃত হবার পন্থা	৬১
কুরআনের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য	৬২
তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ	৬৩
কাজ করার তৌফিক	৬৩
অলংঘনীয় তাকদীর	৬৫
লাভ ও ক্ষতির প্রকৃত উৎস	৬৬
সংশয়ের গোলক ধাঁধা	৬৭
আখিরাতের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য	৬৯
কিয়ামতের আযাব থেকে মুক্তির উপায়	৬৯
আখিরাতের দৃশ্য	৭০
যমীনের সাক্ষ্য	৭১
আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার সময় মানুষের অবস্থা	৭১
মুনাফেকীর খারাপ পরিণতি	৭৩
সহজ হিসাব-নিকাশের জন্য দোয়া	৭৫
কিয়ামতের কঠিন সময়ে মু'মিনের সঙ্গে নম্র ব্যবহার	৭৬
মু'মিনের জন্য অসাধারণ পরকালীন নিয়ামত	৭৬
জান্নাতের মর্যাদা	৭৭
আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রকৃত তাৎপর্য	৭৮
জান্নাত ও জাহান্নামের পথের পরিচয়	৭৯
জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে উদাসীন না থাকা	৮০
বিদায়াত সৃষ্টিকারী হাউযে কাওসারের পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে	৮০
রাসূলের সুপারিশ পাবার অধিকারী	৮২

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিয়ামতের দিন আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না	৮২
আত্মসাৎকারীর পরিণাম	৮৩
ইবাদাত অধ্যায়	
নামায	৮৭
নামায পাপ মোচন করে	৮৭
পূর্ণাঙ্গ নামায মাগফিরাতের উপায়	৯০
মুনাফিকগণ আসরের নামায দেরীতে আদায় করে	৯১
ফজর ও আসরের সময়ে রক্ষী ফেরেশতাদের পালা বদল হয়	৯২
নামাযের হিফাজত না করলে দায়িত্বানুভূতি বিনষ্ট হয়	৯৪
কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় প্রাপ্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ	৯৪
রিয়া শিরকতুল্য অপরাধ	৯৫
জামায়াতে নামায	৯৬
জামায়াতে নামায আদায় করা একাকী আদায় করার চেয়ে বহুগুণে উত্তম	৯৬
জামায়াতে নামায না পড়ায় ক্ষতি	৯৮
বিনা কারণে জামায়াত ছেড়ে দেবার পরিণাম	৯৯
মু'মিন এবং জামায়াতে নামায আদায়ের সুবন্দোবস্ত	৯৯
ইমামতি	১০১
ইমাম ও মুয়ায্যিনের দায়িত্ব	১০১
মুক্তাদীগণের প্রতি লক্ষ্য রাখা	১০২
সংক্ষিপ্ত কিরাত	১০৩
যাকাত, সাদ্‌কা, উশর	১০৫
যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার উপায়	১০৫
যাকাত আদায় না করার পরিণাম	১০৬
যাকাত আদায় না করা ধন-সম্পদ বিনষ্টের কারণ	১০৭
ফিতরা আদায়ের উদ্দেশ্য	১০৮
শস্যের যাকাত	১০৮

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
রোযা	১০৯
রমযান মাসের ফযীলত	১০৯
রোযার পুরস্কার মার্জনা	১১১
রোযা বিনষ্টের কারণসমূহ	১১১
রোযার সুপারিশ	১১২
রোযার প্রাণশক্তি	১১২
হতভাগ্য রোযাদার	১১৩
নামায-রোযা ও যাকাত পাপের কাফ্ফারা	১১৪
রিয়া হতে দূরে থাকা	১১৫
সেহরী খাবার তাকিদ	১১৫
তাড়াতাড়ি ইফতার গ্রহণের তাকিদ	১১৬
মুসাফিরের জন্য রোযা ঐচ্ছিক	১১৬
রোযা ও অন্যান্য ইবাদাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন	১১৭
নফল ইবাদাতে মধ্যম পন্থা	১১৮
ই'তেকাফের দিনসমূহ	১২১
রমযানের শেষ দশদিন	১২২
হজ্জ্ব	১২২
হজ্জ্ব ফরয	১২২
হজ্জ্ব মানুষকে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ করে	১২৩
জিহাদের পর সর্বোত্তম আমল	১২৩
তাড়াতাড়ি হজ্জ্বে যাওয়া	১২৪
মুসলমান হয়ে হজ্জ্ব না করার পরিণতি ১২৪	
যাত্রা করার সাথে সাথেই হজ্জের ছওয়াব শুরু হয়	১২৫
ব্যবহারিক বিষয়ক অধ্যায়	
হালাল উপার্জন	১২৬
স্বহস্তে উপার্জনের মর্যাদা	১২৬
দোয়া কবুলের জন্য হালাল রিযিকের প্রভাব	১২৬

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হালাল-হারামের পরোয়া না করা	১২৮
হারাম উপার্জনের পরিণতি	১২৮
চিত্র শিল্পীর উপার্জন	১২৯
ব্যবসা-বাণিজ্য	১৩০
সততাপূর্ণ ব্যবসা	১৩০
ক্রয়-বিক্রয়ে সদাচারের হুকুম	১৩১
সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীর মর্যাদা	১৩১
আল্লাহভীরু ব্যবসায়ীদের পরিণাম	১৩২
অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে ব্যবসায়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়	১৩২
ব্যবসায় মিথ্যা শপথ	১৩৩
ব্যবসা-বাণিজ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্বস্বরূপ সাদকা	১৩৪
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন	১৩৫
মওজুদদারীর নিষিদ্ধতা	১৩৬
মওজুদদারের উপর অভিশাপ	১৩৭
মওজুদদারের বদ স্বভাব	১৩৮
পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন না করা	১৩৮
ধার-কর্জ	১৩৯
অসচ্ছল কর্জদারকে সময় দানের ছওয়াব	১৩৯
কোন মুসলমান ভাইয়ের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া	১৪০
কিয়ামতের দিন দেনাদারের ক্ষমা নেই	১৪১
ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা	১৪২
সচ্ছল ব্যক্তির দেনা আদায়ের টালবাহানা করা অন্যায়	১৪৩
ঋণ আদায়ে নিয়্যাতের প্রভাব	১৪৪
টাল-বাহানার আইনানুগ দণ্ড	১৪৪
ছিনতাই ও আত্মসাৎ	১৪৫
যুলুমের শাস্তি	১৪৫
জবরদস্তির অবৈধতা	১৪৬

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশ্বাসঘাতকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ	১৪৭
প্রতারণায় শয়তানের আগমন	১৪৭
চাষাবাদ ও বাগ-বাগিচা	১৪৮
কৃষকের সাদকা	১৪৮
অভিশপ্ত বান্দা	১৪৯
শ্রমিকের মজুরী	১৫০
মজুর বা শ্রমিকের অধিকার	১৫০
কিয়ামতে আল্লাহ্ স্বয়ং মজুরের উকালতি করবেন	১৫০
অবৈধ ওসিয়ত	১৫১
অবৈধ ওসিয়তের শাস্তি জাহান্নাম	১৫১
উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা	১৫৩
কোন উত্তরাধিকারীর পক্ষে ওসিয়ত করা অবৈধ	১৫৩
ওসিয়তের সর্বশেষ সীমা	১৫৪
সুদ ও ঘুষ	১৫৫
সুদী কারবারে অংশগ্রহণকারীর উপর অভিসম্পাত	১৫৫
ঘুষখোর ও ঘুষদানকারীর উপর লানত	১৫৬
সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার করা	১৫৭
"তাকওয়া" অর্জনের উপায়	১৫৮
বিবাহ	১৫৯
বিয়ের জন্য উৎসাহ দান	১৫৯
নেক্‌কার স্ত্রী নির্বাচন	১৬০
স্ত্রী নির্বাচনের প্রকৃত মাপকাঠি	১৬০
বিপর্যয়ের কারণ	১৬১
বিয়ের খুতবা	১৬২
মোহর দেয়া ফরয	১৬৫
অল্প মোহর	১৬৫

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
অল্প মোহরের ফযীলত	১৬৭
ওলিমায় (বৌভাতে) কাঙ্গালগণকে দাওয়াত না দেয়া অন্যায়	১৬৭
ফাসিকের দাওয়াত গ্রহণ না করা	১৬৮

মানুষের পারস্পরিক অধিকার অধ্যায়

পিতা-মাতার অধিকার	১৬৯
মায়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার	১৬৯
মাতা-পিতার খিদমতের পুরস্কার জান্নাত	১৭০
পিতা-মাতার অবাধ্যতা হারাম	১৭০
মৃত্যুর পর পিতা-মাতার হক কি ?	১৭১
দুধ মায়ের সম্মান	১৭২
মুশরিক পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা	১৭৩
প্রকৃত সদাচার	১৭৩
অপকারের পরিবর্তে উপকার	১৭৪
স্ত্রীগণের অধিকার	১৭৫
স্ত্রীর সাথে ব্যবহার	১৭৫
কটুভাষিণী স্ত্রীর সাথে ব্যবহার	১৭৬
স্ত্রীকে প্রহার করা ভাল নয়	১৭৭
স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা	১৭৮
স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য	১৭৯
স্ত্রীর জন্য যা খরচ হয় তা সাদকা	১৮০
স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচারের নির্দেশ	১৮১
স্বামীর অধিকার	১৮২
কোন ধরনের স্ত্রী জান্নাতবাসী হবে	১৮২
উত্তম স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য	১৮২
নফল ইবাদতের জন্যে স্বামীর অনুমতি	১৮৩
স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা	১৮৫

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
মু'মিনা স্ত্রী স্বামীর সর্বোত্তম সম্পদ	১৮৬
নারী গৃহের কর্ত্রী	১৮৭
সন্তান-সন্ততির অধিকার	১৮৮
সন্তানের প্রশিক্ষণ	১৮৮
নামাযের জন্য অভ্যস্ত করা	১৮৯
সুসন্তান সাদকায়ে জারিয়া	১৯০
কন্যা সন্তানকে সুশিক্ষা দানের সুফল	১৯১
কন্যা সন্তানকে মর্যাদা ও দানের সুফল	১৯২
কন্যা সন্তান জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের উপায়	১৯৩
সন্তানদের মধ্যে ন্যায় বিচার	১৯৪
সন্তানদের জন্যে খরচ করা সওয়াবের কাজ	১৯৫
নিরূপায় কন্যার ভরণ-পোষণ করা সর্বোত্তম সাদকা	১৯৬
ইয়াতীম ছেলেমেয়ের প্রতিপালনের জন্যে দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত থাক	১৯৭
ইয়াতীমের অধিকার	১৯৮
ইয়াতীমের প্রতিপালন	১৯৮
সর্বোত্তম ও নিকৃষ্টতম পরিবার	১৯৯
ইয়াতীম প্রতিপালনের চারিত্রিক উপকারিতা	১৯৯
দুর্বলের অধিকার	২০০
ইয়াতীমের সম্পত্তিতে অভিভাবকের হক	২০০
পালনাধীন ইয়াতীমকে শাসন করা	২০২
মেহমানের অধিকার	২০২
মেহমানদারী করা ঈমানের দাবী	২০২
মেহমানদারীর সময়সীমা	২০৩
প্রতিবেশীর অধিকার	২০৪
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া বেঈমানী	২০৪

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রতিবেশীর মর্যাদা	২০৪
মু'মিনের প্রতিবেশী উপবাস থাকতে পারে না	২০৫
প্রতিবেশীর খবরাখবর নেয়া	২০৫
প্রতিবেশীদের নিকট উপহার বিনিময়ের গুরুত্ব	২০৬
সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রতিবেশী	২০৬
প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচারের পন্থা	২০৭
প্রতিবেশীর সাথে ব্যবহারের পরিণাম জান্নাত কিংবা জাহান্নাম	২০৮
কিয়ামতের প্রথম মুকদ্দামা–প্রতিবেশীর ঝগড়া	২০৮
ফকীর ও মিসকীনদের অধিকার	২০৯
নিঃস্ব কাংগালদের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক	২০৯
ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান	২১০
সাহায্য প্রার্থীর সাথে আচরণ	২১১
সহানুভূতি পাবার যোগ্য মিসকিন	২১১
বিধবা ও মিসকীনদের প্রতি লক্ষ্য রাখার ফযীলত	২১২
চাকর-বাকরের অধিকার	২১৩
ভৃত্যদের খাবার ও পোশাক পরিচ্ছদ কেমন হবে?	২১৪
ভৃত্যদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার	২১৫
দাস-দাসীকে প্রহার করা নিষেধ	১১৬
সফর সঙ্গীর অধিকার	২১৬
জনসেবার প্রতিযোগিতা	২১৬
প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস সফর সঙ্গীকে দিয়ে দেয়া	২১৭
শয়তানের ঘর ও তার সাওয়ারী	২১৮
রাস্তা বন্ধ করার দোষ	২১৯
রোগীর সেবা-যত্ন	২২১
রোগীর সেবা এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক	২২১
পীড়িত, ক্ষুধিত এবং বন্দীর সাথে উত্তম ব্যবহার	২২২
অমুসলিমের সেবা	২২২
রোগী দেখতে যাবার নিয়ম	২২৩

www.pathagar.com

হাদীস সংকলন ঃ একটি ইতিহাস

সংক্ষেপে হাদীস হলো এমন জ্ঞান যার দ্বারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও তাঁর অবস্থা জানা যায়।

হাদীসের সব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এজন্য ভিন্নভাবে পুস্তক রচনার প্রয়োজন। এখানে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে। এ থেকে অনুমান করা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের এই অমূল্য সম্পদ তেরশত বছরে কোন্ কোন্ পর্যায় অতিক্রম করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ থেকে আরও জানা যাবে কোন্ মহান ব্যক্তিত্বগণ হিকমাত ও হেদায়াতের এই উৎসকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট সংরক্ষিত আকারে পৌঁছে দেয়ার জন্য নিজেদের জীবনকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। প্রয়োজন বোধে একাজে জীবনকে বাজি রাখতেও পিছপা হননি।

তিনটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এর উপর গোটা মুসলিম উম্মাতের আমল, লিখিত আকারে এবং স্মৃতিতে ধরে রাখার মাধ্যমে। অর্থাৎ পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে। এই দৃষ্টিতে হাদীস সংগ্রহ বিন্যাস ও পুস্তকাকারে সংকলন তৈরি করার গোটা সময়টাকে চারটি যুগে বিভক্ত করা যায় ঃ

প্রথম যুগ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে ১ম হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত। এই যুগের হাদীস সংগহ ও সংকলকগণ এবং সংকলন গ্রন্থগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

হাদীসের প্রসিদ্ধ হাফেজ সাহাবীগণ ঃ

(১) হযরত আবু হুরায়রা (আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু) ৭৮ বছর বয়সে ৫৯ হিজরী ও ইংরেজি ৬৭৮ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ এবং তাঁর ছাত্র সংখ্যা ৮০০ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ৭১ বছর বয়সে ৬৮ হিজরী ও ইংরেজি ৬৮৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রেয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা ২৬৬০।

(৩) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা ৬৭ বছর বয়সে ৫৮ হিজরী ও ইংরেজি ৬৭৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের সংখ্যা ২২১০।

www.pathagar.com

(৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ৮৪ বছর বয়সে ৭৩ হিজরী ও ইংরেজি ৬৯২ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০।

(৫) হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ৯৪ বছর বয়সে ৭৮ হিজরী ও ইংরেজি ৬৯৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫৬০।

(৬) হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু ১০৩ বছর বয়সে ৯৩ হিজরী ও ইংরেজি ৭১১ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬।

(৭) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ৮৪ বছর বয়সে ৭৮ হিজরী ও ইংরেজি ৬৯৩ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০।

এই কজন মহান সাহাবীর এক হাজারের অধিক হাদীস মুখস্থ ছিলো। তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনিল আস (মৃ. হিজরী ৬৩ ও ইংরেজি ৬৮২), হযরত আলী (মৃ. হিজরী ৪০ ও ইংরেজি ৬৬০) এবং হযরত উমার ফারূক (মৃ. হিজরী ২৩ ও ইংরেজি ৬৪৩) রাদিয়াল্লাহু আনহুম সেইসব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০০ থেকে এক হাজারের মধ্যে।

অনুরূপভাবে হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (মৃ. হিজরী ৫৯ ইংরেজী ৬৩৪), **হযরত উসমান** (মৃ. হিজরী ৩৬ ও ইংরেজি ৬৫৬), **হযরত উম্মু সালাম** (মৃ. হিজরী ৫৯ ও ইংরেজি ৬৭৮), **হযরত আবু মূসা আশআরী** (মৃ. হিজরী ৫২ ও ইংরেজি ৬৭২), **হযরত আবু যার আল-গিফারী** (মৃ. হিজরী ৩২ ও ইংরেজি ৬৫২), **হযরত আবু আইউব আনসারী** (মৃ. হিজরী ৫১ ও ইংরেজি ৬৭১), **হযরত উবাই ইবনে কা'ব** (মৃ. হিজরী ১৯ ও ইংরেজি ৬৪০), **হযরত মুআয ইবনে জাবাল** (মৃ. হিজরী ১৮ ও ইংরেজি ৬৩৯) রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এক শতের অধিক এবং পাঁচ শতের কম হাদীস বর্ণিত আছে।

সাহাবীগণ ছাড়া এ যুগের একদল মহান তাবিঈর কথাও স্মরণ করতে হয়। যাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় হাদীস-ভাণ্ডার থেকে মিল্লাতে ইসলামিয়া কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। ৭২৩ সনে

www.pathagar.com

ইন্তিকাল করেন। তিনি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমূখ সাহাবাদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।

(২) উরওয়া ইবনুয যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনার বিশিষ্ট আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র বোনপুত্র ছিলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকেই বেশির ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনন্তর তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-র নিকটও হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। সালেহ ইবনে কাইসান ও ইমাম যুহরীর মত আলেমগণ তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ৯৪ হিজরী ও ইংরেজি ৭১২ সনে ইন্তিকাল করেন।

(৩) সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনার প্রসিদ্ধ সাতজন ফিকাহবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ও অপরাপর সাহাবীর নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। নাফে, ইমাম যুহরী ও অপরাপর প্রসিদ্ধ তাবিঈগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি হিজরী ১০৬ ও ইংরেজি ৭২৪ সনে ইন্তিকাল করেন।

(৪) নাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তদাস। তিনি তাঁর মনিবের বিশিষ্ট ছাত্র এবং ইমাম মালেক রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-র সূত্রেই বেশির ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১১৭/৭৩৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

এই যুগের সংকলনসমূহ ঃ

(১) সহীফায়ে সাদিকা ঃ এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনিল আস ৭৭ বছর বয়সে (হিজরী ৬৩ ও ইংরেজি ৬৮২ সনে ইন্তিকাল) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। পুস্তক রচনার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিলো। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যা কিছু শুনতেন তা লিখে রাখতেন। এজন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন (মুখতাসার জামি বাইয়ানিল ইল্‌ম, পৃ. ৩৬-৭)। এই সংকলনে প্রায় এক হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছিল। তা কয়েক যুগ ধরে তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে তা ইমাম আহামদ ইবনে হাম্বল (রহ)-এর মুসনাদ গ্রন্থে পূর্ণরূপে বিদ্যামন আছে।

(২) সহীফায়ে সহীহা ঃ হুম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ (মৃ. ১০১/৭১৯) এটা সংকলন করেন। তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র ছাত্র ছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি তাঁর উস্তাদ মুহতারামের বর্ণিত হাদীসগুলো এই গ্রন্থে একত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গ্রন্থটির হস্তলিখিত কপি বার্লিন ও দামেশকের গ্রন্থগারসমূহে সংরক্ষিত আছে। অনন্তর ইমাম আহমাদ রাহেমাল্লাহু আলাইহি তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র শিরোনামে পূর্ণ গ্রন্থটি সন্নিবেশ করেছেন (দেখুন মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১২-৩১৮; এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ডঃ হামীদুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত সহীফায়ে ইবনে হুম্মাম-এর ভূমিকা)। এই সংকলনটি কিছুকাল পূর্বে ডঃ হামীদুল্লাহ সাহেবের প্রচেষ্টায় হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৩৮টি হাদীস রয়েছে। এই সংকলনটি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীসের একটি অংশ মাত্র। এর অধিকাংশ হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও পাওয়া যায়। মূল পাঠ প্রায় একই। এতে বিশেষ কোন তারতম্য নেই। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র অপর ছাত্র বাশীর ইবনে নাহীকও একটি সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র ইন্তিকালের পূর্বে তিনি তাঁকে এই সংকলন পড়ে শুনান এবং তিনি তা সঠিক বলে অভিহিত করেন (জামি বাইয়ানিল ইল্‌ম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২; তাহযীবুত তহাযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০)।

(৩) মুসনাদে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ সাহাবাদের যুগেই এই সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছিলো। এর একটি হস্তলিখিত কপি উমার ইবনে আবদিল আযীয রহ.-এর পিতা এবং মিসরের গভর্নর আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান (মৃ. হিজরী ৬৮ ও ইংরেজি ৭০৫)-এর নিকট ছিলো। তিনি কাসীর ইবনে মুররাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, তোমাদের কাছে সাহাবায়ে কিরামের যেসব হাদীস বর্তমান আছে তা লিখে পাঠাও। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র বর্ণিত হাদীস লিখে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কেননা তা আমাদের কাছে লিখিত আকারে বর্তমান রয়েছে (দীবাচাহ সহীফায়ে হুম্মাম, পৃ. ৫০, তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এর বরাতে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭)। আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর স্বহস্তে লিখিত মুসনাদে আবি হুরায়রা রা.-র একটি কপি জার্মানীর গ্রন্থাগারসমূহে বর্তমান আছে। (তিরমিযীর শরাহ তুহফাতুর আহওয়াযী গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ১৬৫)।

(৪) সহীফায়ে হযরত আলী ঃ ইমাম বুখারী রহ.-এর ভাষ্য থেকে জানা যায় এই সংকলনটি বেশ বড় ছিলো (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইতিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১)। এর মধ্যে যাকাত, মদীনার হেরেম, বিদায় হজ্জের ভাষণ ও ইসলামী সংবিধানের ধারাসমূহ বিবৃত ছিলো।

www.pathagar.com

(৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ভাষণ ঃ মক্কা বিজয়কালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু শাহ ইয়ামানী রাদিয়াল্লাহু আনহু-র আবেদনক্রমে তাঁর দীর্ঘ ভাষণ লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন (সহীহ বুখারী, আহমাদী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০; মুখতাসার জামি বাইয়ানিল ইল্‌ম, পৃ. ৩৬; সহী মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৯)। এই ভাষণ মানবাধিকারের বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত।

(৬) সহীফা হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর ছাত্র ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহ (মৃ. হিজরী ১১০ ও ইংরেজি ৭২৮) ও সুলাইমান ইবনে কায়েস লশকোরী (তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৫) লিখিত আকারে সংকলন করেছিলেন। এই সংকলনে হজ্জের নিয়মাবলী ও বিদায় হজ্জের ভাষণ স্থান লাভ করে।

(৭) রিওয়ায়াতে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর ছাত্র ও বোনপুত্র উরওয়া ইবনুয যুবায়ের রা. লিখে নিয়েছিলেন (তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩)।

(৮) আহাদীস ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-র রেওয়ায়েতসমূহের সংকলন। তাবিঈ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও তাঁর হাদীসসমূহ লিখিত আকারে সংকলন করতেন (দারিমী, পৃ. ৬৮)।

(৯) আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু-র সহীফা ঃ সাঈদ ইবনে হেলাল বলেন, আনাস রা. তাঁর স্বহস্ত লিখিত সংকলন বের করে আমাদের দেখাতেন এবং বলতেন, এই হাদীসগুলো আমি সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি এবং লিখার পর তা পাঠ করে তাঁকে শুনিয়ে সত্যায়িত করে নিয়েছি (সহীফায়ে হুম্মামের ভূমিকা, পৃ. ৩৪, খতীব বাগদাদীর বরাতে; অনন্তর মুসতাদরাক হাকেম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৬৪)।

(১০) আমর ইবনে হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ যাঁকে ইয়ামনের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠানোর সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লিখিত নির্দেশনামা দিয়ে ছিলেন। তিনি কেবল এই নির্দেশনামাই সংরক্ষণ করেননি, বরং এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরও একশটি ফরমান যুক্ত করে একটি সুন্দর সংকলন তৈরি করেন (ডঃ হামীদুল্লাহর আল ওয়াসাইকুস-সিয়াসিয়া, পৃ. ১০৫, তাবাবীর বরাতে, পৃ. ১০৪)।

www.pathagar.com

(১১) রিসালা সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ তাঁর সন্তান এটা তাঁর কাছে থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। এটা হাদীসের একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন ছিল (তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৬)।

(১২) সহীফা সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ এই সাহাবী জাহিলী যুগ থেকেই লেখাপড়া জানতেন। তিনি যে সকল হাদীস বর্ণনা করতেন তা এ সংকলনে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

(১৩) মাআন থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-র পুত্র আবদুর রহমান আমার সামনে একটি কিতাব এনে শপথ করে বললেন, এটা আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-র স্বহস্তে লিখিত (জামিউল ইল্‌ম, পৃ. ৩৭)।

(১৪) মাকতুবাতে নাফে ঃ সুলাইমান ইবনে মূসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস বলতেন আর তাঁর ছাত্র নাফে তা লিপিবদ্ধ করতেন (দারিমী, পৃ. ৬৯, অনন্তর সহীফা ইবনে হুম্মামের ভূমিকা, পৃ. ৪৫, তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এ বরাতে)।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের ধারা অব্যাহত রাখলে উল্লিখিত সংকলনগুলো ছাড়াও আরও অনেক সংকলনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই যুগে সাহাবায়ে কেরাম ও প্রবীণ তাবিঈগণ বেশীর ভাগ নিজেদের ব্যক্তিগত স্মৃতিতে সংরক্ষিত হাদীসসমূহ লিখে রাখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ আরও ব্যাপকতা লাভ করে। হাদীস সংকলকগণ নিজেদের ব্যক্তিগত ভাণ্ডারের সাথে নিজ নিজ শহর অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণের সাথে মিলিত হয়ে তাঁদের সংগ্রহও একত্র করেন।

দ্বিতীয় যুগ

এই যুগটি প্রায় দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে গিয়ে শেষ হয়। এই যুগে তাবিঈদের একটি বিরাট দল তৈরি হয়ে যায়। তাঁরা প্রথম যুগের লিখিত ভাণ্ডারকে ব্যাপক সংকলনসমূহে একত্র করেন।

হাদীস সংকলকগণ ঃ

(১) মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব ঃ ইমাম যুহরী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ (মৃ. হিজরী ১২৪ ও ইংরেজি ৭৪১)। তিনি নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু, আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু, সাহল্ ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাবিয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মাহমূদ ইবনুর রবী রাহেমাল্লাহু আলাইহি প্রমুখের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম আওযাঈ রাহেমাল্লাহু আলাইহি, ইমাম মালেক রাহেমাল্লাহু আলাইহি এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর মত হাদীসের প্রখ্যাত ইমামগণ তাঁর ছাত্রদের মধ্যে গণ্য। হিজরী ১০১ ও ইংরেজি ৭১৯ সনে উমার ইবনে আবদুল আযীয রাহেমাল্লাহু আলাইহি তাঁকে হাদীস সংগ্রহ করে তা একত্র করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি মদীনার গভর্নর আবু বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হায্‌মকে আবদুর রহমানের কন্যা আমরাহও কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের নিকট হাদীসের যে ভাণ্ডার রয়েছে তা লিখে নেয়ার নির্দেশ দেন। এই আমরাহ রাহেমাল্লাহু আলাইহি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা-র বিশিষ্ট ছাত্রী ছিলেন এবং কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন (তাহযীবুত তাহযীব, ৭খ, পৃ. ১৭২)।

কেবল এখানেই শেষ নয়, বরং হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয রাহেমাল্লাহু আলাইহি ইসলামী রাষ্ট্রের সকল দায়িত্বশীল প্রশাসককে হাদীসের এই বিরাট ভাণ্ডার সংগ্রহ ও সংকলনের জোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে হাদীসের বিরাট সম্পদ রাজধানীতে পৌঁছে গেলো। সমসাময়িক খলীফা এর সংকলন প্রস্তুত করে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন (তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১খ, পৃ. ১০৬; জামিউল ইল্‌ম, পৃ. ৩৮)।

ইমাম যুহরীর সংগৃহিত হাদীস সংকলন করার পর এই যুগের অপরাপর আলেমগণও হাদীসের গ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করেন। আবদুল মালেক ইবনে জুরাইজ (মৃ. হিজরী ১৫০ ও ইংরেজি ৭৬৭ সন) মক্কায়, ইমাম আওযাঈ (মৃ. হিজরী ১৫৭ ও ইংরেজি ৭৭৩) সিরিয়ায়, মা'মার ইবনে রাশেদ (মৃ. হিজরী ১৫৩ ও ইংরেজি ৭৭০) ইয়ামনে, ইমাম সুফিয়ান সাওরী (মৃ. হিজরী ১৬১ ও ইংরেজি ৭৭৭) কুফায়, ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালাম (মৃ. হিজরী ১৬৭ ও ইংরেজি ৭৮৩) বসরায় এবং ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃ. হিজরী ১৮১ ও ইংরেজি ৭৯৭) খোরাসানে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে সবার আগে ছিলেন।

(২) ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ জন্ম হিজরী ৯৩ ও ইংরেজি ৭১১ সন। মৃত্যু হিজরী ১৭৯ ও ইংরেজি ৭৯৫ সনে ইমাম যুহরীর পরে মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংকলন ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। তিনি নাফে, যুহরী ও অপরাপর আলেমের ইলম দ্বারা উপকৃত হন। তাঁর শিক্ষক সংখ্যা নয়শত পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর জ্ঞানের

www.pathagar.com

উৎস থেকে সরাসরি হেজাজ, সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, মিসর, আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়ার হাজারো হাদীসের শিক্ষাকেন্দ্র তৃপ্ত হয়েছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে লাইস ইবনে সা'দ (মৃ. হিজরী ১৭৫ ও ইংরেজি ৭৯১), ইবনুল মুবারক (মৃ. হিজরী ১৮১ ও ইংরেজি ৭৯৭), ইমাম শাফিঈ (মৃ. হিজরী ২০৪ ও ইংরেজি ৮১৯) ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী (মৃ. হিজরী ১৮৯ ও ইংরেজি ৮০৪)-এর মত মহান ইমামগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এ যুগে হাদীসের অনেকগুলো সংকলন রচিত হয়, যার মধ্যে ইমাম মালেক রহ.-এর মুওয়াত্তা বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ গ্রন্থ হিজরী ১৩০ ও ইংরেজি ৭৪৭ সন থেকে হিজরী ১৪১ ইংরেজি ৭৫৮ সনের মধ্যে সংকলিত হয়। এতে মোট ১৭০০টি রেওয়ায়েত আছে। তার মধ্যে ৬০০টি মারূফ, ২২৮টি মুরসাল, ৬১৩টি মাওকুফ রেওয়ায়েত এবং তাবিঈদের ২৮৫টি বাণী রয়েছে। এ যুগের আরও কয়েকটি সংকলনের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ

জামি' সুফিয়ান সাওরী (মৃ. হিজরী ১৬১ ও ইংরেজি ৭৭৭), জামে' ইবনিল মুবারক, জামে' ইমাম আওযাঈ (মৃ. হিজরী ১৫৭ ও ইংরেজি ৭৭৩), জামে' ইবনে জুরাইজ (মৃ. হিজরী ১৫০ ও ইংরেজি ৭৬৭), ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. হিজরী ১৮৩ ও ইংরেজি ৭৯৯)-এর কিতাবুল খিরাজ, ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আসার। এই যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবাদের আসার (বাণী) এবং তাবিঈদের ফতোয়াসমূহ একই সংকলনে একত্রিত করা হতো। কিন্তু সাথে একথাও বলে দেয়া হতো যে, কোনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস এবং কোনটি সাহাবা অথবা তাবিঈদের বাণী।

তৃতীয় যুগ

এই যুগ প্রায় দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষের দিক থেকে চতুর্থ হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহকে সাহাবাগণের আসার ও তাবিঈদের বাণী থেকে পৃথক করে সংকলিত করা হয়।

(২) নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের পৃথক সংকলন প্রস্তুত করা হয়। এভাবে যাচাই-বাছাই এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর দ্বিতীয় যুগের সংকলনসমূহ তৃতীয় যুগের বিরাট গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

(৩) এই যুগে হাদীসসমূহ কেবল একত্রই করা হয়নি, ইলমে হাদীসের হেফাজতের জন্য মহান মুহাদ্দিসগণ ইলমের একশতাধিক শাখার ভিত্তি স্থাপন

www.pathagar.com

করেন, যার উপর বর্তমান কাল পর্যন্ত হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাদেরে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।

সংক্ষিপ্তভাবে এখানে হাদীসের জ্ঞানের কয়েকটি শাখার পরিচয় দেয়া হলো ঃ

(১) ইল্‌মু আসমাইর রিজাল (রিজাল শাস্ত্র) ঃ এই শাস্ত্রে হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের পরিচয়, জন্ম-মৃত্যু, শিক্ষক ও ছাত্রদের বিবরণ, জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যাপক ভ্রমণ এবং নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বা অনির্ভরযোগ্য হওয়া সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত সন্নিবিশিত হয়েছে। জ্ঞানের এই শাখা বহুত ব্যাপক, উপকারী ও আকর্ষণীয়। কোন কোন গোঁড়া প্রাচ্যবিদও স্বীকার না করে পারেননি যে, রিজাল শাস্ত্রের দৌলতে পাঁচ লাখ রাবীর জীবনেতিহাস সংরক্ষিত হয়েছে। মুসলিম জাতির এই নজীর অন্য কোন জাতির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব-(প্রাচ্যবিদ স্প্রেংগার কর্তৃক আল ইসাবায় সংজোযিত ইংরেজি ভূমিকা, ১৮৬৪ খৃ. কলিকাতা থেকে প্রকাশিত)। রিজাল শাস্ত্রের উপর শত শত গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) তাহযীবুল কামাল ঃ গ্রন্থকার ইমাম ইউসুফ মিয্‌যী (মৃ. হিজরী ৭৪২ ইংরেজি ১৩৪৩)। রিজাল শাস্ত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

(খ) তাহযীবুত তাহযীব ঃ গ্রন্থকার সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (মৃ. হিজরী ৮৫২ ইংরেজি ১৪৪৮)। গ্রন্থটি ১২ খণ্ডে বিভক্ত এবং দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত।

(গ) তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ (পাঁচ খণ্ড) ঃ গ্রন্থকার শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃ. হিজরী ৭৪৮ ইংরেজি ১৩৪৭)।

(২) ইল্‌ম মুসতালাহিল হাদীস (উসূলে হাদীস) ঃ ইল্‌মের এই শাখার সাহায্যে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা যাচাইয়ের নিয়ম-কানুন জানা যায়। এই শাখার আলোকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা ও হাদীসের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে এই ভূমিকার শেষাংশে সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে। এই শাখার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে 'উলুমূল হাদীস'। এটা 'মুকাদ্দামা ইবনিস সালাহ' নামে পরিচিত। এর রচিয়তা হচ্ছেন আবু উমার ওয়া উসমান ইবনুস সালাহ্ (মৃ. হিজরী ৫৭৭ ইংরেজি ১১৮১)।

নিকট অতীতে উসূলুল হাদীসের উপর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। (ক) তাওজীহুন নাজার। গ্রন্থকার আল্লামা তাহের ইবনে সালেহ আল-জাযাইরী (মৃ. হিজরী ১৩৩৮ ইংরেজি ১৯১৯) এবং (খ) কাওয়াইদুল হাদীস। গ্রন্থকার আল্লামা

www.pathagar.com

সায়্যিদ জামালুদ্দীন কাসিমী (মৃ. হিজরী ১৩৩২ ইংরেজি ১৯১৩)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে হাদীসের মূলনীতি শাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষোক্ত গ্রন্থে এই জ্ঞানকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

(৩) ইল্‌ম আরীবিল হাদীস ঃ এই শাস্ত্রে হাদীসের কঠিন ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দসমূহের আভিধানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ শাস্ত্রে আল্লামা যামাখশারী (মৃ. হিজরী ৫৩৮ ইংরেজি ১১৪৩)-এর 'আল-ফাইক' এবং ইবনুল আছীর (মৃ. হিজরী ৬০৬ ইংরেজি ১২০৯)-এর 'নেহায়া' গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

(৪) ইল্‌ম তাখরীজুল আহাদীস ঃ প্রসিদ্ধ তাফসীর, ফিক্‌হ, তাসাওউফ ও আকাইদ-এর গ্রন্থসমূহে যেসব হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে— ইলমের এই শাখার মাধ্যমে তার উৎস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। যেমন বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বাক্‌র আল মারগীনানী (মৃ. হিজরী ৫৯২ ইংরেজি ১১৯৫)-এর 'আল হিদায়া' নামক ফিক্‌হ গ্রন্থে এবং ইমাম গাযালী (মৃ. হিজরী ৫০৫ ইংরেজি ১১১১)-এর ইহ্‌য়াউল উলূম গ্রন্থে অনেক হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার সনদ ও গ্রন্থবরাত উল্লেখ করা হয়নি। এখন কোন পাঠক যদি জানতে চায় এই হাদীসগুলো কোন্ পর্যায়ের এবং হাদীসের কোন্ সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে তা উল্লেখ আছে। তবে প্রথমোক্ত গ্রন্থের জন্য হাফেজ যাইলাঈ (মৃ. হিজরী ৭৯২ ইংরেজি ১৩৮৯)-এর 'নাসবুর রাইয়াহ্' ও হাফেজ ইবনে হাজার আল আসকালানীর 'আদ দিরাইয়াহ্' গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নিতে হবে। আর শেষোক্ত গ্রন্থের জন্য হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী (মৃ. হিজরী ও ইংরেজি ৮০৬/১৪০৩)-এর 'আল-মুগনী আন হামালিল আসফার' গ্রন্থের সাহায্য নিতে হবে।

(৫) ইলমুল আহাদীসিল মাওদূআহ্ ঃ এই বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ আলেমগণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং মাওদূ (মনগড়া) রেওয়ায়েতগুলো পৃথক করে দিয়েছেন। এ বিষয়ের উপর কাযী শাওকানী (মৃ. হিজরী ১২৫৫ ইংরেজি ১৮৩৯)-এর 'আল ফাওয়াইদুল মাজমুআহ' এবং হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (হিজরী ৯১১ ইংরেজি ১৫০৫)-এর 'আল লায়ীল মাসনূআহ' গ্রন্থদ্বয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬) ইলমুন নাসিখ ওয়াল মানসুখ ঃ এই শাস্ত্রের উপর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মূসা হাযিমী (মৃ. হিজরী ৭৮৪ ইংরেজি ১৩৮২ সনে ৩৬ বছর বয়সে)-এর 'কিতাবুল ই'তিবার' অধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

(৭) ইলমুত তাওফীক বাইনাল আহাদীস ঃ যেসব হাদীসের বক্তব্যের মধ্যে বাহ্যত পারস্পরিক বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানের এই শাখায় তার

www.pathagar.com

সঠিক ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। সর্বপ্রথম ইমাম শাফিই (মৃ. হিজরী ২০৪ ইংরেজি ৮১৯) এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। তাঁর পুস্তিকাখানি 'মুখতালিফুল হাদীস' নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম তাহাবী (মৃ. হিজরী ৩২১ ইংরেজি ৯৩৩)-এর 'মুশকিলুল আছার'ও এ বিষয়ে একখানি সহায়ক গ্রন্থ।

(৮) ইলমুল মুখতালিফ ওয়ার মু'তালিফ ঃ এই শাখায় হাদীসের যেসব রাবীর নাম, ডাকনাম, উপাধি, পিতা ও দাদার নাম অথবা শিক্ষকদের নাম পরস্পর সংমিশ্রিত হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মিশ্রণজনিত এই সংশয়ের কারণে যে কোন অনভিজ্ঞ লোক ভুলের শিকার হতে পারে। এই বিষয়ের উপর ইবনে হাজার আল আসকালানী রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর 'তা'বীরুল মুনতাবিহ্' গ্রন্থখানি অধিক পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ।

(৯) ইল্‌ম আতরাফুল হাদীস্ ঃ জ্ঞানের এই শাখার সাহায্যে কোন্ হাদীস কোন্ গ্রন্থে আছে এবং কে কে তার রাবী তা জানা যায়। যেমন কোনো ব্যক্তির 'ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়্যাত' হাদীসের একটি বাক্য মনে আছে। সে পূর্ণ হাদীসটি, এর সকল রাবী ও হাদীসের কোন্ গ্রন্থে তা আছে সেটা জানতে চায়। তখন তাকে এই শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। এই বিষয়ে হাফেজ মিযযী (মৃ. হিজরী ৭৪২ ইংরেজি ১৩৪১)-এর 'তুহফাতুল আশরাফ' গ্রন্থখানি অধিক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এই গ্রন্থে সিহাহ সিত্তার সব হাদীসের সূচী একে গেছে। এই গ্রন্থের বিন্যাসে তাঁর ২৬ বছর সময় লেগেছে। কঠোর পরিশ্রমের পর গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ হয়।

বর্তমান কালে প্রাচ্যবিদগণ এসব গ্রন্থের সাহায্যে কিছুটা নতুন ঢং-এ হাদীসের সূচী প্রস্তুত করেছেন। যেমন 'মিফতাহ্ কুনুযিস্ সুন্নাহ' গ্রন্থখানি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৩৩৪ খৃ. মিসর থেকে এর আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে 'আল-মু'জামুল মাফহারাসু লি-আলফাজিল হাদীসিন্‌নাবাবী' নামে একটি সূচী এ.জে. ব্রিল কর্তৃক লাইডেন নেদারল্যাণ্ড থেকে আরবীতে প্রকাশিত হয়েছে। এটা বৃহৎ সাত খণ্ডে বিভক্ত। এতে সিহাহ সিত্তা ছাড়াও মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমাদ ও দারিমীর হাদীসসূচীও যোগ করা হয়েছে।

(১০) ফিকহুল হাদীস ঃ এই শাখায় হুকুম আহকাম সম্বলিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিষয়ের উপর হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম (মৃ. হিজরী ৭৫১ ইংরেজি ১৩৫০)-এর 'ই'লামুল মূকিঈন' এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলাবী (মৃ. হিজরী ১১৭৬ ইংরেজি ১৭৬২)-এর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্'

www.pathagar.com

গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ আলেমগণ জীবন ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আবু উবায়েদ কাসিম ইবনে আল্লাম (মৃ. হিজরী ২২৪ ইংরেজি ৮৩৮)-এর 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। জমীন, উশোর, খাজনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. হিজরী ১৮২ ইংরেজি ৭৯৮)-এর 'কিতাবুল খারাজ' একটি সর্বোত্তম সংকলন। অনন্তর হাদীস বা সুন্নাহ শরীআতের আইনের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস্য হওয়া সম্পর্কে এবং হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীদের (মুনকিরীনে হাদীস) ছড়ানো ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো অত্যন্ত উপকারী ঃ

(১) কিতাবুল উম্ম (৭ম খণ্ড), (২) আর রিসালা ইমাম শাফিঈ, (৩) আল মুওয়াফিকাত (৪র্থ খণ্ড), এর রচয়িতা হচ্ছেন আবু ইসহাক শাতিবী (মৃ. হিজরী ৭৯০ ইংরেজি ১৩৮৮), (৪) সাওয়াইক মুরসিলা (২য় খণ্ড), রচয়িতা ইবনুল কাইয়্যেম, (৫) ইবনে হায্‌ম আন্দালুসী (মৃ. হিজরী ৪৫৬ ইংরেজি ১০৬৩)-এর আল আহকাম, (৬) মাওলানা বদরে আলম মীরাঠির মুকাদ্দামা তারজুমানুস সুন্নাহ, (৭) অত্র গ্রন্থের সংকলকের পিতা মাওলানা হাফেজ আবদুস সাত্তার হাসান উমারপুরীর[২] ইসবাতুল খাবার, (৮) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীরর হাদীস আওর কুরআন। অনন্তর (৯) 'ইনকারে হাদীস কা মানজার আওর পাস-মানজার' নামে জনাব ইফতেখার আহমাদ বালখীর গ্রন্থখানিও সুখপাঠ্য। এ পর্যন্ত গ্রন্থটির দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। কিছুকাল পূর্বে আল্লামা মুস্তাফা সাব্বাঈ হাদীসের হুজ্জাত (দলিল) হওয়া সম্পর্কে দামেশকের 'আল মুসলিমূন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত উপকারী প্রবন্ধ লেখেন। জনাব মালিক গোলাম আলী সাহেব এই প্রবন্ধ উর্দুতে অনুবাদ করেন— যা 'নাতে রসূল' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

(২) মাওলানা হাফেজ আবদুল জাব্বার (মুহাদ্দিস) উপারপুরী (মৃ. হিজরী ১৩৩৪ ইংরেজি ১৯১২)-এর জীবদ্দশায়ই মৌলভী আবদুল্লাহ চকরালুভীর মুনকিরীনে হাদীসের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব এ সময় তাঁর 'দিয়াউস-সুন্নাহ' নামক পত্রিকায় এই ফেতনার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লেখেন।

ইলমে হাদীসের ইতিহাস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ঃ হাফেজ ইবনে হাজার আল আসকালানীর রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থের ভূমিকা, হাফেজ ইবনে আবদিল

www.pathagar.com

বার আল আন্দালুসী (মৃ. হিজরী ৪৬৩ ইংরেজি ১০৭০)-এর জামি' বাইয়ানিল ইল্‌ম ওয়া আহলিহি, ইমাম হাকেম নিশাপুরী (মৃ. হিজরী ৪০৫ ইংরেজি ১০১৪)-এর মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস, মাওলানা আবদুর রহমান (মুহাদ্দিস) মুবারকপুরী (মৃ. হিজরী ১৩৫৩ ইংরেজি ১৯৩৫)-এর তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থের ভূমিকা। নিকট অতীতে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই শেষোক্ত গ্রন্থটি আলোচনার ব্যাপকতা ও প্রয়োজনের দিক থেকে একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। অনুরূপভাবে মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানীর 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থের ভূমিকা এবং মাওলানা মানাজির আহসান গীলানীর 'তাদবীনে হাদীস' (উর্দু) গ্রন্থদ্বয়েও ইলমে হাদীসের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় যুগে হাদীস সংকলকবৃন্দ ঃ

এ যুগের প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলকবৃন্দ ও নির্ভরযোগ্য সংকলনসমূহের পরিচয় নিচে দেয়া হলো ঃ

(১) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (জন্ম হিজরী ১৬৪ ইংরেজি ৭৮০; মৃ. হিজরী ২৪১ ইংরেজি ৮৫৫)-এর গুরুত্বপূর্ণ সংকলন মুসনাদে আহমাদ নামে পরিচিত। এতে তিরিশ হাজার হাদীস পুনরাবৃত্তিসহ ৫ খণ্ডে বর্তমান রয়েছে। উল্লেখযোগ্য সব হাদীস এতে সংগৃহীত হয়েছে। এতে বিষয়সূচি অনুযায়ী বিন্যাসের পরিবর্তে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত সব হাদীস একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থের হাদীসগুলো বিষয়সূচী অনুযায়ী বিন্যাস করার কাজ শায়খ হাসানুল বান্না শহীদের পিতা আহমাদ আবদুর রহমান সাআতী শুরু করেছিলেন। তাঁর এ গ্রন্থটি ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(২) ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (জন্ম হিজরী ১৯৪ ইংরেজি ৮০৯; মৃ. হিজরী ২৫৬ ইংরেজি ৮৬৯)। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ বুখারী। এর পূর্ণ নাম 'আল জামিউস সহীহুল মুসনাদুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি'।

এই গ্রন্থ সংকলনে ১৬ বছর সময় লেগেছে। তাঁর কাছে সরাসরি সহীহ বুখারী অধ্যয়নকারী ছাত্রের সংখ্যা ৯০ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। এই ধরনের মজলিসে পর পর পৌঁছে দেয়া লোকদের সংখ্যা তিন শতের অধিক হতো (কারণ তখন মাইক বা লাউড স্পীকের সুবিধা ছিল না)। এই গ্রন্থে মোট ৯৬৮৪টি হাদীস রয়েছে। পুনরুক্তি ও তা'লিকাত (সনদবিহীন রিওয়ায়েত), শাওয়াহেদ

www.pathagar.com

(সাহাবাদের বাণী) ও মুরাসাল হাদীস বাদ দিলে শুধু মারূফ হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩২-এ। ইমাম বুখারী রহ. অপরাপর মুহাদ্দিসের তুলনায় অধিক শক্ত মানদণ্ডে রাবীদের যাচাই বাছাই করেছেন।

(৩) ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল কুশাইরী (জন্ম হিজরী ২০২ ইংরেজি ৮১৭; মৃ. হিজরী ২৬১ ইংরেজি ৮৭৪)। ইমাম বুখারী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহেমাল্লাহু আলাইহি-ও তাঁহার শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম তিরমিযী, আবু হাতিম রাযী ও আবু বাক্‌র ইবনে খুযাইমা তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ 'সহীহ্ মুসলিম' বিন্যাসগত দিক থেকে সুপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে মোট ৯১৯০টি হাদীস (পুনরুক্তিসহ) রয়েছে।

(৪) ইমাম আবু দাউদ আশআছ ইবনে সুলাইমান আশ সিজিস্তানী (জন্ম হিজরী ২০২ ইংরেজি ৮১৭; মৃ. হিজরী ২৭৫ হিজরী ৮৮৮)। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সংকলন 'সুনানে আবি দাউদ' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পরিপূর্ণরূপে একত্র করা হয়েছে। ফিকহী ও আইনগত বিষয়ের জন্য এই গ্রন্থ একটি উত্তম উৎস। এতে ৪৮০০ হাদীস রয়েছে (কিন্তু এর ইংরেজি সংস্করণে ক্রমিক নং ৫২৫৪ পর্যন্ত পৌঁছেছে— অনুবাদক)।

(৫) ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (জন্ম হিজরী ২০৯ ইংরেজি ৮২৪; মৃ. হিজরী ২৭৯ ইঙরেজি ৮৯২)। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ জামে তিরমিযী নামে পরিচিত। এতে ফিকহী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এবং একই বিষয়ে যে যে সাহাবীর হাদীস রয়েছে তাদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) ইমাম আহমাদ ইবনে শুআইব নাসাঈ (মৃ. হিজরী ৩০৩ ইংরেজি ৯১৫)। তাঁর সংকলনের নাম 'আস সুনানুল মুজতাবা' যা সুনানে নাসাঈ নামে প্রসিদ্ধ।

(৭) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ্ কাযবীনী (মৃ. হিজরী ২৭৩ ইংরেজি ৮৮৬)। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ "সুনানে ইবনে মাজাহ" নামে প্রসিদ্ধ।

'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থ ছাড়া উল্লিখিত ছটি গ্রন্থকে হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় 'সিহাহ সিত্তা' বলা হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থের পরিবর্তে ইমাম মালেকের 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তার মধ্যে গণ্য করেন।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়া এ যুগে আরও অনেক প্রয়োজনীয় এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেয়া সম্ভব নয়। বুখারী, মুসলীম

www.pathagar.com

তিরমিযী এই তিনটি গ্রন্থকে একত্রে 'জামি' বলা হয়। অর্থাৎ আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, নৈতিকতা, পারস্পরিক লেনদেন ও আচার ব্যবহার ইত্যাদি শিরোনামের অধীন হাদীসসমূহ এতে বর্তমান আছে। আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহকে একত্রে সুনান বলা হয়। অর্থাৎ এই গ্রন্থগুলোতে বাস্তব কর্মজীবনের সাথে সম্পর্কিত হাদীসই বেশি স্থান পেয়েছে।

হাদীসের গ্রন্থাবলীর স্তর বিন্যাস ঃ

হাদীস বিশারদগণ রিওয়ায়েতের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী হাদীসের সমস্ত গ্রন্থাবলীকে চার স্তরে বিভক্ত করেছেন ঃ

১ম স্তর ঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম–এই তিনটি গ্রন্থ সনদের বিশুদ্ধতা ও রাবীদের নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

২য় স্তর ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ–এই তিনটি গ্রন্থের কোন কোন রাবী নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে প্রথম স্তরের গ্রন্থাবলীর রাবীদের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের। কিন্তু তবুও তাদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করা হয়। মুসনাদে আহমাদও এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

৩য় স্তর ঃ আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আল দারিমী (মৃ. হিজরী ২৫৫ ইংরেজি ৮৬৯)-এর 'সুনান' (মুসনাদ); ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী, দারু কুতনী (মৃ. হিজরী ৩৮৫ ইংরেজি ৯৯৫); তাবারানী (মৃ. হিজরী ৩৬০ ইংরেজি ৯৭০)-এর সংকলনসমূহ; তাহাবী (মৃ. হিজরী ৩১১ ও ইংরেজি ৯২৩)-এর সংকলনসমূহ; মুসনাদে আশিঅ (মৃ. হিজরী ৪৬৩ ইংরেজি ১০৭০)-এর গ্রন্থাবলী; আবু নুআইম (মৃ. হিজরী ৪০৩ ইংরেজি ১০১২); ইবনে আসাকির (মৃ. হিজরী ৫৭১ ইংরেজি ১১৭৫); দাইলামী (মৃ. হিজরী ৫০৯ ইংরেজি ১১১৫)-এর ফিরদাউস; ইবনে আদী (মৃ. হিজরী ৩৬৫ ইংরেজি ৯৭৫)-এর সংকলন। এই পর্যায়ের অপরাপর গ্রন্থাকারের গ্রন্থাবলী চতুর্থ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এসব গ্রন্থে সব ধরনের হাদীস স্থান পেয়েছে। এমনকি অনেক মাওদূ (মনগড়া) রেওয়ায়েতও এর মধ্যে রয়েছে। সাধারণ বক্তাগণ, ঐতিহাসিক এবং তাসাওউফ পন্থীগণ বেশির ভাগ এসব গ্রন্থের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। অবশ্য যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে এসব গ্রন্থের মধ্যেও অতি মূল্যবান মনি মুক্তা পাওয়া যেতে পারে।

চতুর্থ যুগ

এই যুগ হিজরী পঞ্চম শতক থেকে শুরু হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে তৃতীয় যুগের গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই যুগে যে কাজ হয়েছে তার বর্ণনা নিচে দেয়া হলো ঃ

www.pathagar.com

(১) হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির ভাষ্যগ্রন্থ, টীকা এবং অন্যান্য ভাষায় তরজমা গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

(২) হাদীসের যেসব শাখা-প্রশাখার কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সে সব বিষয়ের উপর এই যুগেই অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপ রচিত হয়েছে।

(৩) বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নিজেদের আগ্রহ অথবা প্রয়োজনের তাগিদে তৃতীয় যুগের রচিত গ্রন্থাবলী থেকে হাদীস চয়ন করে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) মিশকাতুল মাসাবীহ্ ঃ সংকলক ওয়ালীউদ্দীন খতীব তাবরীযী। নির্বাচিত সংকলনগুলোর মধ্যে এটাই সর্বাদিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। এতে সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীস এবং আরও দশটা মৌলিক গ্রন্থের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-ব্যবহার, চরিত্র, নৈতিকতা, শিষ্টাচার এবং আখেরাত সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ একত্র করা হয়েছে।

(খ) রিয়াদুস সালেহীন ঃ সংকলক ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারফুদ্দীন নববী (মৃ. হিজরী ৬৭৬ ইংরেজি ১১৭৭)। তিনি সহীহ মুসলিমেরও ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এটা বেশির বাগ চরিত্র, নৈতিকতা ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত হাদীস সম্বলিত একটি চয়নিকা। প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে প্রাসংগিক আয়াতও উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারীর সংকলন ও বিন্যাস পদ্ধতিও এইরূপ। গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়ে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(গ) মুনতাকাল আখবার ঃ সংকলক মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ. হিজরী ৬৫২ ইংরেজি ১২৫৪)। তিনি শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনে তাইমিয়া (মৃ. হিজরী ৭২৮ ইংরেজি ১৩২৭)-এর দাদা। আল্লামা শাওকানী আইনুল আওতার নামে, আট খণ্ডে এই গ্রন্থের একটি শরাহ্ (ভাষ্যগ্রন্থ) লিখেছেন।

(ঘ) বুলুগুল মারাম ঃ সংকলক সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আল আসকালানী (মৃ. হিজরী ৮৫২ ইংরেজি ১৪৪৮)। এই চয়নিকায় ইবাদাত ও মুআমালাত সম্পর্কিত হাদীসই অধিক সন্নিবেশিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আস সানআনী (মৃ. হিজরী ১১৮২ ইংরেজি ১৭৬৮) 'সুবুলুস

www.pathagar.com

সালাম' শিরোনামে আরবী ভাষায় এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃ. হিজরী ১৩০৭ ইংরেজি ১৮৮৯)-ও 'মিসকুল খিতাম' নামে ফারসী ভাষায় এর ভাষ্য লিখেছেন।

হিমালয়ান উপমহাদেশে সর্বপ্রথম শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলবী (মৃ. হিজরী ১০৫২ ইংরেজি ১৬৪২) সুসংগঠিতভাবে ইলমে হাদীসের চর্চা শুরু করেন। তাঁর পরে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (মৃ. ১১৭৬/১৭৬২), তাঁর পুত্রগণ, পৌত্রগণ এবং সুযোগ্য শাগরিদবৃন্দের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পৃথিবীর এই অংশ সুন্নাতে নববীর আলোকে সমুজ্জল হয়ে ওঠে।

"পৃথিবী তাঁর প্রভুর নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।"– (যুমার ঃ ৬৯)

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহেমাল্লাহু আলাইহি-এর পর থেকে হাদীসের অনুবাদ গ্রন্থ, ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং চয়নিকা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের পুণ্যময় কাজ আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। 'ইন্তেখাবে হাদীস' ও 'রাহে আমল' সহ বেশ কয়টি গ্রন্থও এই প্রচেষ্টারই অংশ বিশেষ।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের সংকলকও হাদীসের সেবকগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। যেসব মহান ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সংকলন ও তার প্রচারে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন তাদের সাথে আমাদের মত নগণ্য ব্যক্তিদের তুলনা হতে পারে না।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একটি যুগেও হাদীসের চর্চা বন্ধ হয়নি। দিনরাত সবসময় এর চর্চা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।

হাদীসের কয়েকটি পরিভাষা ঃ

হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও তাকরীরকে হাদীস বলে।

আছার ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণের কথা ও কাজকে আছার বলে।

সনদ ঃ হাদীসের রাবী পরম্পরাকে সনদ বলে। (এবং হাদীস বর্ণনাকারীগণকে রাবী বলে)।

রেওয়ায়েত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে 'রেওয়ায়েত' বলে এবং যিনি বর্ণনা করেন তাকে রাবী বলা হয়। কোন কোন সময় হাদীসকেও রেওয়াত বলে। যেমন বলা হয়, এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত (হাদীস) আছে।

www.pathagar.com

মতন ঃ হাদীসের মূল অংশকে মতন বলে।

খবরে মুতাওয়াতির ঃ যে হাদীসকে প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক বর্ণনা করেছেন— যাঁদের পক্ষে কোন মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব— তাকে খবরে মুতাওয়াতির বলে।

খবরে ওয়াহিদ/খবরে আহাদ ঃ যে হাদীসের রাবীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে পৌঁছেনি তাকে খবরে ওয়াহিদ বলে। মুহাদ্দিসগণ এরূপ হাদীসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ

(১) মাশহুর ঃ সাহাবীদের যুগের পরে যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহুর হাদীস বলে।

(২) আযীয ঃ যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন বারী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয বলে।

(৩) গারীব ঃ যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত একজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গারীব বলে।

১. তাকরীর মৌন সমর্থন-এর অর্থ হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কোন কাজ করা হলো, তিনি এতে অসম্মতি প্রকাশ করেননি।

২. মুতাওয়াতির-এর কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে ঃ (ক) পূর্ববর্তী যুগ থেকে পরবর্তী যুগ পর্যন্ত বংশ পরম্পরা পূর্ণ ব্যাপকতা সহকারে ও সাধারণভাবে বর্ণনা ধারা অব্যাহত রয়েছে। যেমন কুরআন মজীদ। (খ) তাওয়াতুরে আমলী— অব্যাহত আমল। যেমন নামাযের ওয়াক্তসমূহ, আযান ও নামাযের কাঠামো। (গ) তাওয়াতুরে ইসনাদ, উদাহরণ স্বরূপ ঃ "যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে (মনগড়া কথা রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দেবে) সে জাহান্নামে নিজের স্থান করে নিলো"– এই হাদীসটি কেবল সাহাবাদের যুগেই এক শতের অধিক রাবী বর্ণনা করেছেন। এভাবে খতমে নবুওয়াত সম্পর্কিত হাদীসমূহ। (ঘ) তাওয়াতুরে মা'নাবী– অর্থাৎ যেসব হাদীসের রাবীদের সংখ্যা প্রায় মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযাসমূহ। দোয়ায় হাত উঠানো ইত্যাদি। (ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থের ভূমিকা)।

মারফু ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে মারফু' হাদীস বলে।

www.pathagar.com

মাওকুফ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যা স্বয়ং সাহাবীর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলে।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবী বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতি ঃ মুত্তাসিল-এর বিপরীত। অর্থাৎ সনদের মধ্যে কোন স্তরে রাবী বাদ পড়েছে।

মুআল্লাক ঃ যে হাদীসের সনদের প্রথম দিককার (সাহাবীর পরে) রাবীর নাম বাদ দেয়া হয়েছে। অথবা গোটা সনদই বিলোপ করা হয়েছে। তাকে মুআল্লাক হাদীস বলে। আর এই বিলোপ সাধনকে তা'লকি বলে।

মু'দাল ঃ সনদ থেকে পরপর দুই বা ততোধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'দাল বলে।

মুরসালা ঃ যে হাদীসের সনদে তাবিঈ ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যবর্তী স্তরের রাবীর নাম উল্লেখ নাই তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

শায ঃ যে হাদীসের রাবী বিশ্বস্ত। কিন্তু তিনি তাঁর চেয়েও অধিক বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করেন তাকে শায বলে। অধিকতর বিশ্বস্ত রাবীর হাদীসকে 'মাহফূজ' বলে।

মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন নির্ভারযোগ্য রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে দুর্বল রাবীর হাদীসকে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) এবং সবল রাবীর হাদীসকে 'মা'রূফ' (পরিচিত) বলে।

মুআল্লাল ঃ যে হাদীসের সনদে এমন কোন সূক্ষ্মত্রুটি রয়েছে যা কেবল হাদীস শাস্তে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণই ধরতে পারেন— তাকে মুআল্লাল বলে। যেমন— কোন সন্দেহ বা অনুমানের ভিত্তিতে 'মারূফ' হাদীসকে মাওকূফ হাদীস অথবা মাওকূফ হাদীসকে 'মারূফ' হাদীস বলে বর্ণনা করা।

সহীহ ঃ যে হাদীসের সনদে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় তাকে সহীহ হাদীস বলে ঃ (ক) সনদ পরম্পর সংযুক্ত, (খ) রাবী ন্যায়নিষ্ঠ, অর্থাৎ কার্যকলাপ ও আখলাক-চরিত্রের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য, (গ) স্মৃতিশক্তি প্রখর (ঘ) শায নয় এবং (ঙ) মুআল্লাল-ও নয়।

হাসান ঃ যে হাদীসের সনদে উপরোক্ত সহীহ হাদীসের বৈশিষ্ট্যসমূহ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে। কিন্তু রাবীর স্মরণশক্তির মধ্যে ত্রুটি আছে, তাকে

www.pathagar.com

হাসন হাদীস বলে। কিন্তু এই হাদীসের সমর্থনে যদি একই পর্যায়ে অন্য হাদীস বর্তমান থাকে তবে তাকে সহীহ লি-গাইরিহি বলে।

যঈফ ঃ যে হাদীসের সনদে সহীহ ও হাসান হাদীসের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বা তার কতিপয় বেশিষ্ট্যের মধ্যে ত্রুটি আছে তাকে যঈফ হাদীস বলে। কয়েকটি যঈফ রেওয়ায়েতকে একত্রে হাসান লি-গাইরহি বলা যেতে পারে— যদি রাবীর এই দুর্বলতা তার আচরণগত ও চারিত্রিক ত্রুটির কারণে সৃষ্টি না হয়ে থাকে (কাওয়াইদুল হাদীস, পৃ. ৯০)। যঈফ হাদীসের রাবীদের তাকওয়া-ই যদি সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়— তবে এদের রেওয়ায়েত মোটেই নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এই ধরনের রেওয়ায়েতকে 'মাওদূ' (মনগড়া) হাদীস বলে। অর্থাৎ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের নামে ইচ্ছা করে কোন মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণ হয়েছে তার বর্ণিত হাদীসকে 'মাওদূ' বলা হয়।

● ● ●

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা অধ্যায়

যেমন নিয়্যাত তেমন ফল ঃ

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ اَلْاَعْمَالُ –'আল আমল' শব্দটি 'আমল' শব্দ হতে নির্গত। এটি আমল শব্দের বহুবচন। অর্থ হলো কাজকর্ম। بِالنِّيَّاتِ – 'বিন নিয়্যাত' শব্দটি نِيَّتْ 'নিয়্যাত' শব্দ হতে নির্গত। নিয়্যাতের বহুবচন নিয়্যাত। অর্থ উদ্দেশ্য অনুসারে। هِجْرَتْ – শব্দটির অর্থ, এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে চলে যাওয়া। যেমন গুনাহ ছেড়ে সাওয়াবের দিকে চলে যাওয়া। এ হাদীসে هجرت-এর পরিভাষাগত অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরাত করে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। يَتَزَوَّجُهَا 'ইয়াতাযাওজুহা'– মূল শব্দ 'زو (যাওজ) হতে উৎপত্তি। শব্দটির অর্থ হলো স্বামী। শব্দটিকে ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করায় অর্থ হয়েছে বিয়ে করবে।

www.pathagar.com

১। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নিশ্চয়ই কর্মফল নিয়্যাতানুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। মানুষ যে নিয়্যাতে কাজ করবে সে অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে হিজরাত করবে সে হিজরাতই আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। আর যে ব্যক্তি কোন পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের ইচ্ছায় কিংবা কোন নারীকে বিয়ে করার আশায় হিজরাত করবে তার হিজরাত সে উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ প্রশিক্ষণ ও আত্মসংশোধনের জন্যে এ হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "নিয়্যাতই হলো যাবতীয় সৎকাজের মূল"। একথাটি বুঝাবার জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটি বলেছেন। নিয়াত যদি শুদ্ধ হয় তবে সাওয়াব পাওয়া যাবে, নতুবা সাওয়াব পাওয়া যাবে না। এটাই হলো হাদীসটির মূল বক্তব্য।

বাহ্য দৃষ্টিতে কোন কাজ যত ভালো বলেই মনে হোক না কেন পরকালে তার উপযুক্ত পুরস্কার কেবলমাত্র তখনই পাওয়া যাবে যখন সে কাজটি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় করা হবে। দুনিয়াবী কোন লোভ-লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যত বড় সৎকাজই করা হোক কিংবা যত বড় ত্যাগই স্বীকার করা হোক না কেন আল্লাহর দরবারে তার কোনই মূল্য নেই। হিজরাতের দৃষ্টান্ত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সত্যটিকেই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ দেখো হিজরাত কত বড় সৎকাজ। কিন্তু কেউ যদি পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে হিজরাত করে তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে এর কোন মূল্য তো পাবেই না বরং উল্টো তার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির মোকদ্দমা দায়ের করা হবে।

নিয়্যাতের গুরুত্ব ঃ

(٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ ـ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ ـ مسلم

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ قَالَ 'কালা', قول শব্দ হতে উৎপত্তি। অর্থ বলা। অতীতকালের ক্রিয়ায় এর অর্থ হলো তিনি বলেছেন। لَايَنْظُرُ 'লা ইয়ানযুরু', نظر শব্দ হতে নির্গত। অর্থ হলো দেখা। ক্রিয়ায় বর্তমান কাল বুঝাতে এর অর্থ হলো, তিনি দেখবেন না। صُوَرِكُمْ 'সুয়ারিকুম'–মূল শব্দ সুরত হতে নির্গত। অর্থ ছবি-আকৃতি। قُلُوْبِكُمْ 'কুলুবিকুম' শব্দটি قَلْبُ 'কালবুন' হতে নির্গত। কালবুন এক বচন। বহু বচনে কুলুব। অর্থ তোমাদের মন।

২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরাত ও ধন-দৌলতের দিকে তাকাবেন না। তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজের দিকে তাকাবেন'। – মুসলিম।

বদনিয়্যাতের পরিণাম ঃ

(٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ عَمِلْتَ نِ اسْتُشْهِدَ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا ـ قَالَ فَمَا فِيْهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ ـ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُقَالَ جَرِيْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ـ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ فِى النَّارِ ـ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا ـ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَ قَرَاْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ هُوَ عَالِمٌ وَقَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ ـ فَقَدْ قِيْلَ ـ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ فِي النَّارِ ـ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ وَاُتِيَ بِهٖ

www.pathagar.com

فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ـ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ مَاتَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ ـ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيْلَ ـ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ ـ صحيح مسلم

শব্দের অর্থ ঃ سَمِعْتُ 'সামিতু'–অর্থ আমি শুনেছি। মূল শব্দ سَمْعٌ। يَقُوْلُ 'ইয়াকুলু'–অর্থ তিনি বলেছেন। মূল শব্দ قَوْلٌ অর্থ বলা। يُقْضٰى 'ইয়ুকদা'–অর্থ সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। মূল قَضْىٌ অর্থ সিদ্ধান্ত, রায়। فَسُحِبَ 'ফাসুহিবা'–অর্থাৎ উপুর করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। جَرِيٌ 'জারীয়্যুন'–অর্থ বাহাদুর। اُلْقِيَ 'উলকিয়া'–অর্থ নিক্ষেপ করা হবে। اَصْنَاف 'আসনাফিন'–মূল শব্দ صَنْفٌ অর্থ বিভিন্ন প্রকার। فَعَرَفَهَا 'ফাআরাফাহা'–মূল হলো عَرْفٌ অর্থ সে তা স্বীকার করবে।

৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি – "শেষ বিচারের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যিনি শহীদ হয়েছেন। তাঁকে আল্লাহর দরবারে হাজির করে তাঁর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ঐ সব নিয়ামাত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ "তুমি আমার এসব নিয়ামত পেয়ে কি করেছো?" সে উত্তরে বলবে ঃ আমি আপনার পথে লড়তে লড়তে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ বলবেন ঃ "তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি 'বীর' খ্যাতি অর্জনের জন্য লড়াই করেছো এবং সে খ্যাতি তুমি দুনিয়াতেই পেয়ে গেছো।" অতঃপর তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে-হেচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হবে। এভাবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

এরপর আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে। দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে এবং আল কুরআন পড়েছে। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ব্যক্তি এসব নিয়ামাত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ "এসব ভোগের পর তুমি কি করেছে?" সে বলবে ঃ

www.pathagar.com

"আমি দ্বীনের ইল্‌ম হাছিল করেছি, ইলম শিক্ষা দিয়েছি আর আপনার সন্তুষ্টির জন্যে আল কুরআন পড়েছি।" আল্লাহ বলবেন ঃ "তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি 'আলিম' খ্যাতি লাভের জন্যে ইলম অর্জন করেছো। তুমি কারীরূপে খ্যাত হবার জন্যে আল কুরআন পড়েছো। সে খ্যাতি তুমি পেয়ে গেছো।" তারপর হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে-হেচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা ও নানা রকম ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নিয়ামাত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ "এসব পেয়ে তুমি এর সাথে কি ব্যবহার করেছো ? সে বলবে ঃ "আমি আপনার পছন্দনীয় সব খাতেই আমার সম্পদ খরচ করেছি।' আল্লাহ বলবেন ঃ "তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি দাতারূপে খ্যাত হবার জন্যেই দান করেছো। সে খ্যাতি তুমি অর্জনও করেছে।" তারপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং উপুড় করে পা ধরে টেনে নিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত হাদীসের ৩টি বর্ণনা দ্বারা এ সত্যটিকেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কোন নেক কাজের বাহ্যিক রূপের উপর দৃষ্টি দিয়ে পুরস্কার দেয়া হবে না। যে সমস্ত সৎকাজ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় করা হয় কেবলমাত্র সেসব কাজই পুরস্কারের যোগ্য বলে পরিগণিত হবে। লোক দেখানো, নাম কুড়ানো কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যত বড় মহৎ কাজই করা হোক না কেন বাজারে কেউ গ্রহণ করে না। তেমনি এ ধরনের ঈমান ও বন্দেগী আল্লাহর দরবারে গ্রহণ করা হবে না।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে লোক দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের অভিলাসপ্রসূত সৎকাজ করার ধ্বংসাত্মক প্রবণতা থেকে সদা সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। এ মারাত্মক প্রবণতার হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করা না হলে আমাদের সারা জিন্দেগীর পুঁজি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ধ্বংসের খবর এমন এক শোচনীয় সময়ে জানা যাবে যখন মানুষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নেকেরও মুখাপেক্ষী হবে। প্রতিটি কড়ার জন্যে কাঙালের ন্যায় হন্যে হয়ে ঘুরবে।

www.pathagar.com

ঈমান অধ্যায়

ঈমানের বুনিয়াদ ঃ

(٤) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ - صحيح مسلم

শব্দের অর্থ ঃ فَاَخْبِرْنِيْ 'ফাআখবিরনী'–মূল শব্দ হলো খবর। অর্থাৎ আমাকে খবর বলুন। تُؤْمِنُ 'তুমিনু'–শব্দটি ঈমান শব্দ হতে নির্গত। অর্থ বিশ্বাস করা, অর্থাৎ তুমি বিশ্বাস করবে। خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ 'খায়রিহী ও শাররিহী'–খায়র অর্থাৎ উত্তম ও কল্যাণ আর শাররিহী অর্থ মন্দ ও খারাপ।

৪। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। একজন আগন্তুক (যিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। মানুষ রূপে রাসূলুল্লাহর নিকট এসে) জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ. আখিরাত এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ যা কিছু সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তা জানা ও মানাই হচ্ছে ঈমান।

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। হাদীসে জিব্রিল নামেও এটি খ্যাত। এ হাদীসের মূলকথা হলো হযরত জিব্রিল আলাইহিস সালাম একদিন মানুষের বেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ঈমান, ইসলাম, ইহসান এবং কিয়ামাত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন। আলোচ্য অংশটি ঈমান সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর।

ঈমানের অর্থ হলো কারো উপর নির্ভর করা এবং নির্ভরতার কারণে তার কথাবার্তাকে সত্য বলে স্বীকার করা। মানুষ যখন কাউকে সত্যবাদী বলে

www.pathagar.com

বিশ্বাস করে তখন তার আদেশ নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নেয়। এ অবস্থা ও বিশ্বাসই হলো ঈমানের প্রকৃত প্রাণশক্তি। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের মাধ্যমে যে সমস্ত কথা এসেছে তার সবগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করাই হলো মু'মিন হওয়ার জন্য জরুরি। এ হাদীসে ঈমানের যে কয়টি মৌলিক বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নে তার পৃথক ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

১। **ঈমান বিল্লাহ ঃ** অর্থাৎ আল্লাহর উপর ঈমান আনা। অর্থাৎ আবহমান কাল থেকে আল্লাহকে বিদ্যমান বলে স্বীকার করা, সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও তাকে একক ও নিরঙ্কুশ ব্যবস্থাপক হিসেবে মেনে নেয়া। অকপট চিত্তে এটা স্বীকার করে নেয়া যে, বিশ্ব সৃষ্টি কিংবা উহার ব্যবস্থাপনায় আল্লাহর সমকক্ষ কোন শরীক নেই। সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত এবং যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের তিনিই একচ্ছত্র মালিক।

২। **ঈমান বিল মালায়িকা ঃ** ফিরিশতাদের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হলো তাদের অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে একথা বিশ্বাস করা যে, তারা আল্লাহর পবিত্র সৃষ্টি। তারা সদা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করছে এবং কোন সময়ই বিরোধিতা বা নাফরমানী করেছে না। অনুগত দাসের ন্যায় আল্লাহর প্রতিটি হুকুম পালনের জন্যে তারা প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং সৎকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করতে থাকে।

৩। **ঈমান বিল কুতুব ঃ** কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হলো আল্লাহ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে যুগে যুগে যে সমস্ত বিধি-বিধান দুনিয়াবাসীর হেদায়াতের জন্যে পাঠিয়েছেন তার সবগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করা। কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ কিতাব হলো আল-কুরআন। পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের উপর প্রদত্ত কিতাবসমূহ বিকৃত করে ফেলায় আল্লাহ তার সর্বশেষ রাসূলের মাধ্যমে আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাযিল করেছেন। এ কিতাবের বক্তব্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট এবং যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিকৃতির উর্ধে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে এ কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিতাবই আজ মানবজাতির হাতে নেই।

www.pathagar.com

৪। ঈমান বির্‌রুসূল ঃ নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যত নবী-রাসূল এ দুনিয়ায় এসেছেন তারা সবাই সত্য। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ ও বাণীসমূহ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতীত হুবহু মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বর্তমানে দুনিয়ায় তাঁর প্রদর্শিত পন্থার অনুসণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির মুক্তির একমাত্র উপায়।

৫। ঈমান বিল আখিরাত ঃ আখিরাতের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হলো একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা যে, এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ভালো কাজের জন্যে সীমাহীন পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

৬। তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো ঃ একথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে সবই আল্লাহর হুকুমে হচ্ছে। এখানে শুধু তাঁর হুকুমই চলে। অন্য কারো হুকুম চলে না। এমন নয় যে, তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে কোন কিছু ঘটে। তিনি প্রথম থেকেই ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ ও সততা-ভ্রষ্টতার একটি বিধান তৈরি করে দিয়েছেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দার উপর যে বিপদ পতিত হয়, যে মারাত্মক সমস্যা তার উপর আপতিত হয় এবং সে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তার সব কিছুই প্রতিপালকের হুকুমের পূর্ব নির্ধারিত নিয়মানুযায়ীই ঘটে থাকে।

আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ

আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও উহার প্রতিক্রিয়া ঃ

(٥) عَنْ مَعَاذِبْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ اِلاَّ مُؤَخَّرَةُ الرِّحْلِ ـ فَقَالَ يَا مَعَاذَبْنَ جَبَلٍ ـ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ـ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذَبْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ـ ثُمَّ قَالَ يَا

www.pathagar.com

مَعَاذَبْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ـ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ ـ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ـ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذَبْنَ جَبَلٍ ـ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ؟ قُلْتُ، اَللّٰهُ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ ـ قَالَ اَنْ لاَّيُعَذِّبَهُمْ ـ بخارى ، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ كُنْتُ 'কুনতু'–অর্থ আমি ছিলাম। মূল শব্দ كَانَ 'কানা'। رَدِفَ 'রাদিফা'–অর্থাৎ পেছনে বসা অবস্থায়। اَلرَّحْلِ 'আর রিহলি'–উটের পিঠে বসার স্থান। যাকে হাওদা বলে। لَبَّيْكَ 'লাব্বাইকা'–আমি উপস্থিত। سَعْدَيْكَ 'সা'দাইকা'–আপনি ভাগ্যবান। حَقٌّ 'হাক্কুন'–অধিকার। يَعْبُدُوْهُ 'ইয়াবুদুহু' শব্দটি عبد হতে নির্গত।–তারা ইবাদাত করবে। لَايُشْرِكُوْبِهٖ 'লা ইউশরিকু বিহী'–শব্দটি شِرْكٌ হতে উদ্গত। অর্থাৎ তার সাথে শরীক করবে না। لَايُعَذِّبُهُمْ 'লা ইউআজ্জিবুহুম'–শব্দটি عذاب–আযাব হতে নির্গত। অর্থাৎ তাদের শাস্তি দিবে না।

৫। মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেছনে উটের উপর বসা ছিলাম। তাঁর ও আমার মধ্যে আড় ছিলো কেবলমাত্র হাওদার পিছনের অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে মুয়ায বিন জাবাল।" আমি উত্তরে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত।" কিছুক্ষণ পথ চলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন, "হে মুয়ায বিন জাবাল।" আমি উত্তরে বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি উপস্থিত।" কিছু দূর অগ্রসর হবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন, "হে মুয়ায বিন জাবাল।" আমি উত্তরে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপস্থিত।" তিনি বললেন, "মানুষের উপর মহান আল্লাহর কি হক রয়েছে তা কি তুমি জানো ?" আমি

www.pathagar.com

বললাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন, মানুষের উপর আল্লাহর হক হচ্ছে ঃ মানব মণ্ডলী আল্লাহর ইবাদত করবে। কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে শরীক করবে না।" আবার কিছুক্ষণ পথ চলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে মুয়ায বিন জাবাল।" আমি উত্তরে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপস্থিত আছি।" তিনি বললেন, "যেসব বান্দা আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরীক করে না আল্লাহর উপর তাদের কি হক রয়েছে তা কি তুমি জানো ?" আমি বললাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন, "তাদেরকে শাস্তি না দেয়াই আল্লাহর উপর তাদের হক।"

– বুখারী ও মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণনার সারকথা হলো, তিনি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই নিকটে বসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতে ও তাঁকে কোন কিছু শোনাতে মাঝখানে কোন বাধা বা অন্তরায় ছিলো না। কিন্তু বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এবং এর গুরুত্ব ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করানোর উদ্দেশ্যে তিনবার মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ডাকলেন এবং কথা না বলে নীরব রইলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় তাওহীদ ও ইবাদাতের এ গুরুত্ব জানা গেলো যে, একমাত্র তাওহীদই মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারে। যে জিনিস মানুষকে আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা করে জান্নাতের অধিকারী করতে পারে বান্দাহর দৃষ্টিতে এর চেয়ে মূল্যবান বস্তু আর কিছুই হতে পারে না।

ঈমান বিল্লাহর অর্থ ঃ

(٦) قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ - قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ - قَالَ : شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًارَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ - مشكوة

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ اَتَدْرُوْنَ 'আতাদ্‌রূনা'–তোমরা কি জানো ? قَالُوْا 'কালু'–একবচনে কালা। তারা বলিল। اَعْلَمُ 'আলামু'–বেশি জানা। اِقَامُ 'একামু'–কায়েম ধাতু হতে–প্রতিষ্ঠা করা। اِيْتَاءُ 'ইতায়ূ'–আদায় করা।

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা (আবদু'ল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিগণ) কি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ জানো ?" তারা বললো, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "(এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহর সার্বভৌম শক্তি নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লার রাসূল একথার সাক্ষ্যদান, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযানে রোযা রাখা।" –মিশকাত

ব্যবহারিক জীবনে ঈমানের প্রতিক্রিয়া ঃ

(٧) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَلَ : فَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ قَالَ لَااِيْمَانَ لِمَنْ لَّا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لاَّ عَهْدَ لَهُ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ فَلَمَّا 'ফালাম্মা'–যখনই। خَطَبَنَا 'খাতাবানা'–তিনি আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। لَااَمَانَةَ لَهُ 'লা আমানাতা লাহু'-যার আমানাতদারী নেই। لَاعَهْدَ لَهُ 'লা আহাদা লাহু'–যে অঙ্গীকার রাখে না।

৭। আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দানকালে বলেছেন, যার মাঝে আমানাতদারী নেই তাঁর মাঝে ঈমান নেই। আর যার মাঝে ওয়াদা পালন নেই তার মাঝে দীন নেই। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথার অর্থ ও তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর বান্দার অধিকার আদায়ের পরোয়া করে না তার ঈমানে সবলতা ও দৃঢ়তা নেই। তার ঈমান দুর্বল। যে ব্যক্তি কথা দিয়ে কথা রাখে না এবং ওয়াদা করে তা পালন করে না সে তাকওয়ার

www.pathagar.com

নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত। যার অন্তরে ঈমান মজবুতভাবে শিকড় গেড়েছে সে সকলের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান। সে কারো হক আত্মসাৎ করতে পারে না। যার অন্তরে দ্বীনদারী আছে সে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়ও ওয়াদা পালন করে থাকে। স্মরণ রাখতে হবে, সকল অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও তাঁর প্রেরিত কিতাবের। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় ওয়াদা হলো ঐ ওয়াদা যা আল্লাহর সঙ্গে, রাসূলের সঙ্গে ও তাঁর নিয়ে আসা দ্বীনের সঙ্গে করা হয়।

চরিত্র গঠনে ঈমানের প্রভাব ঃ

(٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاالْاِيْمَانُ ؟ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ ـ

ـ مسلم ، عمر وبن عبس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلصَّبْرُ 'আস্‌সাবরু'–সবর ধারণ করা। اَلسَّمَاحَةُ 'আস্‌সামাহাতু'–বিনম্র আচরণ।

৮। আমর বিন আবাসা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ঈমান কি ?" জবাবে তিনি বললেন, "সবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা) এবং ছামাহাত (দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) হচ্ছে ঈমান।" –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ নিজের জীবনের সার্বিক কাজকর্মে আল্লাহর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করা। এ পথে চলতে গিয়ে যে বিপদাপদ ও যুলুম–নিপীড়নের সম্মুখীন হবে তা অম্লানবদনে সহ্য করা। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার নামই ঈমান। একে সবরও বলা হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের অর্জিত ধন-সম্পদ আল্লাহর অসহায় ও দরিদ্র বান্দাদের জন্যে ব্যয় করা এবং এ ব্যয়ের মাধ্যমে অন্তরে আনন্দ অনুভব করাকেই 'সামাহাত' বলা হয়। নম্রতা এবং উদারতা অর্থেও 'সামাহাত' ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ ঈমানের বৈশিষ্ট্য ঃ

(٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ ـ بخارى ـ

শব্দের অর্থ ঃ اَحَبَّ 'আহাব্বা', حُبٌّ 'হুব্বুন' থেকে উৎগত–বন্ধুত্ব করেছে। اَبْغَضَ 'আবগাদা' بغض হতে উৎপত্তি–শত্রুতা করা। اِسْتَكْمَلَ 'ইস্তাকমালা' কামাল শব্দ হতে উৎপত্তি–পূর্ণতা লাভ করেছে।

৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যেই কাউকে ভালবাসলো, আল্লাহর জন্যেই কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করলো। আল্লাহ্‌র জন্যেই কাউকে দান করলো এবং আল্লাহর জন্যেই কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকলো। সে ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিলো।"–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ মানুষ ক্রমাগত আত্মগঠন ও আত্মোন্নতির মাধ্যমে এমন এক স্তরে পৌঁছে যায় তখন তার যাবতীয় কাজকর্ম একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। তার প্রেম-ভালোবাসা, হিংসা ও বিদ্বেষ ইত্যাদি সবই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হয়ে থাকে। এগুলোর কোন কিছুই নিজের নফস্ ও প্রবৃত্তির খুশির জন্য হয় না। সে যখন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কিংবা কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে তা আল্লাহর জন্যেই করে থাকে। পার্থিব কোন উপকারের আশায় কিংবা কোন লোভ-লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা পোষণ করে না। কোন মানুষের অবস্থা যখন এ পর্যায়ে পৌছে যায় তখন বুঝতে হবে যে, তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে।

ঈমানের স্বাদ আস্বাদনের উপায় ঃ

(١٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَّضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً ـ

ـ بخارى ـ ومسلم ، عباس

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ ذَاقَ 'যাকা'–সে স্বাদ লাভ করেছে। طَعْمُ الْاِيْمَانِ – 'তা'মুল ঈমানি' – ঈমানের স্বাদ। رَضِىَ 'রাদিয়া'–সে সন্তুষ্ট হয়েছে।

১০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল রূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়েছে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যখন কোন মানুষ নিজেকে আল্লাহর বন্দেগীতে লিপ্ত করে। ইসলামী শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পথ প্রদর্শক নেতা রূপে বরণ করে। স্থির ও অবিচল থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য করবে না। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন বিধানের অনুসারী হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্ব ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব নিজের জীবনে গ্রহণ করবে না। তখন বুঝতে হবে যে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করেছে।

রাসূলের উপর ঈমান আনার অর্থ

কথা ও কাজের সর্বোত্তম মানদণ্ড ঃ

(١١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ (صـ) ـ مسلم، جابر

শব্দের অর্থ ঃ خَيْرٌ 'খাইরুন'–উত্তম, ভালো। الْهَدْيِ 'আলহাদ্‌য়ি' হিদায়াতের পথ।

১১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ প্রদর্শন (যা মেনে চলা উচিত)।" –মুসলিম

সুন্নাতও অন্তরের পবিত্রতা ঃ

(١٢) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِىَ وَلَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غِشٌّ

www.pathagar.com

لِاَحَدٍ فَافْعَلْ - ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ - كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ - مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَابُنَيَّ 'ইয়াবুনাইয়্যা'–হে বৎস! اِنْ قَدَرْتَ 'ইনকাদারাতা'–যদি তুমি সক্ষম হও। اَنْ تُصْبِحَ 'আন তুসবিহা'–তুমি সকাল করতে পারো। تُمْسِيَ 'তুমসিয়া'–তুমি সন্ধ্যা করতে পারো। غِشٌّ 'গিশ্‌শুন'–হিংসা-বিদ্বেষ। سُنَّتِيْ 'সুন্নাতি'–আমার সুন্নাত। اَحَبَّنِيْ 'আহাব্বানী'–সে আমাকে ভালোবাসে।

১২। আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ওহে বৎস! কারো অমঙ্গল সাধনের চিন্তা না করে যদি তোমার দিন ও রাত অতিবাহিত করতে পারো তবে তা-ই করো। অতপর তিনি বললেন, ওহে বৎস! এটাই আমার পথ। যে ব্যক্তি আমার পথকে ভালোবাসলো, সে আমাকেই ভালোবাসলো। যে আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথী হবে।" –মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণের সঠিক পন্থা ঃ

(١٣) جَاءَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا - فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ - فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاُصَلِّي اللَّيْلَ اَبَدًا - وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَارَ اَبَدًا وَلَا اُفْطِرُ - وَقَالَ الْاٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ : اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّيْ

www.pathagar.com

لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّيْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّيْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ - مسلم، انس

শব্দের অর্থ ঃ رَهْطٌ 'রাহতুন'–মানুষের দল। اَزْوَاجٌ 'আওয়াজুন'–স্ত্রীগণ। كَاَنَّهُمْ 'কাআন্নাহুম'–যেনো তারা। تَقَالُّوْهَا 'তাকাল্লুহা'–তাকে কম মনে করা। مَا تَقَدَّمَ 'মা তাকাদ্দামা'–যা আগের। مَا تَاَخَّرَ 'মাতাআখ্খারা'–যা পরের। اَعْتَزِلُ 'আতাজেলু'–পরিহার করে চলবো।

১৩। একদা তিনজন লোক রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদাত সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর স্ত্রীদের নিকট এলো। তাদেরকে সে সম্পর্কে জানানো হলে তারা রাসূলের ইবাদাতকে কম মনে করলো। তারা বললো, "রাসূলের তুলনায় আমরা কোথায় ? আল্লাহ্ তো তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ্ সম্পূর্ণ মাফ করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন বললো, "আমি নিয়মিত সারারাত নফল সালাতে কাটাবো।" আরেকজন বললো, "আমি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাওম রাখবো।" তৃতীয়জন বললো, "আমি নারীর সংশ্রবে যাবো না। কখনো বিয়ে করবো না।"

এসব জেনে রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি অমুক অমুক কথা বলেছো ?" তারপর তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম তোমাদের সকলের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশি ভয় করি। কিন্তু আমি নফল রোযা রাখি এবং মাঝে মাঝে রাখি না। আমি রাতে নফল নামায আদায় করি, আবার নিদ্রাও যাই। আমি বিয়েও করেছি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অবহেলা করে সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য নয়।" –মুসলিম

পছন্দ ও অপছন্দের মাপকাঠি ঃ

(١٤) مَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ

www.pathagar.com

الشَّيْءِ اَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً - بخاري، مسلم : عائشة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَنَعَ 'মানাআ'–তিনি নিষেধ করেন। فَرَخَّصَ 'কারাখ্খাসা'–এরপর তিনি অনুমতি দান করেন। فَتَنَزَّهَ 'ফাতানায়যাহা' –এরপর তারা বিরত থাকলো। فَخَطَبَ 'ফাখাতাবা'–তারপর তিনি বক্তব্য রাখলেন। فَحَمِدَ اللّٰهَ 'ফাহামিদাল্লাহা'–তারপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। يَتَنَزَّهُوْنَ 'ইয়াতানায্যাহুনা'–তারা বিরত থাকে। اَصْنَعُهُ 'আসনাউহু'–আমি তা করি। لَا عْلَمُهُمْ 'লা আলামুহুম'–আমি নিশ্চয়ই তাদের চেয়ে বেশি জানি।

১৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রেখেছিলেন। কিছুকাল পর তিনি তা নিজেই করতে শুরু করেন। লোকেরা যেন বুঝতে পারে যে, এ কাজটি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। লোকজন কিন্তু আগের মতোই সে কাজ থেকে বিরত থাকছিলো। একথা জানার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ভাষণ দান করেন। এতে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, "কিছু লোক এমন কাজ থেকে বিরত থাকছে যা আমি নিজে করছি। আল্লাহর কসম, এদের সকলের চেয়ে বেশি পরিমাণে আমি আল্লাহকে জানি এবং আল্লাহকে আমি তাদের সকলের চেয়ে বেশি ভয় করি।"

–বুখারী, মুসলিম

বিকৃত কিতাবসমূহের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ ঃ

(١٥) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَهُوْدَ تُعْجِبُنَا اَفَتَرٰي اَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا - قَالَ اَمُتَهَوِّكُوْنَ اَنْتُمْ كَمَا

www.pathagar.com

تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى - لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً - وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهُ اِلاَّ اتِّبَاعِيْ -

- مسلم ، جابر

শব্দের অর্থ ঃ حِيْنُ 'হিনুন'–কোন একসময়, যখন। تُعْجِبُنَا 'তুহ'জিবুনা'। মূল عَجَبٌ –আশ্চর্যান্বিত করা। এখানে আমাদেরকে পসন্দ হয়েছে। اَفَتَرٰى 'আফাতারা'–মূল হলো رَءَ–দেখা। এখানে ভাবার্থে আপনি কি মত দেন ? اَمُتَهَوِّكُوْنَ 'আমুতাহাওয়েকুনা' মূল هَوْكَتٌ 'হওকাত'–সন্দেহের দোলায় ভোগা, বিভ্রান্তি হওয়া। এখানে অর্থ তোমরা কি সন্দেহের দোলায় ভুগছো। এখানে বাক্যের কর্তা প্রশ্নকারী সাহাবাগণ। تَهَوَّكَتْ –আগের শব্দের অর্থ– এখানে কর্তা ঈহুদীগণ। بَيْضَاءُ 'বায়জায়ু' মূল শব্দ বিজুন–সাদা। এখানে অর্থ খোলামেলা, পরিষ্কার, সন্দেহের অবকাশ নেই। نَقِيَّةٌ 'নাকিয়্যাতুন'–আগের শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত–উজ্জ্বল নিখুঁত, সন্দেহ নেই। مَا وَسِّعَ 'মা ওয়াস্‌সাআ' মূল وَسِّعَتْ –শক্তি থাকা, সামর্থ থাকা। এখানে ভাবার্থে কোন উপায় থাকতো না।

১৫। জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, "ইয়াহুদীদের কোন কথা আমাদের নিকট খুব চমৎকার বলে মনে হয়। ওইগুলোর কিছু কিছু কি আমরা লিখে রাখবো ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ইয়াহুদী এবং নাছারাগণ যেভাবে তাদের নিকট প্রেরিত কিতাব ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তোমরাও কি তেমনি হতে চাও ? আমি তোমাদের নিকট উজ্জ্বল ও স্পষ্ট শরীয়ত নিয়ে এসেছি। আজ যদি মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁকেও আমার অনুসরণ করতে হতো"। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ইহুদীগণ তাদের উপর অবতীর্ণ তওরাত কিতাবের শিক্ষা বিকৃত করে ফেলেছিল। কিন্তু এ বিকৃতির মাঝেও কিছু কিছু সত্য কথা ছিলো যেগুলো মুসলমানগণ শুনে পছন্দ করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম যদি এগুলো শুনার অনুমতি দান করতেন তাহলে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হতো। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যার মধ্যে কিছু সত্য ও কিছু ভালো কথা নেই। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে যে জবাব দিলেন তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যার ঘরে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা রয়েছে সে অপরের অপরিচ্ছন্ন ও ঘোলা পানির হাউজের দিকে হাত বাড়াবে কেনো?

ঈমানের কষ্টিপাথর ঃ

(١٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰي يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ۔ مشكواة

শব্দের অর্থ ঃ لَايُؤْمِنُ 'লা ইউমেনু' মূল ঈমান–এখানে অর্থ মু'মিন হবে না। اَحَدُكُمْ 'আহাদুকুম'–তোমাদের কেউ। هَوَاهُ 'হাওয়াহু'–হাওয়া হলো নফসের চাওয়া পাওয়া। এখানে তার ইচ্ছা আকাংখা। تَبْعًا –'তাব্আন' 'তাবে' শব্দ হতে–অনুসারী হওয়া।

১৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ কাংখিত মানের মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ সে নিজের প্রবৃত্তিকে আমার আনীত বিধানের অধীন করে না নিবে।" –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার দাবী হলো, মানুষ নিজের ইচ্ছা-আকাংখা ও প্রবণতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত আদর্শের পূর্ণ অনুসারী করবে। আল কুরআনের হস্তে স্বীয় প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেবে। যদি কেউ এরূপ করতে অক্ষম হয় তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার কোন অর্থই থাকে না।

www.pathagar.com

ঈমান ও রাসূলের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ঃ

(١٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

- بخاري - مسلم : انس

শব্দের অর্থ ঃ اَحَبُّ 'আহাব্বা' حُبُّ ভালবাসা। এখানে প্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَكُوْنَ 'আকূনা' মূল কাওনুন–হওয়া। এখানে আমি হবো। وَالِدٌ 'ওয়ালেদুন'–পিতা। وَلَدٌ 'ওয়ালাদুন'–সন্তান-সন্ততি। اَجْمَعِيْنَ 'আজমাঈন' মূল জামউন –অনেক। এখানে সকলে।

১৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁর পিতা, মাতা, ছেলেমেয়ে এবং অন্যান্য সব মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় হবো।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের অর্থ হলো ঃ একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে কেবলমাত্র তখনই মু'মিন হতে পারে, যখন রাসূল ও তাঁর আনীত দ্বীনের প্রতি তার আকর্ষণ ও ভালোবাসা অন্য যাবতীয় পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ ও ভালোবাসার চেয়ে জোরদার ও শক্তিশালী হবে। বাবা, মা ও সন্তানের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে একদিকে নিয়ে যেতে চায়। আর রাসূলের ভালোবাসা তাকে অপর দিকে নিয়ে যেতে চায়। এ অবস্থায় মানুষ যখন সবকিছু বাদ দিয়ে আল্লাহর রাসূলের পথে চলতে শুরু করে তখনই বুঝতে হবে সে পূর্ণ মু'মিন ও প্রকৃত রাসূল প্রেমিকে পরিণত হয়েছে। ইসলামের পতাকাতলে এ ধরনের মর্দে মু'মিনেরই প্রয়োজন এবং এ ধরনের জানবাজ সিপাহীরাই দুনিয়ার ইতিহাস পাল্টে দিতে সক্ষম। দুর্বল ও অপূর্ণ ঈমান পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ভালোবাসা ছিন্ন করে মানুষকে আল্লাহর পথে চালাতে পারে না।

www.pathagar.com

আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসার দাবী ঃ

(١٨) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ قَرْضٍ (رضـ) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهٖ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا ؟ قَالُوْا حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَوْيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا اؤْتُمِنَ - وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ -

- مشكوة : عبد الرحمن بن قرض رضـ

শব্দের অর্থ ঃ تَوَضَّأَ 'তাওয়াজ্জাআ'; মূল হলো وَضُوْ 'অযু'–তিনি অযু করলেন। يَتَمَسَّحُوْنَ 'ইয়াতামাস্‌সাহুনা'–মূল শব্দ مَسْحٌ 'মাসহুন'–ডলা, মালিশ করা। গায়ের সাথে মালীশ করা শুরু করলো। ওযুর চার ফরযের এক ফরয এই 'মাসহে'। بِوَضُوْئِهٖ 'বেওয়াযুয়েহী' মূল শব্দ অযু–এখানে অর্থ ওযুর পানি দিয়ে। মনে রাখতে হবে وَ উপর জবর দিয়ে وَضُوْ ওয়াযু বললে অর্থ হবে পানি। وِ নীচে জের দিয়ে وِضُوْ য়েযু বললে অর্থ হবে ভাণ্ড। আর وُ উপর পেশ দিয়ে وُضُوْ পড়লে অর্থ হবে ওযু। يَحْمِلُكُمْ 'ইয়াহমিলুকুম'; মূল احمل –বহন করা, প্রভাবিত করা। এখানে কোন জিনিস তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করলো এ কাজ করতে।

১৮। আবদুর রহমান বিন আবি কারদ থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী তার অযুর পানি নিজেদের গায়ে মাখতে শুরু করেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কোন জিনিস তোমাদেরকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে?" তারা বললেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের

www.pathagar.com

প্রতি ভালোবাসা।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবেসে পরিতৃপ্ত হয় অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা পেতে চায় তারা যেনো সদা সত্য কথা বলে। সঠিক অর্থে আমানতের হিফাজত করে এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে।"

–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধার কারণে বরকত লাভের আশায় তাঁর ওযুর পানি হাতে ও মুখে মাখা কোন মন্দ কাজ ছিলো না হিসেবেই তিনি সাহাবাগণকে তিরস্কার করেননি। বরং তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনের উন্নতম পন্থার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন করো। রাসূল যে জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন তাকে নিজের জীবনে পূর্ণরূপে মেনে চলা এবং রাসূলের পূর্ণ অনুসরণ করাই হলো তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সর্বোত্তম পন্থা। তবে শর্ত এই যে, রাসূলের সহিত আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে হবে।

রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ও বিপদের ঝুঁকি ঃ

(١٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلْ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ اُحِبُّكَ ـ قَالَ اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ ـ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، لَلْفَقْرُ اَسْرَعُ اِلٰي مَنْ يُّحِبُّنِيْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰي مُنْتَهَاهُ ـ ترمذي : عبد الله بن مغفل رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اُحِبُّكَ 'উহিব্বুকা'; মূল শব্দ حُبٌّ 'হুব্বুন'–ভালোবাসা। এখানে অর্থ আমি আপনাকে ভালোবাসি। اُنْظُرْ 'উনযুর'; نظر- নজর শব্দ থেকে উৎপত্তি–দেখা। এখানে অর্থ ভেবে দেখো। مَاتَقُوْلُ 'মাতাকুলু'; মূল শব্দ قَوْلُ 'কাওলুন'–কথা। এখানে অর্থ তুমি কি বলছো? فَاَعِدَّ 'ফাআয়িদ্দা'; তৈরি হয়ে যাও। اَسْرَعُ 'আসরাউ'; মূল শব্দ 'সুরআত'–দ্রুত। এখানে অর্থ অতি দ্রুত।

www.pathagar.com

১৯। আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, "আমি আপনাকে ভালোবাসি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কি বলছো তা ভালো করে ভেবে দেখ।" সে বললো, "আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে ভালোবাসি।" একথা সে তিনবার বললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে দারিদ্র্যের মুকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুতি নাও। যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে বন্যার পানির চেয়েও দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য তার দিকে এগিয়ে আসে। –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কাউকে ভালোবাসা ও প্রিয় করে নেবার অর্থ, তার পছন্দ ও রুচিকে নিজের রুচি ও পছন্দ এবং তার অরুচি ও অপছন্দকে নিজের অরুচি ও অপছন্দে পরিণত করে নেয়া। প্রেমিক যে পথে চলবে সে পথকেই নিজের জীবন-পথ হিসাবে বানিয়ে নিতে হবে। প্রেমিকের পথ ও মতই হবে তার পথ ও মত। প্রেমিকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের যাবতীয় প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করে দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে সবকিছু বিলিয়ে দেয়াই হলো সত্যিকারের প্রেম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রিয়তম হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার অর্থ হলো তাঁর প্রতিটি পদচিহ্ন ও পদক্ষেপ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হয়ে তারই পদাংক অনুসরণ করে চলা। যে পথে চলতে গিয়ে তিনি নৃশংস হামলার শিকার হয়েছেন। পেয়েছেন নির্মম আঘাত। সে সব পথে নিজেকে চালিত করার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। যেমনি হেরার গুহা ছিলো তাঁর পথ। তেমনি বদর-হুনায়নের ময়দানও ছিল তাঁরই পথ।

দ্বীনের পথে চলতে গেলে অসহনীয় দারিদ্র্য ও ক্ষুৎ-পিপাসার মুকাবিলা করতে হবে। একথা সর্বত্র স্বীকৃত যে, অর্থনৈতিক আঘাত ও বিপর্যয়ই হলো সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত ও বিপর্যয়। এ আঘাত ও বিপর্যয়ের মুকাবিলার জন্যে আল্লাহ-প্রেম ও তাঁর উপর পূর্ণ নির্ভরতাই হলো বড় অস্ত্র। এরূপ কঠিন সময়ে মু'মিন চিন্তা করে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহই হলো আমার

www.pathagar.com

সহায় ও বন্ধু। আমি অসহায় ও নিঃসঙ্গ নই।' সে একথা ভাবে, আমি আল্লাহর বান্দা মাত্র। মনিবের মর্জি মতো কাজ করাই হলো বান্দার একমাত্র কর্তব্য। সে একথাও ভাবে, আমি যে মুনিবের কাজ করছি তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও সুবিচারক। সুতরাং আমার পরিশ্রম বৃথা যেতে পারে না। আমার দয়ালু ও সুবিচারক মনিব আমার কাজের পুরস্কার অবশ্যই দেবেন। মু'মিনের এ ধরনের চিন্তা ও আস্থার ফলে কঠিন বিপদ সহজ হয়ে পড়ে। আল্লাহদ্রোহী শয়তানের যাবতীয় কারসাজি ব্যর্থ হয়ে যায়।

কুরআন মজীদের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য

আল্লাহর কিতাব অনুসরণের কল্যাণ ঃ

(٢٠) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنِ اقْتَدٰي بِكِتَابِ اللّٰهِ لَايَضِلُّ فِيْ الدُّنْيَا وَلَا يَشْقٰي فِي الْاٰخِرَةِ ـ مشكوة

ثُمَّ قَالَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰي ـ

ـ سورة طه : ١٦٣

শব্দের অর্থ ঃ اِقْتَدٰ 'ইকতাদা'–সে অনুসরণ করেছে। لَايَضِلُّ 'লা ইউদিল্লু'–সে বিপথগামী হবে না لَايَشْقٰى 'লা ইয়াশ্‌কা'–সে ভাগ্যহীন হবে না। اِتَّبَعَ 'ইত্তাবাআ'; تَبْعٌ 'তাবউন' শব্দ হতে উৎপত্তি।–অনুসরণ করা। এখানে অনুসরণ করেছে।

২০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে দুনিয়ার জীবনে যে পথভ্রষ্ট হবে না। আখিরাতেও সে ভাগ্যাহত হবে না।" অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَايَشْقٰي ـ "যে ব্যক্তি আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে দুনিয়ার জীবনে সে পথভ্রষ্ট হবে না। আখিরাতেও ভাগ্যাহত হবে না।"–[সূরা ত্বা-হা ঃ ১৬৩]–মিশকাত

www.pathagar.com

কুরআন থেকে উপকৃত হবার পন্থা ঃ

(٢١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجُهٍ، حَلاَلٍ وَّحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَاَمْثَالٍ فَاَحِلُّ الْحَلاَلَ وَحَرِّمُوْا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَامِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ نَزَلَ 'নাযালা'–অবতীর্ণ হয়েছে। اَوْجُه 'আওজুহিন', বহুবচন। একবচন وَجْهٌ 'ওয়াজ্হুন'–প্রকার। فَاَحِلُّوْا 'ফাআহিল্লু'–হালাল হতে নির্গত। সুতরাং হালাল মনে করো। فَحَرِّمُوْا –মূল শব্দ হারাম। তাই তোমরা হারাম মনে করো। اِعْمَلُوْا 'ই'মালু'; মূল 'আমল'। –মেনে চলো। اَلْمُحْكَمُ 'আল মুহকাম'; মূল শব্দ 'হুকু'–নির্দেশ সম্পর্কীয়।

২১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া াল্লাম বলেছেন, পাঁচটি বিষয়ের উপর কুরআন নাযিল করেছে। হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবেহ ও আমছাল। সুতরাং হালালকে হালাল জানবে। হারামকে হারাম মানবে। মুহকামের (কুরআনের ঐ আয়াতসমূহ যাতে আকীদা-বিশ্বাস, আইন-কানুন ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে) উপর আমল করবে। মুতাশাবেহের (ঐ আয়াতসমূহ যাতে আরশ-কুরসী ইত্যাদির বর্ণনা আছে এবং উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য মাথা ঘামাবে না) ঈমান রাখবে এবং আমছাল (বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের শিক্ষণীয় ঘটনা) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। –মিশকাত

(٢٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدً فَلاَ تَعْتَدُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا ـ مشكوة : جابر رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ فَرَضَ 'ফারাযা'; ফরয শব্দ হতে।–ফরয করেছেন। لَاتُضَيِّعُوْهَا 'লা তুদাইয়্যেউহা' ضَيْعٌ 'দাউন'–শব্দ হতে– নষ্ট করা। এখানে তা নষ্ট করো না, অবহেলা করো না। حَرَّمَ 'হাররামা'; হারাম শব্দ হতে–হারাম করেছেন, নিষেধ করেছেন। لَاتَنْتَهِكُوْهَا 'লাতানতাহিকুহা'–তা অবহেলা করো না। حَدٌّ 'হাদ্দা'; 'হদ' শব্দ হতে– সীমানা। এখানে অর্থ সীমানা ঠিক করে দিয়েছেন। لَاتَعْتَدُوْهَا 'লা তা'তাদুহা'–এ সীমানা অতিক্রম করো না।

২২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ কিছু কাজকে ফরয করেছেন সেগুলো বরবাদ করো না। তিনি কিছু কাজকে হারাম করেছেন, সেগুলো কারো না। তিনি কিছু সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সে সব সীমা অতিক্রম করো না। কিছু কিছু ব্যাপারে তিনি নীরব থেকেছেন, সে সব ব্যাপারে ঘাটাঘাটি করো না।" –মিশকাত

কুরআনের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য ঃ

(٢٣) عَنْ زِيَادِبْنِ لُبَيْدٍ (رضـ) قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ : ذٰلِكَ عِنْدَ اَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَنُقْرِئُهُ اَبْنَاءَ نَا وَ يُقْرِئُهُ اَبْنَاءُ نَا اَبْنَاءَ هُمْ ؟ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ زِيَادُ اِنْ كُنْتُ لَاَرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ، اَوَلَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰي يَقْرَءُوْنَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ لَا يَعْمَلُوْنَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيْهِمَا ـ ابن ماجه

শব্দের অর্থ ঃ ذَكَرَ 'যাকারা'; জিকির থেকে–তিনি উল্লেখ করলেন। اَوَانٌ 'আওয়ানুন'; আউনুন হতে–সময়। ذَهَابٌ 'যিহাবুন'; মূল শব্দ যাহাবুন–চলে যাওয়া। এখানে অর্থ বিলীন হয়ে যাওয়া। نَقْرَءُ 'নাক্‌রাউ'; মূল কারউন–পড়া, আমরা পড়ি। اَبْنَاءُ نَا 'আবনাউনা'; এবনুন হতে-

www.pathagar.com

সন্তান। এখানে আমাদের সন্তানেরা। ثَكِلَتْكَ 'সাকিলাতকা'–তোমাকে ক্ষুইয়ে ফেলুক। كُنْتُ لَأَرَاكَ 'কুনতু লা আরাকা'–আমি অবশ্যই তোমাকে মনে করতাম। أَفْقَهُ 'আফকাহুন" মূল সিক্হুন–বুঝ। এখানে অর্থ বেশি বুঝমান, বুদ্ধিমান। لَايَعْلَمُوْنَ 'লা ইয়ালামুন'; আমল শব্দ হতে–তারা আমল করে না।

২৩। যিয়াদ বিন লুবাইদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একটা বিষয় উল্লেখ করেন এবং বলেন, "ওটা এমন সময় ঘটবে যখন দ্বীনের ইলম বিদায় নেবে।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, ইলম কিভাবে চলে যাবে ? আমরা আল কুরআন পড়ছি এবং আমাদের সন্তানদের তা শিখাচ্ছি। তারা আবার তাদের সন্তানদেরকে শিখাবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে মদীনার প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের একজন বলে মনে করতাম। তুমি কি দেখছো না ইয়াহুদী এবং নাছারাগণ তাওরাত এবং ইঞ্জিল পড়ছে অথচ ঐগুলোর শিক্ষার আলোকে কাজ করছে না ?"

তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ

কাজ করার তৌফিক ঃ

(٢٤) عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ ـ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ـ ثُمَّ قَرَاَ فَاَمَّا مَنْ

www.pathagar.com

اَعْطٰى وَ اتَّقٰى وَصَدَقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى - سورة والليل ايت : ٥ - ١٠ - بخارى، مسلم -

শব্দের অর্থ ঃ قَالَ 'ক্বালা'; কাওল থেকে–তিনি বলেছেন। قَدْ كُتِبَ – অবশ্যই লিখা হয়েছে। مَقْعَدَهُ 'মাকআদাহু' – তার ঠিকানা। اَلنَّارِ 'আন্নার' – আগুন। এখানে জাহান্নাম। نَتَّكِلُ 'নাত্তাকিলু; তাওয়াক্কাল থেকে–আমরা ভরসা করবো। نَدْعُ 'নাদউ'; دَعَ হতে–ছেড়ে দেয়া। এখানে আমরা ছেড়ে দেবো। اَلسَّعَادَةُ 'আস্সাআদাতু' – সৌভাগ্য। اَلشَّقَاوَةُ 'আশ্শাকাওয়াতু'– দুর্ভাগ্য। فَسَنُيَسِّرُ 'ফাসাইউইয়াস্সারু' – আসান করে দেয়া হয়। اَعْطٰى 'আ'তা'; عَطٰى হতে–দান করেছেন।

২৪। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার স্থান জাহান্নাম অথবা জান্নাতে পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয়ে যায়নি।' লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে আমরা আমাদের ভাগ্যলিপির উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেই না কেনো ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমল করে যাও। তাকে যেটার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে সেটা করার সামর্থ লাভ করবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান সে সৌভাগ্যের কাজ করার শক্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগা সে দুর্ভাগ্যের কাজ করার শক্তি পাবে।"

অতপর তিনি পাঠ করলেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى -

"যে ব্যক্তি দান করেছে, তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং সর্বোত্তম কথাকে সত্য বলে ঘোষণা করেছে, আমি তাকে সুখের জীবন— জান্নাত লাভের

www.pathagar.com

শক্তি দেবো। যে ব্যক্তি কৃপণতা করেছে, আল্লাহর প্রতি বেপরোয়া হয়েছে এবং সর্বোত্তম কথাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, "আমি তাঁকে দুঃখের জীবন জাহান্নামে গমনের শক্তি যোগাবো।" – বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ কোন্ কাজের দ্বারা জান্নাত লাভ করবে এবং কোন্ কাজের ফলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহর নিকট তা পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট করা আছে। তাকদীর অর্থাৎ অদৃষ্ট সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন শরীফে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখন এটা মানুষের উপর নির্ভর করে, সে জাহান্নামের রাস্তা অবলম্বন করবে, না জান্নাতের পথে চলবে। এ দু' পথের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার দায়িত্ব তার নিজের। আর এ দায়িত্ব তার উপর এ কারণে অর্পিত হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সুপথ অথবা কুপথ অবলম্বনের ক্ষমতা দান করেছেন। ইচ্ছাশক্তির এ স্বাধীনতার জন্যেই মানুষকে জাহান্নামের শাস্তি অথবা জান্নাতের পুরস্কার প্রদান করা হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বহু সংখ্যক নির্বোধ লোক নিজেদের এ দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে আল্লাহর উপর তা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে অসহায় ও অক্ষম বলে মনে করে।

অলংঘনীয় তাকদীর ঃ

(٢٥) عَنْ اَبِيْ خَزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ، قُلْتُ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ رُقًي نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰي بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ يَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا ؟ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ ـ ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ قُلْتُ 'কুলতু'; قَوْلَ হতে–আমি বললাম। رُقِيٌّ 'রুকিউন' –ঝাড়, ফুঁক। نَسْتَرْقِيْهَا 'নাস্তারক্বীহা'–আমরা ঝাড়–ফুঁক করি। نَتَدَاوٰى 'নাতাদাওয়ী'; মূল দাওয়া–আমরা ঔষধ ব্যবহার করি। অথবা ঔষধ সেবন করি। تُقَاةً 'তুকাতান'–সতর্কতা অবলম্বন করা। نَتَّقِيْهَا 'নাত্তাকীহা'; تَقْيٌ হতে–আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি। قَدَرِ –নির্দিষ্ট তাকদীর।

www.pathagar.com

২৫। আবু খাযামা তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি, "আমরা রোগ-শোকে যে তাবিজ তুমার ব্যবহার করি, রোগ-ব্যাধিতে ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করি এবং এসব থেকে বাঁচার জন্যে বাচ-বিচার ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করি তাতে কি তাকদীর পরিবর্তিত হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসবই তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।" –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উত্তর দিয়েছেন তার সারকথা হলো, আল্লাহ আমাদের জন্যে রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আবার এ সমস্ত রোগ-ব্যাধি দূর করার তদবীরও শিখিয়েছেন। কোন্ ব্যবস্থা ও কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করলে কোন্ কোন্ রোগ সারবে তা তিনিই বলে দিয়েছেন। ঔষধে রোগ বিনাশী শক্তি তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেমন রোগের সৃষ্টিকর্তা, তেমনি ঔষধেরও সৃষ্টিকর্তা। সবকিছুই তার সৃষ্ট নিয়ম ও বিধি মোতাবেক চলতে থাকে।

লাভ ও ক্ষতির প্রকৃত উৎস ঃ

(٢٦) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ، يَاغُلَامُ اِنِّيْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ، اَحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، اِذَا سَاَلْتَ فَاَسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ، وَاَعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ اِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِا جْتَمَعُوْ عَلٰى يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِا جْتَمَعُوْ عَلٰى يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ - (مشكوة)

শব্দের অর্থ ঃ كُنْتُ 'কুন্তু'; كان হতে উৎপত্তি–আমি ছিলাম। خَلْفَ 'খালফা' –পেছনে। اُعَلِّمُكَ 'উআল্লেমুকা' ; মূল তালীম–শিক্ষা। এখানে অর্থ অমি তোমাকে শিক্ষা দিবো। اَحْفَظْ 'ইহ্ফাজ' ; حفظ শব্দ হতে–স্মরণ রাখো। تُجَاهَكَ 'তিজাহাকা'–তোমার সামনে। سَاَلْتَ 'সাআলতা';

www.pathagar.com

سوال সাল হতে–তুমি চাইবে। اِسْتَعَنْتَ 'ইসতা আনতা'–তুমি সাহায্য চাইবে। اِجْتَمَعَتْ 'ইজতামাআত'–একত্রিত হয়। يَنْفَعُوْكَ – তারা তোমার উপকার করবে। يَضُرُّوْكَ – তারা তোমার ক্ষতি করে।

২৬। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওহে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, মন দিয়ে শোন। আল্লাহকে স্মরণ করো। তিনিও তোমাকে স্মরণ করবেন। আল্লাহকে স্মরণ করো। তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। কোন কিছু চাইতে হলে তাঁর কাছেই চাও। সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো। জেন রাখো, সমগ্র জাতিও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন কল্যাণ করতে চায় তবে তারা কিছু করতে পারবে না বরং আল্লাহ যা তোমার জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাই হবে। আর সমগ্র দেশবাসীও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার অকল্যাণ করতে চায়, তারা কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ যা তোমার জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাই হবে।"–মিশকাত

সংশয়ের গোলক ধাঁধা ঃ

(٢٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا، وَكَذَا، وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ، مَاشَاءَ فَعَلَ، فَاِنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ اَلْقَوِيُّ 'আল কাবিউ'–শক্তিশালী। اَلضَّعِيْفُ 'আয্যয়ীফু'–দুর্বল। خَيْرٌ 'খাইরুন'–কল্যাণ। اِحْرِصْ 'ইহরিস'; মূল حرص থেকে–লোভ। এখানে অর্থ আশান্বিত হওয়া। يَنْفَعُكَ

www.pathagar.com

'ইয়ানফাউকা'; نَفْعُ হতে–উপকার। এখানে অর্থ তোমার কাজে আসবে। اِسْتَعِنْ 'ইস্‌তাঈন'–সাহায্য চাও। لَاتَعْجِزْ 'লা তাজিয'–দুর্বল হওয়া। اِنْ اَصَابَكَ 'ইন আসাবাকা'–যদি বিপদে নিপতিত হও। فَلَا تَقُلْ 'ফালা তাকুল'–বলো না। قَدَّرَ 'কাদ্দারা'; তাকদীর হতে নির্গত– তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

২৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুর্বল মুমিনের চাইতে শক্তিমান মু'মিন উত্তম এবং আল্লাহর প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে এমন কাজে অগ্রণী হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো। মনভাঙ্গা ও হিম্মতহারা হয়ো না। তোমার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে একথা বলো না, "যদি" আমি এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হতো। বরং বলো তাই হয়েছে যা আল্লাহ আমার জন্যে নির্ধারিত রেখেছেন। কেননা এই "যদি" শব্দ শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের প্রথমাংশের মূল বক্তব্য হলো, দৈহিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী মু'মিন যদি তার উভয় প্রকার শক্তি আল্লাহর পথে কাজে লাগায় তাহলে একথা সত্য যে, তার দ্বারা ইসলামের যে পরিমাণ খিদমত করা যাবে অসুস্থ ও দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন মু'মিন দ্বারা সে পরিমাণ খিদমত করা যাবে না। তবে অল্প হলেও তার দ্বারা যতটুকু সম্ভব ততটুকু পাওয়া যাবে। এমতাবস্থায় প্রথমোক্ত মু'মিনের পুরস্কার অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। তবে উভয়েই যেহেতু একই পথের পথিক, সেহেতু দুর্বল মু'মিনকেও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা হবে না। এখানে শক্তিশালী মু'মিনকে একথা বলাই উদ্দেশ্যে যে, সময় থাকতে শক্তি ও প্রতিভা কাজে লাগাও। বার্ধক্য ও দুর্বলতায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যতটুকু সম্ভব সামনে অগ্রসর হও। বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর ইচ্ছা থাকলেও কাজ করা যায় না।

হাদীসটির দ্বিতীয়াংশের তাৎপর্য হলো এই যে, মু'মিন কখনো নিজের মেধা-কর্মকৌশল ও শক্তির উপর নির্ভরশীল থাকে না। তার উপর যদি কখনো বিপদ-মুসীবত এসে পড়ে তবে সে একথা কখনো ভাবে না যে,

www.pathagar.com

আমি যদি এভাবে কাজ না করে ঐভাবে করতাম তাহলে এ মুসীবত হতো না। বরং সে ভাবে, আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে এ বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এ বিপদ আমার প্রশিক্ষণের অংশ বিশেষ। সুতরাং বিপদাপদ আল্লাহর উপর মু'মিনের নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়।

আখিরাতের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য

কিয়ামতের আযাব থেকে মুক্তির উপায় ঃ

(٢٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ الْتَقَمَهُ وَاَصْغٰى سَمْعَهُ وَقَنٰى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ - فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا ذَا تَأْمُرُنَا، قَالَ قُوْلُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -
- ترمذي : ابو سعيد خدري رض

শব্দের অর্থ ঃ كَيْفَ اَنْعَمُ 'কাইফা আনআমু' –আমি কিভাবে নিশ্চিন্ত থাকবো। صَاحِبُ الصُّوْرِ–শিঙ্গা ফুঁকনেওয়াল –'ইসরাফীল'। قَدِ الْتَقَمَهُ 'কাদিল তাকামাহু'–মুখে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। اَصْغٰى 'আছগা' –কান খাড়া করে আছে। قَنٰى 'কানা'–কাজ করার জন্য ঝুঁকে আছে। يَنْتَظِرُ 'ইয়ানতাযেরু'–সে অপেক্ষায় আছে। يُؤْمَرُ 'ইউমারু' –হুকুম দেয়া হবে। بِالنَّفْخِ 'বিননাফখি'–শিঙ্গায় ফুঁক দেবার জন্য। فَمَاذَا تَأْمُرُنَا 'ফামা যা তামুরুনা'–আপনি আমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

২৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিভাবে আমি ভোগ-বিলাসের জীবন যাপন করতে পারি যেখানে ফুঁকনেওয়ালা (ইসরাফীল আলাইহিস সালাম) মুখে বিউগল লাগিয়ে কান খাড়া করে, কপাল নুইয়ে, আল্লাহর নির্দেশ লাভের অপেক্ষায় র'য়ছেন ?" লোকেরা বললো, "হে

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমাদের প্রতি আপনার কি নির্দেশ ?" তিনি বললেন, "তোমরা বলো হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল" (আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক)। –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্বেগ ও অস্থিরতা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনারই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে আমাদের মতো সাধারণ লোকের কি অবস্থা হবে ? ঐ দিনের ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমাদের কি করতে হবে বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেদিনের মুক্তির জন্যে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করো, তাঁরই অনুগত ও অধীন হয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করো। যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করেছে কিয়ামতের দিন সে-ই সফলতা লাভ করবে।

আখিরাতের দৃশ্য ঃ

(٢٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَاْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَاْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ـ ترمذي : ابن عمر

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ – 'মান'– যে, যাকে। اَنْ يَّنْظُرَ 'আইয়ানযুরা' – চোখে দেখতে। فَلْيَقْرَاْ 'ফাল-ইয়াকরাআ' – সে যেনো পড়ে।

২৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেনো ইজাশ্‌শামসু কুব্বিরাত, ইজাস্‌সামাউন ফাতারাত এবং ইযাস্‌সামাউন শাক্কাত সূরাগুলো পাঠ করে।" –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ তিনটি সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের অবিকল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ সূরাগুলো পাঠ করা মাত্র পাঠকের চোখে কিয়ামতের দৃশ্যাবলী দীপ্ত হয়ে উঠে। মনে অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

যমীনের সাক্ষ্য ঃ

(٣٠) قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ "يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا" اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَاَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَىَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهِ اَخْبَارُهَا ـ ترمذى : ابو هريرة

শব্দের অর্থ ঃ قَرَأَ 'ক্বারাআ'–তিনি পড়েছেন। تُحَدِّثُ 'তুহাদ্দিসু'–বর্ণনা করবে, বলবে। اَخْبَارَهَا 'আখবারাহা'; خبر–শব্দের বহুবচন–সব খবর। اَعْلَمُ 'আ'লামু'; علم এলেম থেকে–অধিক জ্ঞানী। تَشْهَدُ 'তাশহাদু'; شهادت শব্দ হতে উৎপত্তি–সাক্ষ্য দেবে। اَمَةٌ 'আমাতুন'–দাসী بِمَا عَمِلَ 'বিমা আমিলা'–যা করেছে ظَهْرِهَا 'জাহরিহা'–তার পিঠে। تَقُوْلُ 'তাকুলু'–বলবে। كَذَا وَكَذَا 'কাযা ওয়া কাযা'–এরূপ এরূপ। فَهٰذِهِ 'ফাহাযিহি'–অতএব এটাই।

৩০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন ঃ "ইয়াওমায়িযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা" (সেদিন এ যমীন তার উপর সংঘটিত সব ঘটনা ব্যক্ত করবে) এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জান ঘটনাগুলো ব্যক্ত করার অর্থ কি ?" তারা বললো, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন, "যমীনের ঘটনাগুলো ব্যক্ত করার অর্থ হচ্ছে, সে প্রত্যেক পুরুষ ও নারী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, অমুক লোক অমুক দিন আমার বুকে অমুক কাজ করেছে। যমীনের ঘটনাগুলো ব্যক্ত করার অর্থ এটাই।" –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের কাজগুলোকেই এ আয়াতে 'আখবার' বলা হয়েছে।

আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার সময় মানুষের অবস্থা ঃ

(٣١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ

www.pathagar.com

يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ـ

ـ متفق عليه : عدى رضـ

শব্দের অর্থ ঃ سَيُكَلِّمُهُ 'সাইউকাল্লিমুহু'–খুব শীঘ্রই তার সাথে কথা বলবেন। رَبُّهُ 'রাব্বুহু'–তার প্রভু। تُرْجُمَانُ 'তুরজুমানুন'–দোভাষী। حَاجِبٌ 'হাজিবুন'–পর্দা। يَحْجُبُهُ 'ইয়াহজিবুহু'–যার আড়ালে সে লুকাবে। فَيَنْظُرُ 'ফাইয়ানযুরু'–তারপর সে দেখবে। اَيْمَنَ 'আইমানা'–ডান দিক। اَشْاَمَ 'আশয়ামা'–বাম দিক। تِلْقَاءَ 'তিলকাআ' – দিকে।

৩১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার সাথে অচিরেই তার রব (প্রতিপালক) কথা বলবেন না। সে সময়ে তার এবং তার রবের মধ্যে কোন অনুবাদক (সুপারিশকারী) অথবা কোন আড়াল থাকবে না। সে ডান দিকে তাকাবে। নিজের পূর্বকৃত আমল ছাড়া আর কিছু দেখবে না। অতঃপর সে বাম দিকে তাকাবে। সেখানেও নিজের আমল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। সে সামনের দিকে তাকাবে সেখানে জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছু দেখবে না। তাই তোমরা সে আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো, এমনকি একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে ও তাঁর অসহায় বান্দার অভাব পূরণে ধন-সম্পদ ব্যয়ের জন্যে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন। এ কারণে এখানে শুধু দানের কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের কারো নিকট যদি কেবলমাত্র একটি খেজুরই থাকে তাহলে অর্ধেকটি অপর অভুক্ত ভাইকে দান করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। কেননা আল্লাহ মানুষের দানের পরিমাণ যাচাই করেন না। তিনি দানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছাই যাচাই করে থাকেন।"

www.pathagar.com

মুনাফেকীর খারাপ পরিণতি ঃ

(٣٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ، فَيَقُوْلُ اَىْ فُلَانُ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَاُسَوِّدْكَ وَاُزَوِّجْكَ وَاُسَخِّرْلَكَ الْخَيْلَ وَالْاِبِلَ وَاَذَرْكَ تَرْاَسُ وَتَرْبَعُ ؟ فَيَقُوْلُ بَلٰى قَالَ فَيَقُوْلُ اَفَظَنَنْتَ اَنَّكَ مُلَاقِىَّ ؟ فَيَقُوْلُ لَا، فَيَقُوْلُ فَاِنِّىْ قَدْ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِى فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُوْلُ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِى بِخَيْرٍ مَااسْتَطَاعَ ـ فَيَقُوْلُ هٰهُنَا اِذًا، ثُمَّ يُقَالُ اَلْاٰنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَيْكَ، فَيَتَفَكَّرُ فِىْ نَفْسِهٖ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْهَدُ عَلَىَّ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهٖ انْطِقِىْ فَتَنْطِقُ فَخِذُهٗ وَلَحْمُهٗ وَعِظَامُهٗ بِعَمَلِهٖ وَذَالِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهٖ، فَذَالِكَ الْمُنَافِقُ وَذَالِكَ الَّذِىْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ

ـ مسلم : ابو هريرة

শব্দের অর্থ ঃ فَيُلْقٰى 'ফাইউলকা'–হাজীর করা হবে। فَيَقُوْلُ 'ফাইয়াকুলু'–তারপর বলবেন। اَلَمْ اُكْرِمْكَ 'আলাম উকার্‌রিমুকা'–আমি কি তোমাকে সম্মানীত করিনি। اَلَمْ اُسَوِّدْكَ 'আলাম উসাওয়েদকা'–আমি কি তোমাকে সর্দার বানাইনি। اَلَمْ اُسَخِّرْلَكَ 'আলাম উসাখ্‌খির লাকা'–আমি কি তোমার অধীনস্থ করে দেইনি। تَرْاَسُ 'তারআসু'–শাসন করবে। تَرْبَعُ 'তারবাউ'–তুমি খাজনা আদায় করবে। فَيَقُوْلُ 'ফাইয়াকুলু'–তারপর সে বলবে। بَلٰى 'বালা'–হাঁ, হাঁ অবশ্যই। اَفَظَنَنْتَ 'আফাযানানতা' তুমি কি ধারণা করতে। اَنَّكَ 'আন্নাকা'–নিশ্চয়ই তুমি। مُلَاقِىَّ 'মুলাকিউন'–আমার সাথে সাক্ষাত করবে। قَدْ اَنْسَاكَ 'কাদ

www.pathagar.com

আনসাকা'–অবশ্য আমি তোমাকে ভুলবো। مَااسْتَطَاعَ 'মাসতাতআ'–সাধ্যমতো।

৩২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ আমি কি তোমাকে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং স্ত্রী দান করিনি ? আমি কি তোমাকে ঘোড়া ও উট দান করিনি ? আমি কি তোমাকে অবকাশ দান করিনি ? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দান করিনি যার ফলে তুমি ট্যাক্স আদায় করতে ?" লোকটি এগুলোর সত্যতা স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি কি ধারণা করেছিলে যে একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে?" সে উত্তর দেবে, 'না, আমি সে ধারণা করিনি।' আল্লাহ বলবেন, তুমি আমাকে যেভাবে ভুলে রয়েছিলে আমিও আজ তেমনি তোমাকে ভুলে থাকবো।"

তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। ঐ একইভাবে তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। তাকেও একইভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সে বলবে, "হে আমার রব, আমি আপনার উপর, আপনার কিতাবের উপর এবং আপনার রাসূলের উপর ঈমান এনেছিলাম। আর আমি সালাত আদায় করতাম। সাওম রাখতাম এবং আপনার উদ্দেশ্যে দান করতাম।" এভাবে সে সর্বশক্তি দিয়ে তার কৃত নেক কাজের হিসাব দিতে থাকবে। আল্লাহ বলবেন, "এখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানকারী হাযির করছি।" লোকটি মনে মনে ভাববে কে সে সাক্ষ্যদাতা ? অতঃপর তার বাকশক্তি রহিত করা হবে। তার উরু, গোশত এবং হাড়ের কাছে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এগুলো সে ব্যক্তির চরিত্রের বৈসাদৃশ্যের কথা ব্যক্ত করে দেবে। এভাবে আল্লাহ তার কথা বানাবার পথ বন্ধ করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এ ব্যক্তি মুনাফিক, সে দুনিয়াতে মুনাফেকীতে লিপ্ত ছিলো এবং এ সেই ব্যক্তি যার উপর আল্লাহ ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট।' –মুসলিম

www.pathagar.com

সহজ হিসাব-নিকাশের জন্য দোয়া ঃ

(٣٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ صَلَوَاتِهِ، اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا، قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مَاالْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ اَنْ يُّنْظَرَ فِيْ كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزَ عَنْهُ اِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ، يَاعَائِشَةُ ـ هَلَكَ ـ مسند احمد

শব্দের অর্থ ঃ سَمِعْتُ 'সামিতু'–আমি শুনেছি। يَقُوْلُ 'ইয়াকুলু'–তিনি বলতেন। اَللّٰهُمَّ 'আল্লাহুম্মা'–হে আল্লাহ! حَاسِبْنِيْ 'হাসিবনি'–আমার হিসাব গ্রহণ করুন। يَسِيْرًا 'ইয়াসিরান'– সহজ। قُلْتُ 'কুলতু' –আমি বললাম। يَنْظُرُ 'ইয়ানযুরু'–তিনি দেখবেন। فَيَتَجَاوَزُ 'ফাইয়াতাজাওয়াযু' –অতএব, এড়িয়ে যাবেন। ক্ষমা করে দেবেন। نُوْقِشَ 'নূকিশা'–পুংখানুপুংখ।

৩৩। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন কোন নামাযে এ দোয়া পড়তে শুনেছি, "আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবান ইয়াসিরা"— হে আল্লাহ! আমার হিসাবকে সহজ করুন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সহজ হিসাব মানে কী ?" তিনি বললেন, "এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ বান্দার আমলনামা দেখবেন এবং তার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। হে আয়শা! যার চুলচেরা হিসাব হবে তার উপায় নেই।" –মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদ এবং অন্যান্য হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলবে এবং অশুভ ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে করতে জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। সৎকাজের পুরস্কার স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

www.pathagar.com

কিয়ামতের কঠিন সময়ে মু'মিনের সঙ্গে নম্র ব্যবহার ঃ

(٣٤) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَخْبِرْنِيْ مَنْ يَّقْوِي عَلَي الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الَّذِيْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَي الْمُؤْمِنِ حَتّٰي يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَالصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ اَتٰى 'আতা'–তিনি আসলেন। اَخْبِرْنِيْ 'আখ্‌বিরনী'; خبر 'খবর শব্দ' থেকে নির্গত– এখানে আমাকে বলুন। مَنْ–কে। يَقْوِى 'ইয়াকয়ী'– শক্তি রাখে। اَلْقِيَامَ 'আলকিয়াম'–দাঁড়ানো। اَلنَّاسُ 'আন্‌নাসু'–লোকেরা। رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ 'রাব্বুল আলামীন'–বিশ্ব প্রতিপালক। يُخَفَّفُ 'ইউখাফ্‌ফাফু'–হালকা করা হবে। اَلْمَكْتُوْبَةُ 'আল মাকতুবাতু'–ফরয নামায।

৩৪। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "যেদিন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ ইয়াওমা ইয়াকুমুন্নাসু লিরাব্বিল আলামীন (যেদিন মানুষ বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে) সেদিন কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে ?" (কারণ সেদিনের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (সে দিনটি আল্লাহদ্রোহী ও পাপীদের জন্য খুবই কঠিন ও দীর্ঘ হবে) কিন্তু মু'মিনের জন্যে সেদিনটি হবে খুবই হাল্কা ফরয নামায আদায় করারই মতো। –মিশকাত

মু'মিনের জন্য অসাধারণ পরকালীন নিয়ামত ঃ

(٣٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰي اَعْدَدْتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ

www.pathagar.com

خَطَرَ عَلٰي قَلْبِ بَشَرٍ اِقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ، "فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ" - السجدة - ١٧ - بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَعْدَدْتُ 'আ'দাতু'–তৈরি করে রেখেছি। لِعِبَادِيْ 'লিইবাদী'–আমার বান্দাহদের জন্য। عَيْنٌ 'আইনুন'–চোখ। اُذُنٌ 'উযুনুন'–কান। لاَخَطَرَ 'লা খাতারা'–মনে কল্পনা করনি। بَشَرٌ 'বাশারুন'–মানুষ। اِقْرَءُوْا 'ইকরাউ'–তোমরা পড়ো।

৩৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ বলেছেনঃ আমি নেক বান্দাদের জন্য এমন সবকিছু মওজুদ রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি। যার সম্বন্ধে কোন কান শুনেনি এবং যা কোন অন্তর অনুভব করেনি। ইচ্ছে করলে এ আয়াতটি পড়তে পারো— 'ফালা তা'লামু, নাফসুম মা উখফিরা লাহুম্ মিন্ কুররাতি আইউনিন' ('কেউ জানে না নেক বান্দাদের জন্যে নয়ন-জুড়ানো কত কিছু নিয়ামত গোপন করে রাখা হয়েছে)।' –বুখারী, মুসলিম

জান্নাতের মর্যাদা ঃ

(٣٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضَعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ مَوْضَعُ 'মাওজাউন'–স্থান, জায়গা। سَوْطٍ 'সাওতিন'–কোড়া, ছড়ি। خَيْرٌ 'খাইরুন'–উত্তম। مِنْ 'মিন'–চাইতে, হতে, থেকে। اَلدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا–দুনিয়া ও এর মধ্যে যা আছে।

৩৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের একটি কোড়া (বেত্রদণ্ড) রাখার মতো স্থান দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতে উত্তম। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ "কোড়া বা বেত্রদণ্ড রাখার স্থান"-এর অর্থ হলো, এমন একটি ছোট্ট জায়গা যেখানে মানুষ কেবলমাত্র বিছানা পেতে শুতে পারে। এ

www.pathagar.com

হাদীসের তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহর রাস্তায় চলতে গেলে সাধারণত মানুষের পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জন ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। দুনিয়ায় আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জীবন অতিবাহিত করা যায় না। দুনিয়ার এ বঞ্চনার পরিণতিতে যদি জান্নাতে সামান্যতম জায়গাও পাওয়া যায় তবে তা হবে এক মহাসৌভাগ্যের কথা। দুনিয়ার বিশাল নশ্বর বস্তুর পরিবর্তে আখিরাতের সামান্য বস্তুও মহামূল্যবান।

আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রকৃত তাৎপর্য ঃ

(٣٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتٰى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَاابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ وَ اللّٰهِ يَارَبِّ وَيُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ يَاابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًاقَطُّ ؟ هَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهُ يَارَبِّ مَامَرَّ بِيْ بُؤْسٌ وَلاَ رَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يُؤْتٰى 'ইউতা'–হাজীর করা হবে, আনা হবে। بَاَنْعَمِ 'বিআনউমি'–বেশি বিলাসী, সুখী, ধনী। اَهْلُ الدُّنْيَا 'আহলুদ্‌দুনিয়া'–দুনিয়াবাসী। اَهْلِ النَّارِ–জাহান্নামবাসী। فَيُصْبَغُ 'ফাইউসবাগু'–তারপর নিক্ষেপ করা হবে। ثُمَّ 'সুম্মা'–অতপর رَاَيْتَ 'রাআইতা'–তুমি দেখেছো। خَيْرًا 'খাইরান'–ভালো অবস্থা, সুখ। قَطُّ 'কাত্‌তুন'–কখনও। نَعِيْمٌ–সুখ ভোগ। بُؤْسًا 'বুসান'–দুঃখ-কষ্ট । مَا مَرَّبِى 'মা মাররাবি'–আমার জীবনে অতিবাহিত হয়নি।

৩৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শেষ বিচারের দিন দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ধনী ও বিলাসী ব্যক্তিকে হাযির করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুন যখন পূর্ণভাবে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে,

www.pathagar.com

তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "ওহে আদম সন্তান তুমি কি কখনো ভালো অবস্থায় ছিলে ? তুমি কি কখনও সুখ ভোগ করেছিলে ? সে বলবে "হে রব, তোমার শপথ, কখনই না।"

এরপর দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি দরিদ্র ব্যক্তিটিকে জান্নাতের সব নিয়ামত দান করা হবে এবং সে পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, ওহে আদম সন্তান, তুমি কি কখনো অভাবে ছিলে ? তুমি কি কখনও কষ্টে পড়েছিলে ?" সে বলবে, "হে আমার রব, তোমার শপথ, আমি কখনো অভাবে পড়িনি। আমি কখনও কষ্ট দেখিনি।" –মুসলিম

জান্নাত ও জাহান্নামের পথের পরিচয় ঃ

(٣٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوٰتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ - متفق عليه -

শব্দের অর্থ ঃ حُفَّتِ النَّارُ 'হোফ্ফাতিন নারু'–জাহান্নামকে ঘিরে আছে। بِالشَّهَوٰتِ 'বিশ শাহাওয়াতি'–প্রবৃত্তির তারণা, ভোগ-বিলাস। حُفَّتِ الْجَنَّةُ 'হোফ্ফাতিল জান্নাতু'–জান্নাতকে পরিবেষ্টন করে আছে بِالْمَكَارِهِ 'বিল মাকারিহি'–দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ।

৩৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ভোগ-বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং দুঃখ-কষ্ট পরিবেষ্টন করে আছে জান্নাতকে।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্মার্থ হলো, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হবে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি জান্নাতের আশা করবে তাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে জান্নাতের কন্টকাকীর্ণ কঠিন পথ অবলম্বন করতে হবে। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতিটি হুকুম-আহকাম পালনের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি কোন মানুষ জান্নাতে যাবার এ বন্ধুর ও দুর্গম পথ অতিক্রম করতে সাহসী না হয় তবে তার পক্ষে জান্নাতের অতুলনীয় আরাম-আয়েশ ভোগ করা কি করে সম্ভব ?

www.pathagar.com

জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে উদাসীন না থাকা ঃ

(٣٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَ اَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلاَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ـ ترمذي

শব্দের অর্থ ঃ مَارَاَيْتُ 'মারাআইতু'– আমি দেখিনি। مِثْلَ النَّارِ 'মিছলান্নারি'– জাহান্নামের মতো। نَامَ 'নামা'–ঘুমাচ্ছে هَارِبُهَا 'হারিবুহা'– পলায়নকারী। طَالِبُهَا 'তালিবুহা'–তার অন্বেষণকারী।

৩৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামের মতো ভয়াবহ আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ তা থেকে যারা পালাতে চায় তারা ঘুমাচ্ছে। জান্নাতের মতো উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ তাকে যারা পেতে চায় তারা ঘুমাচ্ছে।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কোন বিকট শব্দ ও ভয়াবহ জিনিস দেখার পর স্বভাবতই মানুষের নিদ্রা টুটে যায়। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে দূরে পালাবার চেষ্টা করে। নির্ভয় না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারে না। অপর দিকে কোন আকাংখিত উত্তম জিনিস পাওয়ার আশা করলে তা না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ নিশ্চিন্ত ও অলস হয়ে বসে থাকতে পারে না। ঘুমোতে পারে না। এমতাবস্থায় জান্নাতের ন্যায় উত্তম পুরস্কারের আশা পোষণকারী মানুষ তা না পাওয়া পর্যন্ত কিভাবে ঘুমোতে পারে ? জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে সে কেন পালাতে থাকবে না। কোন জিনিসের ভয় থাকলে যেমন তা থেকে উদাসীন হতে পারে না। তেমনি কোন উত্তম জিনিসের আশা থাকলেও না পাওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

বিদায়াত সৃষ্টিকারী হাউযে কাওসারের পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে ঃ

(٤٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُنَنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ

www.pathagar.com

اِنَّهُمْ مِنِّيْ، فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ - متفق عليه : سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رض

শব্দের অর্থ ঃ اِنِّـــىْ 'ইন্নি'–অবশ্য অবশ্যই আমি। فَرَطُكُمْ 'ফারতুকুম' –তোমাদের আগে। لَى الْحَوْضِ 'আলাল হাউজে'–হাউজে কাউসারে। مَنْ مَرَّ عَلَىَّ 'মান মার্‌রা আলাই'–যে ব্যক্তি আমার কাছে আসবে। شَرِبَ 'শারিবা'–সে পানি পান করবে। لَمْ يَظْمَاءَ 'লাম ইয়াজমাআ'–পিপাসিত হবে না। لَيَرِدَنَّ 'লা ইয়া দান্না' – অবশ্যই আসবে। اَعْرِفُهُمْ 'আরিফুহুম'–তাদেরকে আমি চি বো। يَعْرِفُنَنِىْ 'ইয়রিফুনানি'–তারাও আমাকে চিনবে। سُحْقًا 'সুহকা –দূর হও।

৪০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে হন, "আমি হাউযে কাওসারের পাড়ে (পানির ঝর্ণার ধারে) তোমাদের আ গই পৌঁছে যাবো। যে আমার কাছে আসবে তাকে পানি পান করানো হ া। যে একবার সে পানি পান করবে তার আর কোনদিন পিপাসা হবে না। সদিন এমন অনেক মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসবে যাদেরকে আমি নবো এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু তাদেরকে আমার নিকটে আস ত দেয়া হবে না। আমি বলবো, তারা তো আমার লোক (আসতে দাও) উত্তরে বলা হবে, "আপনি জানেন না আপনার পরে তারা আপনার দ্বীনে ত নতুন কথা যোগ করেছে।" অতঃপর আমি বলবো, দূর হোক, দূর হো ওসব লোক, যারা আমার পরে দ্বীনে বিকৃতি ঢুকিয়েছে।"–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যেমন মহাসুসংবাদ আছে তেমনি ভীষণ দুঃসংবাদও আছে। সুসংবাদ হলো ঃ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। কোনরূপ বিকৃ ত না করে অবিকল আমল করেছে। হাশরের দিন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে কাওসারের পাড়ে স্বাগত জানাবেন। আর দুঃসংবাদ হলো, যারা বুঝে শুনে দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন জিনিস ঢুকিয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের অংশ নয়। দ্বীনের বিপরীত। তাদেরকে হাশরের ময়দানে রাসূলের নিকট পৌঁছতে দেয়া হবে না এবং হাউযে কাওসারের পানিও তাদের ভাগ্যে জুটবে না।

www.pathagar.com

রাসূলের সুপারিশ পাবার অধিকারী ঃ

(٤١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِصًا مِّنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ - بخاي

শব্দের অর্থ ঃ اَسْعَدُ 'আস্‌আদু'–বেশি ভাগ্যবান। اَلنَّاسُ 'আনুনাসু' –মানুষ। خَالِصًا 'খালিসান'–নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। قَلْبِهِ 'কলবিহি'– তার অন্তর দিয়ে।

৪১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে ঘোষণা করেছে ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' সে শেষ বিচারের দিন আমার শাফায়ত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে।"

ব্যাখ্যা ঃ শাব্দিক দিক দিয়ে এ হাদীসটি যদিও সংক্ষিপ্ত অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্ববহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করবে না, ইসলামকে নিজের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেবে না। অংশীবাদিতার পংকিলতায় নিমজ্জিত থাকবে। কিয়ামতের দিন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত থাকবে। এমনিভাবে ওই ব্যক্তির ভাগ্যেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ জুটবে না যে মুখে মুখে কালেমা পড়ে দীনের দাবিদার হয়েছে কিন্তু অন্তর দিয়ে তার সত্যতা স্বীকার করেনি।

যারা আন্তরিকতা সহকারে ঈমান এনেছে, তাওহীদের সত্যতার উপর বিশ্বাস রেখেছে হাশরের মাঠে আল্লাহর রাসূল তাদের জন্যই সুপারিশ করবেন।

কিয়ামতের দিন আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না ঃ

(٤٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِتَّقُوْا اَنْفُسَكُمْ لاَ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَابَنِيْ عَبْدِ مَنَّافٍ لاَ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ

www.pathagar.com

شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَااُغْنِيْ عَنْكَ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَّالِيْ لَا اُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ

ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ 'ইয়ামা'শারু কুরাইশিন'–হে কুরাইশগণ। اتَّقُوْ اَنْفُسَكُمْ 'ইত্তাকু আনফুসাকুম'–তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। لَااُغْنِيْ عَنْكُمْ شَيْئًا 'লা উগানি আন্‌কুম শাইয়ান'–আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না। سَلِيْنِي 'সালিনি'–আমার থেকে নিয়ে নাও, চেয়ে নাও। مَاشِئْتَ 'মাশি'তা'–যা তোমার ইচ্ছা।

৪২। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে কুরাইশগণ, তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। আল্লাহর মুকাবিলায় আমি তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারবো না। হে আবদে মান্নাফের বংশধরগণ! আল্লাহর মুকাবিলায় আমি তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারবো না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব আল্লাহর মুকাবিরায় আমি আপনার জন্যে কিছুই করতে পাবো না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু আম্মা সুফিয়া, আল্লাহর মুকাবিলায় আমি আপনার জন্যে কিছুই করতে পারবো না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমার মাল থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছে নিয়ে যাও। কিন্তু আল্লাহর মুকাবিলায় আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না। –বুখারী

আত্মসাৎকারীর পরিণাম ঃ

(٤٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهٗ وَعَظَّمَ

www.pathagar.com

اَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ، فَاُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰي رَقَبَتِهٖ بَعِيْرٌ لَهٗ رُغَاءٌ، يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ، فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ، لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰي رَقَبَتِهٖ فَرَسٌ لَهٗ حَمْحَمَةٌ، يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ، فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ، لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰي رَقَبَتِهٖ شَاةٌ لَّهَا ثُغَاءٌ، يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغِثْنِيْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ، لاَاُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰي رَقَبَتِهٖ نَفْسٌ لَّهَا صِيَاحٌ فَيَقُوْلُ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغِثْنِيْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْا اَبْلَغْتُكَ، لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰي رَقَبَتِهٖ رِقَاعٌ تَخْفُقُ، فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغِثْنِي فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ، لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ عَلٰي رَقَبَتِهٖ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ - بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ قَامَ 'কামা'–তিনি দাঁড়ালেন। فِيْنَا 'ফিনা'–আমাদের মধ্যে। ذَاتَ يَوْمٍ 'যাতা ইয়াওমিন'–একদিন। فَذَكَرَ 'ফাযাকারা'–তিনি উল্লেখ করলেন। اَلْغُلُوْلَ 'আলগুলুল'–গনীমাতের মাল আত্মসাতের ব্যাপারে। فَعَظَّمَ 'ফায়াযযামা'–তারপর গুরুত্ব সহকারে। لاَاُلْفِيَنَّ 'লা উলফিয়ান্না'–আমি দেখতে চাই না। يَجِيْءُ 'ইয়াজিউ'–সে আসুক। عَلٰى رَقَبَتِه 'আলা রাকাবাতিহি'–তার ঘাড়ের উপর। اَغِثْنِىْ 'আগিসনি'–আমাকে সাহায্য করুন।

www.pathagar.com

৪৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে দাঁড়ালেন। গনীমতের মাল আত্মসাতের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, "আমি শেষ বিচারের দিন তোমাদের কাউকে তার ঘাড়ে উট চড়ে বিকট শব্দ করছে– এ অবস্থায় দেখতে চাই না। সে আমাকে বলছে ঃ হে আল্লাহর রাসূল আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি ঃ আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারব না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখতে চাই না তার ঘাড়ে ঘোড়া চড়ে হ্রেসারব করছে। সে আমাকে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি।

আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখতে চাই না যে, তার ঘাড়ে ছাগল চড়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করছে। সে আমাকে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না এবং তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়েছি।

আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখতে চাই না, তার ঘাড়ে মানুষ চড়ে চিৎকার করছে। সে আমাকে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি।

আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখাত চাই না, তার ঘাড়ে কাপড় খণ্ড উড়ছে। সে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি।

www.pathagar.com

আমি তোমাদের কাউকে শেষ বিচারের দিন এ অবস্থায় দেখাত চাই না, তার ঘাড়ে সোনা-রূপার বোঝা চেপে আছে। সে বলছে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলি, আমি তোমার জন্যে আজ কিছুই করতে পারবো না। তা আমি তোমাকে দুনিয়ার জীবনেই জানিয়ে দিয়েছি।"–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ পশুর কথা বলা ও কাপড় উড়তে থাকার অর্থ হলো, গনীমতের মাল চুরি করলে কিয়ামতের দিন তা গোপন রাখা যাবে না। প্রতিটি অপকর্ম, অবয়ব ধারণ করে চিৎকার করতে করতে তাঁর মূলকর্তার নাম বলতে থাকবে। প্রকাশ থাকে যে, শুধু গনীমতের মাল চুরি করলেই এ রকম করা হবে না। প্রত্যেক বড় পাপের বেলায়ই এ রকমটা ঘটবে। হে আল্লাহ তোমার সকল বান্দাকে এরূপ মন্দ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং এ ধরনের সঙ্কট ও কলঙ্কজনক মুহূর্ত আসার পূর্বেই তাকে তাওবা করার সুযোগ দান করো।

● ● ●

www.pathagar.com

ইবাদাত অধ্যায়

নামায

নামায পাপ মোচন করে ঃ

(٤٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا ، هَلْ يَبْقِي مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ ؟ قَالُوْ لاَ يَبْقِي مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْا اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَّايَا ـ

ـ بخاري، مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَرَأَيْتُمْ 'আরাআইতুম' – তোমাদের কি ধারণা ? نَهْرًا 'নাহরান'– নদী, ঝরণা। بِبَابِ 'বিবাবি'– বাড়ির দরজায়। اَحَدِكُمْ 'আহাদিকুম'–তোমাদের কারো। يَغْتَسِلُ 'ইয়াগতাসিলু'; غسل–গোসল শব্দ হতে–সে গোসল করে। كُلَّ يَوْمٍ 'কুল্লা ইয়াওমিন'–প্রতিদিন। دَرَنِهٖ 'দারনিহি'–তার গায়ের ময়লা। مَثَلُ 'মাসালু'–দৃষ্টান্ত। يَمْحُوْ 'ইয়ামহু'–মোচন করে দেবেন। اَلْخَطَايَا 'আল খাতায়া'–খাতা হতে, পাপ-গুনাহখাতা।

৪৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি নদী থাকে এবং সে নদীতে যদি কেউ প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে ?" সাহাবাগণ বললেন, "তার শরীরে কোন ময়লাই থাকতে পারে না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ব্যাপারেও তাই। এগুলোর দ্বারা আল্লাহ পাপ মোচন করেন।"

–বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সত্যই প্রকাশ করেছেন যে, নামায মানুষের পাপ মোচনের একটি অন্যতম মাধ্যম। এ বিষয়টিকে একটি বাস্তব ও সহজবোধ্য উদাহরণের মাধ্যমে তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনে পেশ করেছেন। নামাযের দ্বারা মানুষের মনে কৃতজ্ঞতার এমন এক ভাবধারা সৃষ্টি হয় যার ফলে সে আল্লাহর আনুগত্যের পথে দিন দিন এগিয়ে যেতে থাকে। অন্যায় ও নাফরমানীর পথ থেকে দূরে সরতে থাকে। এমতাবস্থায় সে স্বেচ্ছায়, জেনেশুনে কোন পাপে লিপ্ত হয় না। অজ্ঞতাবশতঃ হঠাৎ কোন অন্যায় কাজ ঘটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করে দোয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করে।

(٤٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَجُلاً اَصَابَ مِنْ اِمْرَاةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰي وَاَقِمِ الصَّلٰوتَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ، اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ اِلٰي هٰذَا ؟ قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِيْ كُلِّهِمْ - بخاي، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ قُبْلَةً 'কুবলাতান'–চুমু। فَاَتَى 'ফাআতা'–তারপর আসলো। فَاَخْبَرَهُ 'ফাআখবারাহু' ; خبر হতে–অতঃপর সে তাঁকে জানালো। فَاَنْزَلَ 'ফা আনজালা ;– অতঃপর তিনি নাযিল করলেন। اَقِمِ الصَّلٰوةَ 'আকিমিস সালাতা'–নামায কায়েম করো। طَرَفَيْ 'তারাফাই' –দুপ্রান্ত। اَلنَّهَارَ ' আন্নাহার' – দিন। زُلَفًا 'যুলাফান' –প্রথমাংশ। يُذْهِبْنَ 'ইউজহিবনা'–মিটে দেয়া। اَلسَّيِّئَاتِ 'আস্‌সাইয়্যেয়াতি' –মন্দ কাজ। لِيْ 'লি'–আমার জন্য। كُلِّهِمْ 'কুল্লিহীম'–সকলের জন্য।

৪৫। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একজন অপরিচিত নারীকে চুমো খেলো। তারপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে পাপের কথা বললো। তখন আল্লাহপাক এ আয়াত নাযিল করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেন–"আকিমিস্‌সালাতা তারাফাই ন্নাহারি ওয়া যুলাফাম্‌মিনাল লাইলে, ইন্নাল হাসানাতি ইউজহিবনাস্‌ সাইয়িয়াতি।"

ঐ ব্যক্তি বললো, "একথাটি কি শুধু আমার জন্যে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "একথা আমার উম্মতের প্রত্যেকের জন্যই।"–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি উপরে উল্লেখিত হাদীসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। আগের হাদীসে বলা হয়েছে, নামায হলো মানুষের পাপের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত। এ হাদীসে যার কথা বলা হয়েছে তিনি ছিলেন একজন ঈমানদার লোক। স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তিনি কোন পাপ কাজ করতেন না। তথাপি মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক রিপুর তাড়নায় একদিন পথিমধ্যে এক অপরিচিতা সুন্দরী মহিলাকে চুমো খেয়ে ফেললেন। এ অপকর্ম ঘটে যাওয়ার পর তার হুশ ফিরে এলো। তীব্র অনুশোচনায় জ্বলতে লাগলো। আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার উপায় বের করার আশায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আমি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। আমার শাস্তি হওয়া দরকার। তার পাপের বিবরণ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা হূদের শেষ রুকূর ঐ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন। আয়াতের মধ্যে মু'মিন ব্যক্তিকে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েমের হুকুম দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি এ আয়তটিকে পাঠ করলেন ঃ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ـ–"নিশ্চয়ই সৎকাজ পাপকে মিটিয়ে দেয়।"

একথা শুনার পর তার মনে শান্তি ফিরে এলো এবং উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা দূর হয়ে গেলো।

এ হাদীসের দ্বারা এটা পরিমাপ করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে কতো উঁচুমানের প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন।

www.pathagar.com

পূর্ণাঙ্গ নামায মাগফিরাতের উপায় ঃ

(٤٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوٰتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰي مَنْ اَحْسَنَ وَضُوْءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَي اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَ مَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَي اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ـ ابو داؤد : عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ افْتَرَضَهُنَّ 'ইফতারাযাহুন্না'; ফরয শব্দ হতে– তিনি ফরয করেছেন। مَنْ اَحْسَنَ 'মান আহসানা'–যে ভালোভাবে। وَ ضُوْءَهُنَّ –'ওয়াযুয়াহুন্না' তাদের ওযু। اَتَمَّ 'আতাম্মা'–পূর্ণ করেছে। يَغْفِرُ 'ইয়াগফিরু'–তিনি ক্ষমা করেন। عَهْدٌ ' আহদুন'–ওয়াদা, অঙ্গীকার।

৪৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আল্লাহ তা'য়ালা ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওযু করে নির্দিষ্ট সময়ে এগুলো আদায় করে সঠিকভাবে রুকূ করে এবং মনে আল্লাহর ভয় যথাযথভাবে জাগরুক রাখে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি ক্ষমার ওয়াদা রয়েছে। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে এগুলো করে না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি এ ওয়াদা নেই। ইচ্ছে করলে তিনি তাকে মাফ করে দিতে পারেন কিংবা আযাবও দিতে পারেন।"–আবু দাউদ

(٤٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا ـ فَقَالَ "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ لَمْ تَكُنْ لَّهُ نُوْرًا وَلاَ بُرْهَانًا وَلاَ نَجَاةً ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ اَنَّهُ 'আন্নাহু'–তিনি। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল। ذَكَرَ الصَّلٰوةَ 'জাকারাস সালাতা'– সালাতের কথা উল্লেখ করলেন। يَوْمًا 'ইয়াওমান'–একদিন। حَافَظَ 'হাফাযা'; হিফয শব্দ হতে–হিফাযত করা।

www.pathagar.com

نُوْرًا 'নূরান'–আলো। بُرْهَانًا 'বুরহানান'–দলিল। نَجَاةً 'নাজাতান' –মুক্তি।

৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের কথা উল্লেখ করে বললেন, "যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করবে শেষ বিচারের দিন তা তার জন্যে নূর, দলিল এবং মুক্তির উপায় হবে। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করবে না, তার জন্যে তা নূর, দলিল এবং মুক্তির উপায় হবে না।" –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটিতে মোহাফিজাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দের অর্থ হলো দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। হাদীসের মর্মার্থ হলো, মানুষকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সে যে নামাযের জন্যে ওযু করলো তার ওযু ঠিক হলো কিনা। সময় মতো নামায আদায় করা হলো কিনা। রুকূ-সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবে করা হলো কিনা।

সর্বোপরি তাকে নিজের মনের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে, নামায আদায় করার সময় তার অবস্থা কি ছিলো। তার মন আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট ছিলো না দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশে ব্যতিব্যস্ত ছিলো। মোটকথা হলো এই যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামায আদায় করলো এবং নামাযের সময় তার মন আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখলো সে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আল্লাহর খাঁটি বান্দা হবার চেষ্টা করবে এবং পরকালে সফলকাম হতে পারবে।

মুনাফিকগণ আসরের নামায দেরীতে আদায় করে ঃ

(٤٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً ـ مسلم : انس رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ يَرْقُبُ 'ইয়ারকুবু'–অপেক্ষা করে। اِصْفَرَّتْ 'ইসফাররাত' – হলুদ, কমলা রং। قَرْنَىْ 'কারনাই'; শব্দটি দ্বিবচন, قَرْنُ 'কারনুন'- এর দুই শিং। فَنَقَرَ 'ফানাকারা'–তারপর ঠোকর মারে। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি নামায পড়ে। قَلِيْلاً 'কালীলান'–কম সামান্য।

৪৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ওই হচ্ছে মুনাফিকের সালাত যে বসে বসে সূর্যের কমলা রং ধারণ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং তা শয়তানের (সিজদারত মুশরিক) দুই শিংয়ের মাঝামাঝি এলে সে গিয়ে দ্রুতগতিতে চার রাকায়াত সালাত আদায় করে। যার মধ্যে সে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।" –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের দ্বারা মুনাফিক এবং মু'মিনের নামাযের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়েছে। মুনাফিকগণ সময় মতো নামায পড়ে না। রুকূ-সিজদা ঠিকমতো আদায় করে না। তার অন্তরও আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট থাকে না। সাধারণভাবে সব নামাযই গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে ফজর ও আসরের নামাযের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ আসরের সময় সাধারণত কাজ-কারবার, খেলা-ধূলা, হাট-বাজার ও ক্রয়-বিক্রয়ের সময়। এ সময় মানুষ উপরোক্ত কাজে ব্যবস্ত থাকে এবং রাত হবার পূর্বেই কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরতে চায়। এ সময় মু'মিনের অন্তর যদি নামায সম্পর্কে সতর্ক না থাকে তবে আসরের নামায কাজা হয়ে যেতে পারে। ফজরের নামায এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এ সময় নিদ্রা ও আয়েশের সময়। একথা সকলেরই জানা আছে যে, ভোরের ঘুম অত্যন্ত গভীর ও আরামদায়ক। মানুষের অন্তরে যদি ঈমান সক্রিয় ও সজাগ না থাকে তাহলে এ সময়ের প্রিয় ঘুম ত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে পারে না।

ফজর ও আসরের সময়ে রক্ষী ফেরেশতাদের পালা বদল হয় ঃ

(٤٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلٰوةِ

www.pathagar.com

الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ـ

ـ بخاري، مسلم : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَلَائِكَةٌ 'মালায়িকাতুন'–ফিরিশতারা। يَتَعَاقَبُوْنَ 'ইয়াতা আকাবুনা'–পালাক্রমে আসে। يَجْتَمِعُوْنَ 'ইয়াজতামিউনা'–তারা একত্রিত হয়। يَعْرُجُ 'ইয়ারুজু'–আরোহণ করে। عُرُوْجٌ 'উরুজ' হলো মূল শব্দ –উপরের দিকে উঠা। এর থেকেই 'মেরাজ'। بَاتُوْا 'বাতু'–তারা রাত যাপন করে। تَرَكْنَاهُمْ 'তারাকনাহুম'–তাদের ছেড়ে দিয়েছি।

৪৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের নিকট পালাক্রমে একদল ফিরেশতা আসে রাতে। অপর দল আসে দিনে। তারা একত্রিত হয় ফজর ও আসরের নামাযের সময়। অতঃপর যে দল তোমাদের মধ্যে রাতে অবস্থান করছিলো তারা যখন আল্লাহর দরবারে হাজির হবার জন্যে উপরে চলে যায় তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এলে ? অথচ তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত। ফিরেশতাগণ উত্তরে বলেন, আমরা তাদেরকে নামায আদায় রত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং গিয়েও নামাযরত অবস্থায় দেখতে পেয়েছি।"–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা ফজর ও আসরের নামাযের বিশেষ গুরুত্ব অত্যন্ত ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে। ফজরের সময় রাতের ফিরেশতাগণ কাজ সেরে চলে যাবার সময় এবং দিনের ফিরেশতাগণ কাজে আসার সময় একত্রিত হয়ে থাকেন। এভাবে আসরের নামাযের সময়ও উভয় গ্রুপের ফেরেশতাগণ মু'মিনগণের সঙ্গে জামায়াতে শরীক হয়ে থাকে। ফেরেশতাগণের সঙ্গ লাভের চেয়ে মু'মিনের জন্যে অধিকতর আনন্দদায়ক ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে।

www.pathagar.com

নামাযের হিফাজত না করলে দায়িত্বানুভূতি বিনষ্ট হয় ঃ

(٥٠) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰي عُمَّالِهٖ اِنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِكُمْ عِنْدِيَ الصَّلٰوةُ، فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهٗ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَلِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ اَهَمُّ 'আহাম্মু'–বেশি গুরুত্বপূর্ণ। عِنْدِيْ 'ইন্দি'–আমার নিকট। حَفِظَهَا 'হাফিযাহা'–সে তার হিফাযত করলো। ضَيَّعَهَا 'দ্বাইয়াহা'–সে তা নষ্ট করলো। اَضْيَعُ 'আদইয়াউ'–বেশি নষ্টকারী।

৫০। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর গভর্নরদেরকে লিখেছিলেন, "তোমাদের সব কাজের মধ্যে আমার নিকট সালাতের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো এবং তার উপর খবরদারী করলো সে তার দ্বীনের হিফাযত করলো। আর যে ব্যক্তি সালাতকে নষ্ট করলো সে অন্য সব জিনিসের চেয়ে বেশি নষ্টকারী বলে প্রমাণিত হলো।"– মিশকাত

কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় প্রাপ্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ ঃ

(٥١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ، اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰي يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰي لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهٗ ، مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ ـ

ـ متفق عليه : ابو هريرة رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ اِمَامٌ عَادِلٌ 'ইমামুন আদেলুন' – ন্যায়পরায়ণ শাসক। يَظِلُّهُمْ 'ইউযিল্লুহুম' – তিনি তাদেরকে ছায়া দিবেন। شَابٌّ 'শাব্বুন' – যুবক। نَشَاءَ 'নাশাআ' – সে অতিবাহিত করেছে। يَعُوْدُ 'ইয়াউদু' – ফিরে আসে। تَحَابَّا 'তাহাব্বা' – পরস্পরকে ভালো বাসেন। فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ 'ফাফাদাত আইনাহু'– অতঃপর চোখের পানি প্রবাহিত করে। دَعَتْهُ 'দাআতহু' – সে নারী তাকে আহবান করেছে। اَخَافُ اللّٰهَ 'আখাফুল্লাহা' – আমি আল্লাহকে ভয় করি।

৫১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন তিনি সাত শ্রেণীর লোককে তার ছায়ায় স্থান দেবেন। তারা হচ্ছে ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) যৌবন কাল আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে এমন যুবক, (৩) সে লোক যার মন মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে। মসজিদ হতে বের হয়ে আসার পর আবার মসজিদে ফিরে যাবার জন্য মন ব্যাকুল থাকে, (৪) সে দু' ব্যক্তি যাদের ভালোবাসার ভিত্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি। যাদের একত্রিত হওয়া এবং বিছিন্ন হওয়া – একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে। (৫) ঐ ব্যক্তি যে নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে চোখের পানি ফেলে। (৬) ঐ ব্যক্তি যে আল্লার ভয়ে কোন উচ্চ বংশের সুন্দরী যুবতীর বদ কাজের আহ্বানকে প্রত্যাখান করেছে 'আমি আল্লাহকে ভয় করি' বলে। (৭) ঐ ব্যক্তি সাদ্‌কা করার সময় যার বাম হাত টের পায় না, ডান হাত কি দান করেছে।" –বুখারী, মুসলিম.

রিয়া শিরকতুল্য অপরাধ ঃ

(٥٢) عَنْ شَدَّادِبْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، مَنْ صَلَّي يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ

ـ مسند احمد

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ صَلَّى 'মান সাল্লা' – যে ব্যক্তি নামায আদায় করলো। يُرَائِيْ 'ইউরাই' – লোক দেখানো। اَشْرَكَ 'আশরাকা' – সে অবশ্যই

www.pathagar.com

শির্ক করছে। صَامَ 'সামা' – সে রোযা রেখেছে। تَصَدَّقَ 'তাসাদ্দাকা' – সে সদকা করেছে।

৫২। শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে সালাত আদায় করলো সে শিরক করলো। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে সাওম রাখলো সে শিরক করলো। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে দান করলো সে শিরক করলো!" –মাসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, যাবতীয় নেক কাজ একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যেই করা উচিত। কাজ করার সময় মনে রাখতে হবে, এটা আল্লাহর হুকুম এবং তার সন্তুষ্টি লাভই আমার আসল উদ্দেশ্য। জনগণের দৃষ্টিতে সাধু সাজার ইচ্ছা ও তাদেরকে খুশি করার আশায় যে নেক কাজ করা হয় পরকালে তা একেবারেই মূল্যহীন। যে সমস্ত কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় করা হয় পরকালে শুধুমাত্র সেগুলিই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

জামায়াতে নামায

জামায়াতে নামায আদায় করা একাকী আদায় করার চেয়ে বহুগুণে উত্তম ঃ

(٥٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ

ـ بخاري، مسلم : عبدالله بن عمر

শব্দের অর্থ ঃ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ 'সালাতুল জামাআতি' – জামাআতে নামায। تَفْضُلُ 'তাফযুলু' – মর্যাদা হবে। اَلْفَذُّ 'আলফাজ্জু' – একাকী। بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ 'বিসাবয়িউ ওয়াইশরীনা' – সাতাশ গুণ বেশি।

www.pathagar.com

৫৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে জামায়াতে সালাত আদায় করার মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশি।" –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মূল হাদীসে ফায্যি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানকারী। নামাযের জামায়াতে সব ধরনের মুসলমানই শামিল হয়ে থাকে। সেখানে ধনীও থাকেন। আবার একেবারে কপর্দকহীন দরিদ্রও থাকেন। উত্তম পোশাকে সুসজ্জিত ব্যক্তিও থাকেন। আবার ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত দরিদ্রও থাকেন। সুতরাং যাদের অন্তর অহংকারে পূর্ণ। যারা ধন-দৌলতের অহংকারে বিভোর তারা চায় না কোন দরিদ্র লোক তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ুক। এ অহংকারের কারণেই তাঁরা নিজেদের ঘরে একাকী নামায আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মানসিক রোগের চিকিৎসা করার জন্যেই জামায়াতে নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিজেদের ঘরে একাকী নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য যে, জামায়াতে নামায পড়লে অন্তরে শয়তানী প্ররোচনা সৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর ও মজবুত হয়। এ কারণেই জামায়াতে নামায পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ মুতাবেক সাতাশ গুণ ছওয়াব বেশি হয়ে থাকে।

(٥٤) اِنَّ صَلٰوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰي مِنْ صَلٰوتِهٖ وَحْدَهٗ وَصَلٰوتُهٗ مَعَ رَجُلَيْنِ اَزْكٰي مِنْ صَلٰوتِهٖ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا اَكْثَرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَي اللّٰهِ - ابو داؤد : ابي بن كعب

শব্দের অর্থ ঃ اَزْكٰى 'আয্কা' – বেশি পবিত্র ও উত্তম। صَلَاتُهٗ 'সালাতুহু'–তার নামায। اَكْثَرُ 'আকসারু'– বেশি। اَحَبُّ 'আহাব্বু' –অধিক পছন্দনীয় ও প্রিয়।

৫৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির সাথে সালাত আদায় করে তাতে তার সালাত অধিক পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়। কোন ব্যক্তি যদি দু'ব্যক্তির সাথে সালাত আদায় করে এতে

www.pathagar.com

তার সালাত এক ব্যক্তির সাথে আদায় করার চেয়ে অধিকতর পরিশুদ্ধ হয়। এভাবে যত বেশি লোকের সাথে সালাত আদায় করা হয় আল্লাহর নিকট তা তত বেশি পছন্দনীয় হয়।" –আবু দাউদ

জামায়াতে নামায না পড়ায় ক্ষতি ঃ

(٥٥) مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ ـ ابو داؤد : ابو دردا

শব্দের অর্থ ঃ قَرْيَةٌ 'কারইয়াতুন' গ্রাম। بَدْوٌ 'বাদাউন'–কোন জনপদে। لَاتُقَامُ 'লা তুকামু'–কায়েম করে না। اِسْتَحْوَذَ 'ইস্তাহওয়াজা'–আধিপত্য হয়। اَلذِّئْبُ 'আযযিবু'–বাঘ।

৫৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন গ্রাম বা জনপদে যদি তিনজন লোক থাকে এবং সেখানে জামায়াতের সাথে সালাত কায়েম না হয় তবে তাদের উপর শয়তানের আধিপত্য রয়েছে বলে বুঝতে হবে। অতএব জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করো। কেননা নেকড়ে বিচ্ছিন্ন মেষকে শিকার করে।" – আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে এ সত্যটি উদঘাটিত হয়েছে যে, জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায়কারীগণের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। আল্লাহ তাদেরকে হিফাজত করে থাকেন। সুতরাং কোথাও যদি নামাযের জন্য জামায়াত কায়েম করা না হয়, তাহলে সেখানকার অদিবাসীদের উপর থেকে আল্লাহ রহমত ও হিফাজত সরিয়ে নেন। তারা শয়তানের কব্জায় চলে যায়। তখন শয়তান নিজের ইচ্ছানুযায়ী তাদেরকে, যে দিকে ইচ্ছা সেদিকেই পরিচালিত করে। উদাহরণ স্বরূপ মেষ পালের কথা বলা যায়। মেষপাল যখন রাখালের নিকটবর্তী থাকে তখন তারা দ্বিগুণ হিফাজতে থাকে। অর্থাৎ তখন তারা রাখালের ও তাদের পারস্পরিক ঐক্যের হিফাজতে থাকে। এরূপ দ্বিগুণ হিফাজতের কারণেই এদের উপর নেকড়ে হামলা করতে পারে না। কিন্তু কোন নির্বোধ মেষ যদি রাখালের ইচ্ছার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে দল ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আগে কিংবা পেছনে চলে যায় তাহলে নেকড়ের পক্ষে এটাকে শিকার করা খুব সহজ হয়ে যায়। কেননা দলচ্যুতির কারণে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। মালিকের হিফাজত থেকেও তখন সে বঞ্চিত থাকে।

বিনা কারণে জামায়াত ছেড়ে দেবার পরিণাম ঃ

(٥٦) مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ، قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ، قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ ـ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِيْ صَلَّي ـ ابو داؤد : ابن عباس

শব্দের অর্থ ঃ سَمِعَ 'সামিআ' – সে শুনেছে। اَلْمُنَادِيْ 'আল মুনাদী'– মোয়াজ্জিনের আযান। لَمْ يَمْنَعْهُ 'লাম ইয়ামনাউহু'– তাকে মানা করিনি।

৫৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনে ওযর ব্যতিত মসজিদে না গিয়ে একাকী সালাত আদায় করে তার এ সালাত অগ্রাহ্য করা হবে।" লোকেরা বললো, "ওযর কি ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ভয় ও রোগ।" – আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে জামায়াতে হাজির না হওয়া সম্পর্কে দুটি ওযরের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি ভয় ও দ্বিতীয়টি রোগ। ভয়ের অর্থ হলো প্রাণের ভয়। দুশমন, হিংস্র জন্তু অথবা বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুর কারণে এ ভয় হতে পারে। আর রোগের অর্থ হলো এমন রোগ, যে রোগের কারণে মসজিদ পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঝড়ো হাওয়া, তীব্র শীত ও প্রবল বৃষ্টি ওযর হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, শীতপ্রধান দেশে তীব্র শীত অনুভূত হয়ে থাকে। এ শীত মানুষের ওযর হিসেবে পরিগণিত হবে। আবার ঠিক নামাযের সময় যদি কারো পায়খানা কিংবা প্রস্রাবের বেগ হয় তাহলে এটাও ওযরের মধ্যে গণ্য করা হবে।

মু'মিন এবং জামায়াতে নামায আদায়ের সুবন্দোবস্ত ঃ

(٥٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ : رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلٰوةِ اِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ اَوْ مَرِيْضٌ اِنْ

www.pathagar.com

كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى يَأْتِيَ الصَّلٰوةَ، وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنَ الْهُدٰى الصَّلٰوةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰذِهِ الصَّلَوٰتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادِيْ بِهِنَّ، فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ مَايَتَخَلَّفُ 'মা ইয়াতাখাল্লাফু – পেছনে থাকতো না। عُلِمَ 'উলিমা'; علم 'ইলেম' হতে জানা ছিলো। لَيَمْشِيْ 'লাইয়ামশী'–অবশ্যই চলতো, আসতো। غَدًا 'গাদান' – কাল, অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন। فَلْيُحَافِظْ 'ফালইউহাত্তিফযু'– অতএব সে যেনো হিফাযত করে। يُنَادِىْ 'ইউনাদি' – আহবান করে বা আযান দেয়া হয়। سُنَنُ 'সুনানুন'–পদ্ধতি। فِيْ بُيُوْتِكُمْ 'ফি বুয়ুতিকুম'–তোমাদের ঘরে। لَضَلَلْتُمْ 'লাদালালতুম'–তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে।

৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলের সময়ে "মুনাফিক এবং রোগী ছাড়া কোন লোকই জামায়াতে অনুপস্থিত থাকতো না। রুগ্ন ব্যক্তিও দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে জামায়াতে আসতো।" আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সুনানুল হুদা শিক্ষা দিয়েছেন। আযান দেয়া হয় এমন মসজিদে সালাত আদায় করাও সুনানুল হুদার অন্তর্ভুক্ত।" অন্য বর্ণনা মতে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি বিচারের দিন মুসলিমরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় সে যেনো আযান শুনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হিফাজত করে। আল্লাহ তোমাদের নবীর

www.pathagar.com

জন্যে সুনানুল হুদা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এগুলো সুনানুল হুদার অন্তর্ভুক্ত। তোমরা যদি মুনাফিকদের মতো নিজেদের ঘরে সালাত আদায় করো তাহলে তোমরা তোমাদের সুন্নাত লংঘন করলে। তোমরা যদি নবীর সুন্নত লংঘন করো তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে।" –মুসলিম

ইমামতি

ইমাম ও মুয়ায্যিনের দায়িত্ব ঃ

(٥٨) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ - ابو داود

শব্দের অর্থ ঃ ضَامِنٌ 'জামিনুন'–যামিন, জিম্মাদার। مُؤْتَمَنٌ 'মুতামিনুন'–আমানতদার। اَرْشِدْ –সৎ পথে রাখুন। اِغْفِرْ। 'ইগফির'–মাফ করুন।

৫৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইমাম হচ্ছে যামিন এবং মুয়াযযিন হচ্ছে আমানতদার। "হে আল্লাহ আপনি ইমামদেরকে সৎপথে রাখুন এবং মুয়ায্নিদেরকে মাফ করুন।" –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ ইমামের যামিন হওয়ার অর্থ এই যে, তিনি মানুষের নামাযের জিম্মাদার। তিনি যদি সৎ, উপযুক্ত ও চরিত্রবান না হন তাহলে তাঁর পেছনে নামায আদায়কারী সকল লোকের নামাযই নষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল ইমামগণের জন্যে দোয়া করতেন যাতে তারা সৎ ও যোগ্য হন।

মুয়ায্যিনগণের আমানতদার হওয়ার অর্থ হলো, মুসলিম জনগণ তাদের নামাযের সময়সূচী দেখা শোনার দায়িত্ব মুয়ায্যিনগণের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আযান শুনে যাতে মুসল্লীগণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে মসজিদে হাজীর হতে পারে এ ব্যবস্থা করাই হলো মুয়াযযিনের কর্তব্য। যদি সময় মতো আযান দেয়া না হয় তাহলে বহুলোকের জামায়াত না পাওয়ার কিংবা দু'এক রাকাত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

www.pathagar.com

এ হাদীস একদিকে ইমাম এবং মুয়ায্যিনের জিম্মাদারী সঠিকভাবে অনুধাবনের হিদায়াত দিচ্ছে। অপরদিকে জনগণকে যোগ্য ও আল্লাহভীরু ইমাম নির্বাচনের তাকিদ দিচ্ছে। আযান দেয়ার জন্য এমন লোককেই নিযুক্ত করতে হবে যার মধ্যে দায়িত্বানুভূতি আছে।

মুক্তাদীগণের প্রতি লক্ষ্য রাখা ঃ

(٥٩) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلَّي اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَ صَلَّي اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهٖ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ ـ

ـ بخاري، مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ صَلَّى 'সাল্লা'–সে নামায আদায় করে। اَحَدُكُمْ 'আহাদুকুম'–তোমাদের কেউ। فَلْيُخَفِّفْ 'ফালইউখাফ্ফিফ'–সে যেনো সংক্ষেপ করে। فَاِنَّ 'ফাইন্না'–কারণ। اَلسَّقِيْمُ 'আস্সাকীমু'–রুগ্ন ব্যক্তি। فَلْيُطَوِّلْ 'ফালইউতাওয়িল'–সে যেনো লম্বা করে।

৫৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন সালাতের ইমামতি করে সে যেন তা সংক্ষেপ করে। কেননা জামায়াতে দুর্বল, রুগ্ন এবং বৃদ্ধ লোকও থাকে। তোমাদের কেউ যখন একা সালাত আদায় করে অর্থাৎ নফল নামায পড়ে তাহলে সে তা যতো ইচ্ছা লম্বা করবে।" –বুখারী, মুসলিম

(٦٠) عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰي رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّي لَاَتَاَخَّرُ عَنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنْ اَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا، فَمَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَضِبَ فِيْ مَوْعِظَةٍ قَطُّ اَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ، يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ اَمَّ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ فَاِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرُ وَالصَّغِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ ـ متفق عليه

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ جَاءَ رَجُلٌ 'জায়া রাজুলুন'–এক লোক এলো। لَاَتَاَخَّرُ 'লাতাআখ্খারু'–আমি অবশ্যই দেরীতে আসি। يُطِيْلُ 'ইউতিলু'–সে লম্বা করে। مَارَاَيْتُ 'মা রাআইতু'–আমি দেখিনি। غَضِبَ 'গাযিবা'–তিনি রাগ করেছেন। يَوْمَئِذٍ 'ইয়াওমাইযিন'–সে দিন। مُنَفِّرِيْنَ 'মুনাফ্ফিরিনা'– ফিরিয়ে রাখে, সরিয়ে রাখে। فَلْيُوْجِزْ 'ফালইউজিয' –সে যেনো সংক্ষেপ করে।

৬০। আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, "আমি সালাতুল ফজরে বেশ দেরীতে পৌঁছি। কারণ অমুক ব্যক্তি সকালে সালাত খুব লম্বা করে।" (বর্ণনাকারী বলেন,) সেদিনের ভাষণ দানকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ রাগ হতে দেখেছি, সেরূপ রাগ হতে আর কোনদিন দেখিনি। তিনি বললেন, "হে লোকেরা তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি লোকদেরকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে ফিরিয়ে রাখে। তোমাদের যে কেউ ইমামতি করবে সংক্ষেপে কাজ শেষ করবে, কেননা তার পেছনে বুড়া-ছোট এবং প্রয়োজনের তাড়াওয়ালা লোকও থাকবে।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সংক্ষেপে নামায পড়ানোর অর্থ এই নয় যে, অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে কিংবা উল্টাপাল্টাভাবে নামায পড়ে ফেলবে। চার রাকায়াত নামায এক-দেড় মিনিটে শেষ করে দেবে। এ ধরনের নামায ইসলামী নামায নয়। ইসলাম কখনো এ ধরনের নামাযকে অনুমোদন করে না। তবে এ কথা ঠিক যে, ইমাম সাহেব মুক্তাদীগণের সময় ও অবস্থা-ব্যবস্থার প্রতি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লক্ষ্য রেখে নামায পড়াবেন।

সংক্ষিপ্ত কিরাত ঃ

(٦١) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ : كَانَ مُعَاذُبْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَاْتِيْ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلّٰى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتٰي قَوْمَهُ

www.pathagar.com

فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّي وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ، فَقَالُوْا لَهُ نَافَقْتَ يَافُلَانُ، قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا اَصْحَابُ نَوَاجِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، وَاِنَّ مُعَذًا صَلَّي مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَي قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) عَلَي مُعَاذٍ فَقَالَ يَامُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ ؟ اِقْرَاْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَي وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَي ـ

ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ يَأْتِيْ 'ইয়াতি'–আসতেন। فَيَؤُمُّ 'ফাইয়াউম্মা'–যেন সে ইমামতি করে। قَوْمَهُ 'কাওমাহু'– তার কাওমের, গোত্রের। فَافْتَتَحَ 'ফা-ফতাতাহা'–তারপর শুরু করলেন। انْحَرَفَ 'ইনহারাফা'–পৃথক হয়ে গেলো। اَصْحَابُ نَوَاضِحٍ 'আসহাবু নাওয়াযিহীন' – পানি টানা লোক। فَتَّانٌ 'ফাত্তানুন' – ফিতনা সৃষ্টিকারী।

৬১। জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনুহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (নফলের নিয়াতে) সালাত আদায় করতেন। তারপর নিজের কওমের নিকট এসে ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সালাতুল ইশা আদায় করে তাঁর কাওমের ইমামতি শুরু করেন। তিনি সূরা বাকারাহ পড়তে থাকেন। এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে পৃথক হয়ে একাকী সালাত আদায় করে বাড়ি চলে গেলো। পরে মুসল্লীগণ তাকে বললো, "ওহে তুমি তো মুনাফিকের কাজ করে বসলে।" তিনি বললেন, "না আমি মুনাফিকের কাজ করিনি। আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহর নিকট যাব।" অতঃপর তিনি রাসূলের কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল আমি সেচের পানিটানা উটওয়ালা লোক। সারাদিন আমি কাজ করি। মুয়ায আপনার সাথে সালাতুল এশা আদায় করে তার

www.pathagar.com

কওমের কাছে এসে সূরা বাকারাহ দিয়ে সালাত শুরু করেন।" রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াযের দিকে ফিরে বললেন, "হে মুয়ায! তুমি কি মানুষকে বিপদে ফেলতে চাও ? সালাতে তুমি ওয়াশ্ শামসি ওয়াদ্ দোহাহা, ওয়াল্লাইলে ইযা ইয়াগশা, সাব্বিহ হিসমা রাব্বিকাল আলা পড়বে।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর ইশার নামায পড়তেন। মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নফলের নিয়াতে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এশার নামাযে শরীক হতেন। নামাযের পর তিনি নিজের এলাকায় যেতেন। নিজের কাওমের এশার নামাযের ইমামতি করতেন। মসজিদে নববী থেকে সে এলাকায় যেতে কিছু সময় লাগাতো। এরপর এশার নামাযে সূরায়ে বাকারার ন্যায় লম্বা সূরা পড়তে শুরু করতেন। এতে প্রচুর সময় লাগাতো। এদিকে মুসল্লীদের অনেকেই সারাদিন ক্ষেতে-খামারে ও বাগ-বাগিচায় কাজ-কর্ম করে দিনান্তে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। এমতাবস্থায় অধিক রাতে এশার নামাযের জামায়াতে লম্বা সূরা শুরু করার ফলে, কিছু লোক জামায়াত ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হতেন। এ কারণে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বড় সূরা না পড়ে ছোট সূরা পড়ার আদেশ দিয়ে সতর্ক করে দিলেন। আল্লাহ মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁর এ কাজের দ্বারা ইমামদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা পাওয়া গেলো।

যাকাত, সাদ্‌কা, উশর

যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার উপায় ঃ

(٦٢) اِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِ هِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَاءِ هِمْ ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ فَرَضَ 'ফারাযা' – ফরয করেছেন। تُؤْخَذُ 'তুখাজু' – আদায় করে। اَغْنِيَاءِ 'আগানিয়ায়ি'; غنى 'গনি' শব্দের বহুবচন – ধনীদের।

www.pathagar.com

فَتُرَدُّ 'ফাতুরাদ্দু'– তারপর ফেরৎ দেয়া হবে। فُقَرَاءُ 'ফুকারাউন' فقر শব্দের বহু বচন – গরীবদের।

৬২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ 'সাদকা' ফরয করেছেন যা ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হবে।" –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ সাদ্‌কা শব্দটি যাকাত অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যা আদায় করা আইনতঃ বাধ্যতামূলক। এখানে এ অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যে সমস্ত ধন-সম্পদ মানুষ স্বেচ্ছায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় ব্যয় করে থাকে তাকেও সাদ্‌কা বলা হয়। এ হাদীসে 'তুরাদ্‌দু' (ফিরিয়ে দেয়া হবে) শব্দ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে একথা বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, যাকাত হিসেবে যে অর্থ ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে তা ঐ সমাজের দারিদ্র ও অভাবীদেরই অধিকার যা তাদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে।

যাকাত আদায় না করার পরিণাম ঃ

(٦٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ، اَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ" وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الْاٰيَةَ" ـ ال عمر ان ـ ١٨٠ ـ بخارى

শব্দের অর্থ ঃ اٰتَاهُ 'আতাহু' – তাকে দিয়েছেন। فَلَمْ يُؤَدِّ 'ফালাম ইউওয়াদ্দি'– সে আদায় করেনি। مُثِّلَ 'মুসসিলা' – রূপ ধারণ করা। পরিণত হওয়া। يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ইয়াওমাল কিয়ামাতি'– কিয়ামাতের দিন। شُجَاعُ اَقْرَعُ 'শুজাউন আকরাউ' – বিষধর সাপ। زَبِيْبَتَانِ 'যাবীবাতানি' – মাথার উপর দু'টি কালো দাগ। يُطَوَّقُهُ 'ইউতাওয়েকুহু' – তার গলার হারের মত। يَاْخُذُ 'ইয়াখুজু – ধরবে। بِلِهْزِمَتَيْهِ 'বিলিহযিমাতাইহি' – তার দু'টি চোয়ালকে। كَنْزُكَ 'কানজুকা' – তোমার সঞ্চিত সম্পদ।

www.pathagar.com

৬৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন-সম্পদ পেয়েছে কিন্তু তার যাকাত আদায় করেনি। শেষ বিচারের দিন সে ধন-সম্পদ এমন বিষধর সর্পে পরিণত হবে যার মাথার উপর থাকবে দুটি কালো দাগ। এ সর্প সে ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গাল কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়লেন ঃ ওয়ালা ইয়াহসাবান্নাল্লাযীনা ইয়াব্‌খালুনা অর্থাৎ যে ব্যক্তি কৃপণতা করে সে যেনো মনে না করে যে, তার কৃপণতা তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে বরং তা হবে তার জন্যে দুঃখের কারণ।

যাকাত আদায় না করা ধন-সম্পদ বিনষ্টের কারণ ঃ

(٦٤) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، مَا خَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالاً قَطُّ اِلاَّ اَهْلَكَتْهُ ـ مشكوة ـ

শব্দের অর্থ ঃ مَاخَالَطَ 'মা খালাতা' – আলাদা না করে মিশে থাকে। قَطُّ – কখনো। اَهْلَكَتْهُ 'আহলাকাতহু'–তাকে ধ্বংশ করে দিয়েছে।

৬৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে সম্পদ থেকে যাকাত পৃথক করে আদায় করা হয় না, বরং তা মিশে থাকে। শেষাবধি সে সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ ধ্বংস করে দেয়ার অর্থ এই নয় যে, যারা যাকাত দেবে না তাদের সমস্ত সম্পদ অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে। বরং ধ্বংসের প্রকৃত অর্থ এই যে, যে সম্পদ দ্বারা তার উপকৃত হওয়ার কোন অধিকার ছিল না এবং যে সম্পদে দরিদ্রের হক বা অধিকার ছিলো তা নিজে ভোগ করে তার ঈমানকেই বরবাদ করে দিলো। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ ব্যাখ্যাই করেছেন বলে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া অনেক সময় এটাও দেখা গিয়েছে যে, যারা যাকাত না দিয়ে গরীবের হক মেরে খায়, তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ হটাৎ ধ্বংস হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

ফিতরা আদায়ের উদ্দেশ্য ঃ

(٦٥) فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ ـ
ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ فَرَضَ 'ফারাযা'–ফরয করেছেন। طُهْرٌ 'তুহুরুন'–পবিত্র।

اَللَّغْوُ 'আল্‌লাগয়ু'–নিরর্থক। اَلرَّفَثُ 'আররাফাসু'–নিরর্থক, অশালীন।

৬৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করেছেন। নিরর্থক ও নির্লজ্জ কথাবার্তার দোষক্রটি থেকে সাওমকে পবিত্র করা এবং দরিদ্রের দু'মুঠো খাবারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ শরীয়তে ফিতরাকে ওয়াজিব করার পেছনে দু'টি মঙ্গল নিহিত রয়েছে। প্রথমটি হলো, রোযাদার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি রোযা রাখা অবস্থায় করে ফেলে ফিতরা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হলো, যেদিন দেশের সকল মুসলমান আনন্দ উৎসব করছে, সেদিন যেন সমাজের কোন দরিদ্র উপবাস থেকে ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। সম্ভবত এ কারণেই ছোট-বড় সকলের পক্ষ থেকেই ফিতরা দেয়া ওয়াজিব করা হয়েছে। এবং তা ঈদের নামাযের পূর্বেই প্রদান করার জন্যে বিশেষ তাকিদ রয়েছে।

শস্যের যাকাত ঃ

(٦٦) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ – بخاري : ابن عمرو رضـ

শব্দের অর্থ ঃ سَقَتْ 'সাকাত'–সিক্ত হওয়া। اَلْعُيُوْنُ 'আলউইয়ুনু–ঝর্ণা, নদী। بِالنَّضْحِ 'বিন নাদাহি'–সেচের মাধ্যমে। عُشْرٌ 'উশরুন'–এক-দশমাংশ। نِصْفُ الْعُشْرِ 'নিসফুল উশরি'–দশ ভাগের অর্ধেক।

www.pathagar.com

৬৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যেসব জমি বৃষ্টির পানি বা ঝর্ণার (বা নদীর) পানিতে সিক্ত হয় সে জমির উৎপন্ন ফসলের উপর (এক-দশমাংশ) যাকাত আদায় করতে হবে। যেসব জমি কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিক্ত হয়, সে জমির উৎপন্ন ফসলের উশরের অর্ধাংশ (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত আদায় করতে হবে। –বুখারী

রোযা

রমযান মাসের ফযীলত ঃ

(٦٧) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارْسِيِّ (رضـ) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ ـ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰي فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰي سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَا شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ خَطَبَنَا 'খাতাবানা'; খিতাব থেকে–আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ 'আখিরি ইয়াওমিন মিন শাবানা'–শাবান মাসের শেষ দিন। يٰاَيُّهَاالنَّاسُ 'ইয়া আইয়ুহান্নাসু'–হে লোক সকল। قَدْ اَظَلَّكُمْ 'কাদ আযাল্লাকুম'–তোমাদের নিকট উপস্থিত। خَيْرٌ 'খাইরুন'–বরকতপূর্ণ, কল্যাণময়। صِيَامَهُ 'সিয়ামাহু'–এর রোযা। فَرِيْضَةً 'ফরিযাতান'–ফরয করা হয়েছে। تَطَوُّعًا 'তাতাওয়্যান'–নফল করা হয়েছে। مَنْ اَدّٰى 'মান আদ্দা'–যে আদায় করেছে। اَلْمُوَاسَاةُ 'আলমুআসাতু'–সহানুভূতি, সহমর্মিতা।

www.pathagar.com

৬৭। সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাবান মাসের শেষ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বলেন, "হে লোক সকল! তোমাদের নিকট সমুপস্থিত একটি মর্যাদাপূর্ণ এবং বরকতপূর্ণ মাস। এতে রয়েছে এমন এক রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ মাসে আল্লাহ সওম ফরয করেছেন এবং রাতে দীর্ঘ সালাত নফল করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসের একটি নেক কাজ করলো সে যেন অন্য কোন মাসে ফরয কাজ করলো। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করলো সে যেনো অন্য কোন মাসে সত্তরটি ফরয কাজ আদায় করলো। এ মাস ধৈর্যের মাস, ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। এ মাস সহানুভূতি প্রদর্শনের মাস।"

–মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ ধৈর্যের মাসের অর্থ হলো, রোযার মাধ্যমে মু'মিনগণকে আল্লাহর পথ মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রশিক্ষণ দেয়া। মানুষ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় হতে অপর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার কারণে অন্তরে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন হলে নিজের আবেগ-উচ্ছ্বাস, অনুভূতি, প্রবৃত্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণার উপর সে কতটুকু নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে এতে তারও একটা মহড়া হয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানের সৈনিকের সঙ্গে দুনিয়ার মু'মিনের দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। সিপাহী যেমন দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে, তেমনি মু'মিনকেও শয়তানী প্রবৃত্তি ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে হামেশা যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। এক্ষেত্রে যদি তার মধ্যে ধৈর্যের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্তমান না থাকে তাহলে আক্রমণের প্রথম ধাক্কায়ই সে কাবু হয়ে যাবে ও দুশমনের নিকট আত্মসমর্পণ করে বসবে। "রোযার মাস সহানুভূতির মাস"– একথার অর্থ হলো, যে সমস্ত রোযাদারকে আল্লাহ তা'য়ালা প্রচুর খাদ্য সামগ্রী ও সচ্ছলতা দান করেছেন তাদের উচিত সমাজের দরিদ্র ও অনাহারক্লিষ্ট লোকজনকে আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতে শরীক করা। তাদের জন্যে সেহরী ও ইফতারীর ব্যবস্থা করা।

মূল হাদীসে 'মাওয়াছাতুন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো ধন-সম্পদ দানের মাধ্যমে সহানুভূতি প্রকাশ করা। তবে মৌখিকভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করার অর্থও এর মধ্যে নিহিত আছে।

www.pathagar.com

রোযার পুরস্কার মার্জনা ঃ

(٦٨) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ اِيْمَانًا 'ঈমানান'–ঈমানের সাথে। اِحْتِسَبًا 'ইহতিসাবান' –আত্মবিশ্লেষণের সাথে। غُفِرَ 'গুফিরা'–মাফ করে দেয়া হবে। مَا تَقَدَّمَ 'মা তাকাদ্দামা'–অতীতের। ذَنْبِهٖ 'জাম্বিহি'–তার গুনাহ।

৬৮। "যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে রমযানের সওম আদায় করলো সে তার অতীতের গুনাহ মাফ করিয়ে নিলো। যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে রমযানে দীর্ঘ সালাত আদায় করলো সে অতীতের গুনাহ মাফ করিয়ে নিলো।" –বুখারী, মুসলিম

রোযা বিনষ্টের কারণসমূহ ঃ

(٦٩) اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَايَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّي امْرُؤٌصَائِمٌ ـ

ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ اَحَدُكُمْ 'আহাদুকুম'–তোমাদের কারো, কেউ। فَلَايَرْفُثْ 'ফালা ইয়ারফুস'–সে যেনো খারাপ কথা না বলে। وَلَايَصْخَبْ 'ওয়ালা ইয়াসখাব'–শোরগোল না করে। فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ 'ফাইন সাব্বাহু আহাদুন'–যদি কেউ তাকে গালমন্দ করে। قَاتَلَهٗ 'কাতালাহু'–গালমন্দ করে। اِنِّيْ امْرُؤٌ صَائِمٌ 'ইন্নি ইমরাউন সায়িমুন'–আমি একজন রোজাদার।

www.pathagar.com

৬৯। . রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ কোনদিন রোযা রাখলে তার মুখ থেকে খারাপ কথা বা শোরগোল বের না হয়। কেউ যদি তাকে গাল-মন্দ করে বা বিবাদে প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে আমি রোযাদার। –বাখারী, মুসলিম

রোযার সুপারিশ ঃ

(٧٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَيْ رَبِّ اِنِّيْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ ـ

ـ بيهقي، مشكوة : عبدالله بن عمر

শব্দের অর্থ ঃ يَشْفَعَانِ 'ইয়াশফাআনি'–তারা দুজনে সুপারিশ করবে। يَقُوْلُ الصِّيَامُ 'ইয়াকুলুস সিয়ামু'–সিয়াম বলবে। مَنَعْتُهُ 'মানাতুহু' আমি তাকে ফিরিয়ে রেখেছি। فَشَفِّعْنِيْ 'ফাসাফ্‌ফিনী'–আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।

৭০। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সিয়াম বলবে ঃ "হে রব, আমি এ ব্যক্তিকে দিনে খাবার ও অন্যান্য কামনা-বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।" আল কুরআন বলবে, "আমি এ ব্যক্তিকে রাতের নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন।" আল্লাহ তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।

রোযার প্রাণশক্তি ঃ

(٧١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ـ

ـ بخاري : ابوهريرة رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ لَمْ يَدَعْ 'লাম ইয়াদা'–ছাড়তে পারেনি। قَوْلَ الزُّوْرِ 'কাউলাজ. জুরি'–মিথ্যা বলা। حَاجَةٌ 'হাজাতুন'–প্রয়োজন। اَنْ يَّدَعَ 'আই ইয়াদাআ'–বর্জন করাতে।

৭১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যার উপর আমল করা ছাড়তে পারেনি, তার খাবার ও পানীয় দ্রব্য বর্জন করাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ রোযার মাধ্যমে মানুষকে সৎ ও নেক্কার করাই হলো রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য। রোযা রাখার পরও যদি কেউ নেকবান না হয়; সততার উপর নিজের জীবনের ভিত্তি রচনা করতে না পারে, রমযানের মধ্যেও অসত্য ও নিরর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করতে না পারে এবং রমযানের বাইরে নিজের জীবনে সততা ও পবিত্রতা দেখা না দেয়, তাহলে তার চিন্তা করে দেখা উচিত সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস থেকে তার কি লাভ হলো?

রোযাদারকে রোযার আসল উদ্দেশ্য ও প্রাণশক্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করাই হলো, এ হাদীসের মূল উদ্দেশ্য। একথা মনে ও মগজে সর্বদা জাগরুক রাখতে হবে। সে কি উদ্দেশ্যে এবং কেনো পানাহার পরিত্যাগ করে উপবাস থেকে কষ্ট পাচ্ছে?

হতভাগ্য রোযাদার ঃ

(٧٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلاَّ الظَّمَاءُ، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلاَّ السَّهَرُ -

শব্দের অর্থ ঃ كَمْ 'কাম'–কতো, অনেক। صَائِمٍ 'সায়েমিন'–রোযাদার। صِيَامَهُ 'সিয়ামাহু'–তার রোযা। اَلظَّمَاءُ 'আয্যামাউ'–পিপাসা। قَائِمٍ 'কায়িমিন'–রাত জাগরণ, নামাযে দণ্ডায়মান। اَلسَّهَرُ 'আসসাহরু'–রাত জাগা।

৭২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন কত রোযাদার আছে যারা তাদের রোযার দ্বারা ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট ছাড়া আর

www.pathagar.com

কিছুই পায় না। এমন কত নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত জাগরণকারী আছে যারা শুধু রাত্র জাগা ছাড়া আর কিছুই পায় না।

ব্যাখ্যা ঃ আগের হাদীসের ন্যায় এ হাদীসটিও মানুষকে রোযার আসল তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ থাকার শিক্ষা দিচ্ছে। মনে রাখতে হবে, শুধু পানাহার ছেড়ে দিলেই রোযা হয় না। রোযার আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সিয়াম-সাধনা করতে হয়।

নামায-রোযা ও যাকাত পাপের কাফ্ফারা ঃ

(٧٣) قَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ، فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ ـ

ـ بخاري : باب الصوم

শব্দের অর্থ ঃ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ 'সামিতুহু ইয়াকুলু'–আমি তাকে বলতে শুনেছি। فِتْنَةُ 'ফিতনাতুন'–ভুলত্রুটি। اَهْلِهِ 'আহলিহি'–তার পরিবার। جَارِهِ 'জারিহী'–তার প্রতিবেশী। يُكَفِّرُهَا 'ইউকাফ্ফিরুহা'–এগুলোর কাফ্ফারা হয়।

৭৩। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। মানুষ তার পরিবার, সম্পদ এবং প্রতিবেশীর ব্যাপারে যে ভুল-ত্রুটি করে, তার সালাত, সাওম এবং সাদকা দ্বারা সেগুলোর কাফ্ফারা হয়ে যায়। –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ সাধারণত মানুষ নিজের ছেলেমেয়ে ও পরিবার-পরিজনের জন্যেই পাপে লিপ্ত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্রতিবেশীদের হক আদায়ের ব্যাপারে গাফলতি করে থাকে। সুতরাং এ সমস্ত ইবাদাত ও বন্দেগীর কারণে আল্লাহ্ পাক সে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেবেন। কিন্তু জেনে-শুনে, স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে যদি কোন পাপ করা হয় তাহলে শুধু ইবাদাতের দ্বারা তা মাফ হবে না। এ সমস্ত পাপের মাগফিরাতের জন্যে 'তাওবা' করা শর্ত।

www.pathagar.com

রিয়া হতে দূরে থাকা ঃ

(٧٤) قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اِذَا صَامَ فَلْيَدَّهِنْ لاَ يُرَي عَلَيْهِ اَثَرَ الصَّوْمِ- الادب المفرد

শব্দের অর্থ ঃ اِذَاصَامَ 'ইযা সামা'–যখন রোযা রাখবে। فَلْيَدَّهِنْ 'ফালইউ দাহ্হিনু'–সে যেনো তেল ব্যবহার করে। لاَيُرى 'লাই ইউরা'–দেখা না যায়।

৭৪। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, রোযাদারের তেল ব্যবহার করা উচিত যেন রোযার ছাপ দেখা না যায়।" – আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা বলার তাৎপর্য হলো, রোযাদারের রোযার প্রদর্শনীমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকা। গোসল করলে এবং শরীরে তেল মালিশ করলে রোযা জনিত অবসাদ ও ক্লান্তি দূর হয় এবং দেহ সতেজ থাকে। সুতরাং রিয়া আগমনের পথ এভাবেই রুদ্ধ করা দরকার।

সেহরী খাবার তাকিদ ঃ

(٧٥) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِيْ السَّحُوْرِ بَرَكَةً - بخاري

শব্দের অর্থ ঃ تَسَحَّرُوْا 'তাসাহারু'–তোমরা সেহেরী খাও। فِيْ السَّحُوْرِ 'ফিস সুহুরি'–সেহরী খাওয়াতে। بَرَكَةٌ 'বারাকাতুন' – বরকত আছে।

৭৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সেহরী খাবে। কেননা সেহরী খাওয়াতে বরকত আছে।" - বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ সেহরী খেয়ে রোযা থাকলে দিনে কষ্ট কম হবে এবং ইবাদত - বন্দেগী ও অন্যান্য কাজে অবসাদ এবং ক্লান্তি আসবে না। সেহরী খাওয়া না হলে ক্ষুৎ-পিপাসায় শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে যাবে। এ কারণে ইবাদাত - বন্দেগীতেও মন বসবে না। তাই সেহরী না খাওয়া অত্যন্ত অকল্যাণজনক কাজ বলে বিবেচিত। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা রোযা রাখার জন্যে সেহরীর সাহায্য গ্রহণ করো এবং রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্যে দিনে কায়লুলা (দুপুরে একটু ঘুমান) করো।

তাড়াতাড়ি ইফতার গ্রহণের তাকিদ ঃ

(٧٦) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ - بخاري -

শব্দের অর্থ ঃ لَايَزَالُ 'লাইয়াযালু'–সবসময়, যতোদিন। اَلنَّاسُ 'আন্নাসু'–মানুষ। بِخَيْرٍ 'বিখাইরিন'–ভালো থাকবে। مَاعَجَّلُوْا 'মাআজজিলু – যতোদিন তাড়াতাড়ি করবে।

৭৬। সহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "লোকেরা যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, ততদিন ভালো অবস্থায় থাকবে।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, ইফতার করার বিষয়ে তোমরা ইহুদীদের বিরোধিতা করবে। কেননা তারা অন্ধকার হয়ে যাবার পর রোযা খুলে। তোমরা যদি সূর্য ডুবার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করো এবং ইহুদীদের অনুসরণ না করো তা হলে প্রমাণিত হবে দীনের দিক দিয়ে তোমরা ভালো অবস্থায় আছো।

মুসাফিরের জন্য রোযা ঐচ্ছিক ঃ

(٧٧) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ، كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَي الْمُفْطِرِ وَ لَا الْمُفْطِرُ عَلَي الصَّائِمِ - بخاري

শব্দের অর্থ ঃ كُنَّا نُسَافِرُ 'কুন্না নুসাফিরু'–সফরে ছিলাম। مَعَ 'মায়া' –সাথে। فَلَمْ يَعِبْ 'ফালাম ইয়ায়িব'–কেউ দোষ মনে করতো না। اَلصَّائِمُ 'আস্‌সয়িমু'–রোযাদার। اَلْمُفْطِرُ 'আল মুফাতিরু'–বেরোযাদার।

www.pathagar.com

৭৭। আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (রামাদানে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ সাওম (রোযা) রাখতো এবং কেউ কেউ রাখতো না। রোযাদার বেরোযাদারের এবং বেরোযাদার রোযাদারের উপর কোন দোষারোপ করতো না। –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআনে মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখার ইখতিয়ার দিয়েছে। প্রবাসে থাকা অবস্থায় রোযা রাখলে যাদের কোন অসুবিধা হয় না তাদের জন্যে রোযা রাখাই উত্তম। অপর পক্ষে রোযা রাখলে যাদের অসুবিধা হয় তাদের জন্যে রোযা না রাখাই ভালো। এ অবস্থায় একে অপরকে খারাপ জানা উচিত নয়।

রোযা ও অন্যান্য ইবাদাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন ঃ

(٧٨) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَافْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ بِحَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمُ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ -
- بخاري

শব্দের অর্থ ঃ اَلَمْ اُخْبِرُ 'আলাম উখবিরু'–আমি কি খবর পাইনি। اَنَّكَ 'আন্নাকা'–নিশ্চয়ই তুমি। فَلاَ تَفْعَلْ 'ফালা তাফআল'–অতএব তুমি এরূপ করো না। صُمْ 'সুম'–রোযা রাখো। اَفْطِرْ ' আফতির'–রোযা ভাঙ্গবে। نَمْ 'নাম'–ঘুমাবে। لِجَسَدِكَ 'লিজাসাদিকা'–তোমার শরীরের। عَلَيْكَ 'আলাইকা'–তোমার উপর। حَقٌّ 'হাক্কুন'–হক আছে। بِحَسْبِكَ 'বিহাসবিকা'–তোমার জন্য যথেষ্ট।

www.pathagar.com

৭৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে সম্বোধন করে বললেন, "এটা কি ঠিক যে তুমি একাধারে দিনে (নফল) রোযা রাখছো এবং রাতে (নফল) নামায পড়ছো ? জবাবে তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কথাটা সত্য।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি এরূপ করো না। কখনো রোযা রেখো, আবার কখনো ছেড়ে দিও। রাতে ঘুমিও, আবার সালাতের জন্যে দাঁড়িও। তোমার উপর তোমার শীরের হক আছে। তোমার স্ত্রীরও হক আছে। সাক্ষাত প্রার্থীদের হকও আছে তোমার উপর। প্রতি মাসে তিন দিন নফল রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ দিনের পর দিন একাধারে রোযা রাখলে এবং সারা রাত জেগে থেকে নফল নামায পড়লে স্বাস্থ্যের ভীষণ ক্ষতি হয় – বিশেষ করে একাধারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। মু'মিনগণকে প্রত্যেক কাজেই ভারসাম্য রক্ষা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের জন্যে আদেশ দিয়েছেন।

নফল ইবাদাতে মধ্যম পন্থা ঃ

(٧٩) عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ : اَخَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَاَى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ مَاشَاْنُكِ قَالَتْ اَخُوْكَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا فَجَاءَ اَبُوْالدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ كُلْ فَاِنِّىْ صَائِمٌ، قَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَاْكُلُ، فَاَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْاٰنَ فَصَلَّيَا جَمِيْعًا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَاِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَاَتَى

www.pathagar.com

النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ - بخاري

শব্দের অর্থ ঃ اخى 'আখা'–পরস্পর ভাই ভাই বানালেন। فَزَارَ 'ফাযারা' –তারপর তিনি দেখতে এলেন। مُتَبَذِّلَةً 'মোতাবায্যিলাতান'–সাধারণ পোশাক পরিহিতা। مَاشَانُكِ 'মাশানুকি'–তোমার অবস্থা এমন সাধারণ কেনো। فَصَنَعَ 'ফাসানাআ'–অতঃপর খাবার তৈরি করলেন। صَائِمٌ 'সায়িমুন'–রোযাদার। يَقُوْمُ 'ইয়াকুমু'–নফল নামাযের জন্য উঠলেন। فَصَلَّيَا 'ফাসাল্লায়া'–উভয়ে নফল নামায পড়লেন।

৭৯। আবু হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ও আবু দারদাকে পরস্পর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন সালমান আবু দারদার সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি উম্মে দারদাকে (আবু দারদার স্ত্রী) সাধারণ পোশাক পরিহিতা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার অবস্থা এমন কেনো ? উম্মে দারদা বললেন, "আপনার ভাই আবু দারদার তো আর পার্থিব কামনা-বাসনা নেই।" অতঃপর আবু দারদা এলেন। খাদ্য পরিবেশন করে তিনি বলেন, "আপনি খান আমি রোযাদার।" সালমান বললেন, "আপনি না খেলে আমি খাবো না।" তিনি সালমানের সঙ্গে খেলেন। অতঃপর যখন রাত হলো, আবু দারদা নফল সালাত আদায়ের জন্য উঠলেন। সালমান বললেন, "শুয়ে থাকুন।" তিনি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আবার সালাতের জন্যে উঠলেন। সালমান বললেন, "শুয়ে পড়ুন।" রাতের শেষ ভাগে সালমান বললেন, "এখন উঠুন।" দু'জনে নফল সালাত আদায় করলেন। তারপর সালমান বললেন, 'আপনার উপর আপনার রবের হক আছে। আপনার উপর আপনার নিজের হক আছে। আপনার পরিবার-পরিজনের হক আছে। কাজেই প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করুন।" অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এসব ঘটনা বললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সালমান ঠিক কাজ করেছে।" –বুখারী

www.pathagar.com

(٨٠) عَنْ مُجِيْبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ اَبِيْهَا اَوْعَمِّهَا اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَاَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالَتُهُ فَقَالَ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا تَعْرِفُنِيْ ؟ قَالَ مَنْ اَنْتَ ؟ قَالَ اَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِيْ جِئْتُكَ عَامَ الْاَوَّلِ قَالَ فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ ؟ قَالَ مَا اَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ اِلَّا بِلَيْلٍ ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ، ثُمَّ قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ زِدْنِيْ فَاِنَّ بِقُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ، قَالَ زِدْنِيْ، قَالَ صُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ قَالَ زِدْنِيْ، قَالَ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ مِنَ الْحُرُمِ وَتْرَكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَتْرُكْ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ فَضَمَّهَا ثُمَّ اَرْسَلَهَا ـ

ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ مُجِيْبَةُ الْبَاهِلِيَّةِ 'মুজিবাতুল বাহিলিয়্যাতি'–বাহেল গোত্রের একজন মহিলা সাহাবী। اَبِيْهَا 'আবীহা'–মহিলার পিতা। اَتٰى 'আতা' –তিনি এলেন। انْطَلَقَ 'ইনতালাকা'–চলে গেলেন। تَغَيَّرَتْ 'তাগাইয়্যারাত'–তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। اَمَا تَعْرِفُنِيْ 'আমা তারিফুনী'–আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি। حَسَنَ الْهَيْئَةِ 'হাসানাল হাইয়্যাতি' – সুদর্শন চেহারার।

৮০। মুজীবা বাহিলা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার আব্বা অথবা চাচা সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করে দেশে ফিরে এলেন। একবছর পর তিনি আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবার কারণে তাঁকে চিনতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কে ?"

www.pathagar.com

তিনি বললেন, "আমি বাহিলী বংশের লোক। গত বছর আপনার কাছে এসেছিলাম ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কি ব্যাপার! তুমি এমন হয়ে গেছো কেনো ?" তুমি তো সুদর্শন চেহারার লোক ছিলে।" তিনি বললেন, "আপনার কাছে থেকে যাবার পর থেকে রাত ছাড়া কোন খাবার খাই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি নিজেকে শাস্তি দিয়েছো।" অতঃপর বললেন, ছবরের মাসে (অর্থাৎ রমযানে) রোযা রাখো ; আর রোযা রাখো প্রতি মাসে একটি করে।" তিনি বললেন, "আমার জন্যে আরেকটু বাড়িয়ে দিন, আমার শক্তি আছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "প্রতি মাসে দু'দিন রোযা রাখো।" তিনি বললেন, "আমার জন্যে আরেকটু বাড়িয়ে দিন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "পবিত্র মাসগুলোতে রোযা রাখো, তারপর ছেড়ে দাও, পবিত্র মাসগুলোতে রোযা রাখো, তারপর ছেড়ে দাও। পবিত্র মাসগুলোতে রোযা রাখো, তারপর ছেড়ে দাও।" একথা বলতে বলতে তিনি তিনটি আংগুল একত্রিত করলেন এবং পরে ছেড়ে দিলেন।"

–আবু দাউদ

ই'তেকাফের দিনসমূহ ঃ

(٨١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَّمَضَانَ ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ كَانَ يَعْتَكِفُ 'কানা ইয়াতাকিফু'–তিনি ই'তেকাফ করতেন। اَلْعَشْرُ 'আল আশরু'–দশদিন। اَلْاَوَاخِرُ 'আল আওয়াখিরু' –শেষ।

৮১। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশদিন ই'তেকাফ করতেন। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিতে সবসময় আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু রমযানে তাঁর এ বন্দেগীর ঝোঁক

www.pathagar.com

ও প্রবণতা আরো বহুগুণে বেড়ে যেতো। এর মধ্যে আবার শেষ দশদিন একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদাতেই কাটিয়ে দিতেন। তিনি মসজিদে গিয়ে নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির আযকার ও দোয়া-কালামে মগ্ন থাকতেন। রমযান হলো মু'মিনের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার মাস তাই তিনি এমাসে একাজগুলো করতেন। কেননা এ মাসে অর্জিত ঈমানী শক্তি দিয়েই আগামী ১১টি মাস শয়তানী ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হতে হবে।

রমযানের শেষ দশদিন ঃ

(٨٢) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ الـنَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ اَحْيَا الَّيْلَ، وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ -

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا دَخَلَ 'ইজা দাখালা'–যখন প্রবেশ করতো। اَحْيَا 'আহইয়া'–জীবিত করবেন। اَحْيَا اللَّيْلَ 'আহ্ইয়াল লাইলা'–বেশি বেশি জাগতেন। وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ–এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকেও জাগাতেন। شَدَّ الْمِئْزَرُ 'শাদ্দাল মিযারু'– শক্ত করে বেঁধে নিতেন।

৮২। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ রাতে বেশি বেশি জাগতেন, পরিবার পরিজনকে জাগাতেন এবং ইবাদাতের জন্যে পরিধেয় শক্তভাবে বেঁধে নিতেন।

হজ্জ

হজ্জ ফরয ঃ

(٨٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا - المنتقي

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ خَطَبَنَا 'খাত্বাবানা'–তিনি আমাদের ভাষণ দেন। فَقَالَ 'ফাক্বালা' – অতপর বলেন। قَدْفَرَضَ 'ক্বাদ ফারাদ্বা'–অবশ্যই ফরয করেছেন। فَحُجُّوْا 'ফাহাজ্জু'–অতপর তোমরা হজ্জ্ব আদায় কর।

৮৩। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "ওহে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্যে হজ্জ্ব ফরয করেছেন। অতএব হজ্জ্ব করো।" – মুনতাকী

হজ্জ্ব মানুষকে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ করে ঃ

(٨٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتٰى هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ـ

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ اَتٰى 'মান আতা'–যে ব্যক্তি এসেছে, উপস্থিত হয়েছে। هٰذَ الْبَيْت 'হাযাল বাইতা'–এ ঘরে। فَلَمْ يَرْفُثْ 'ফালাম ইয়ারফাস্'–অশ্লীল কথা ও কাজ করেনি। رَجَعَ 'রাজাআ'–প্রত্যাবর্তন করবে, বাড়ি ফিরবে।

৮৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এ ঘরের (কাবা) নিকটে এসে নির্লজ্জ কথা না বলে এবং ফাসেকী না করে সে নবজাত শিশুর মতো (নিষ্পাপ হয়ে) ঘরে ফিরলো।"

জিহাদের পর সর্বোত্তম আমল ঃ

(٨٥) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ ـ مـنتقي

শব্দের অর্থ ঃ سُئِلَ 'সুয়িলা'–জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। اَيُّ الْاَعْمَال 'আয়্যুল আমালি'–কোন আমল। اَفْضَلُ 'আফযালুন'–সর্বোত্তম। حَجٌّ

www.pathagar.com

مَبْرُوْرٌ 'হাজ্জুন মাবরূরুন'–মাবরূর হজ্জ। যে হজ্জে কোন নাফরমানী করা হয়নি।

৮৫। আবু হুরাইয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, "কোন আমল সর্বোত্তম ?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করা।" জিজ্ঞেস করা হলো, "অতঃপর কোন্‌টি ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" জিজ্ঞেস করা হলো, "তারপর কোন্‌টি ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "মাবরূর হজ্জ্ব।" (যে হজ্জ্বে কোন প্রকার নাফরমানী করা না হয়।) – মুনতাকী

তাড়াতাড়ি হজ্জ্বে যাওয়া ঃ

(٨٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ ـ ابن ماجة : ابن عباس

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ اَرَادَ 'মান আরাদা'–ইচ্ছা পোষণ করলো। فَلْيُعَجِّلْ 'ফাল ইউআজ্জেল' –সে যেনো তাড়াতাড়ি করে ফেলে, قَدْيَمْرَضُ 'কাদ ইয়ামরায়ু'–সে অসুস্থ্য হয়ে যেতে পারে। تَضِلُّ الرَّحِلَةُ 'তাযিল্লুর রাহিলাতু'–উট হারিয়ে যেতে পারে।

৮৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হজ্জ্বের ইচ্ছা পোষণকারী যেনো তাড়াতাড়ি তা সমাপন করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে। তার ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।" – ইবনে মাজা

মুসলমান হয়ে হজ্জ্ব না করার পরিণতি ঃ

(٨٧) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رض) لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبْعَثَ رِجَالاً اِلٰى هٰذِهِ الْاَمْصَارِ فَيَنْظُرُوْا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ

www.pathagar.com

جِدَّةً وَلَمْ يَحُجَّ، فَيَضْرِبُوْا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ - منتقي

শব্দের অর্থ ঃ هَمَمْتُ 'হামামতু'–আমার ইচ্ছা হয়। اَبْعَثُ 'আমি পাঠাই। فَيَنْظُرُوْا 'ফাইয়ানজুরু'–খবর নেবে। لَمْ يَحُجَّ–কে হজ্জ্ব করেনি। فَيَضْرِبُوْا –ধার্য করবে। اَلْجِزْيَةَ. 'আলজিযইয়াতু' -জিযিয়া।

৮৭। হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়ড়ল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, "আমার ইচ্ছে হয় এসব শহরে লোক পাঠিয়ে খবর নিই। যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ্ব সমাপন করছে না তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করি। ওরা মুসলিম নয়, ওরা মুসলিম নয়।"

– মুনতাকী

ব্যাখ্যা ঃ 'মুসলিম' শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর উপর আত্মসমর্পণকারী। যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উপর আত্মসমর্পণ করেই থাকে, তাহলে হজ্জ্বের ন্যায় মহান ইবাদাত থেকে সে বিনা কারণে কি করে বিরত থাকতে পারে?

যাত্রা করার সাথে সাথেই হজ্জের ছওয়াব শুরু হয় ঃ

(٨٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِطَرِيْقِهٖ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَجْرَ الْغَازِيِ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ - مشكوة - ابوهريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ خَرَجَ 'মান খারাজা'–যে লোক বের হয়। حَاجًّا 'হাজ্জান'–হজ্জ্ব করার জন্য। مَاتَ 'মাতা'–মারা যায়। كَتَبَ اللّٰهُ 'কাতাবাল্লাহু'–আল্লাহ লিখে দিবেন। اَجْرًا 'আজরান'–ছওয়াব।

৮৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ্জ্ব, উমরাহ অথবা জিহাদের জন্যে বের হয়ে পথিমধ্যে ইন্তেকাল করে আল্লাহ তার জন্যে গাজী, হাজী অথবা উমরাহকারীর ছওয়াব নির্দিষ্ট করে দেন।"

–মিশকাত

www.pathagar.com

ব্যবহারিক বিষয়ক অধ্যায়

হালাল উপার্জন

স্বহস্তে উপার্জনের মর্যাদা ঃ

(৮৯) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَااَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ نَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ـ

ـ بخاري، مقدار بن معديكرب

শব্দের অর্থ ঃ مَااَكَلَ 'মা আকালা'–সে খায়নি। اَحَدٌ 'আহাদুন'–কোন ব্যক্তি। قَطُّ 'কাত্তুন'–কোন সময়। عَمَلٌ 'আমালুন'–কাজ, আমল। يَدَيْهِ 'ইয়াদাইহি'–তার হাত। كَانَ يَاْكُلُ 'কানা ইয়াকুলু'–তিনি খেতেন।

৮৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিজের পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার তোমাদের কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিশ্রমের ফলে উপার্জিত খাবার খেতেন। – বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মূল লক্ষ্য হলো মু'মিনদেরকে ভিক্ষাবৃত্তি এবং অন্যের নিকট হাতপাতা থেকে বিরত রাখা। "অন্যের উপার্জিত অর্থে জীবন নির্বাহ না করে নিজের উপার্জনের মাধ্যমে জীবন চালনা করাই উত্তম" শিক্ষা দেয়াও এ হাদীসের আরেকটি উদ্দেশ্য।

দোয়া কবুলের জন্য হালাল রিযিকের প্রভাব ঃ

(৯০) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا، وَاَنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَبِهِ

www.pathagar.com

الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا الرُّسُوْلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنٰكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اشْعَثَ اَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَمِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ ـ

ـ مسلم : ابو هريرة

শব্দের অর্থ ঃ طَيِّبٌ 'তাইয়্যেবুন'–পবিত্র। لَايَقْبَلُ 'লাইউকবালু'–তিনি কবুল করেন না। اَمَرَ 'আমারা'–হুকুম দিয়েছেন। اَلْمُرْسَلِيْنَ 'আলমুরসালীন'–রাসূলদের। اَلْمُؤْمِنِيْنَا 'আল মু'মিনীনা' –মু'মিনদের। كُلُوْا 'কুলূ'–তোমরা খাও। اَلطَّيِّبَاتُ 'আততাইয়্যিবাতু' –পবিত্র। يَمُدُّ 'ইয়ামুদ্দু'–লম্বা করে।

৯০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ পবিত্র ; পবিত্র নয় এমন কিছু তিনি গ্রহণ করেন না। আল্লাহ রাসূলগণকে যে নির্দেশ দিয়েছেন মু'মিনদেরকেও সেই নির্দেশই দিয়েছেন। তিনি বলেন, "ওহে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাবার খাও এবং নেক কাজ করো।" তিনি বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেয়া পবিত্র রিযিক খাও।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ পথ অতিক্রমকারী পথিকের কথা উল্লেখ করে বলেন, যে পবিত্র স্থানে পৌঁছে তার ধূলামাখা হাত দুটো উপরের দিকে তুলে বলে, 'হে আমার রব!' অথচ তার খাবার, পানীয়, পোশাক সবই হারাম। হারাম খেয়েই লালিত-পালিত। কিভাবে তার দোয়া গৃহীত হবে ?"– মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে প্রথমে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ বৈধ উপায় ব্যতীত অবৈধ অর্জিত সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করলে তা গ্রহণ করেন না। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, হারাম ও অবৈধ পন্থায় উপার্জনকারীর দোয়া আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না।

www.pathagar.com

হালাল-হারামের পরোয়া না করা ঃ

(٩١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايُبَالِي الْمَرْءُ مَااَخَذَمِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ - بخاري : ابو هريرة

শব্দের অর্থ ঃ يَاتِيْ 'ইয়াতি'–আসবে। لَايُبَالِيْ 'লাইউবালী'–বাছবে না। اَلْمَرْءُ 'আলমারাউ'–মানুষ। مَااَخَذَ 'মা আখাজা'–যা সে নিয়েছে।

৯১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা অর্থ উপার্জনে হালাল-হারাম বাছবে না।" – বুখারী

হারাম উপার্জনের পরিণতি ঃ

(٩٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَايَكْسِبُ عَبْدُ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلَّا كَانَ زَادُهُ اِلَى النَّارِ، اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُوْا السَّيِّءَ بِالسَّيِّءِ وَلٰكِنْ يَمْحُوا السَّيِّءَ بِالْحَسَنِ، اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُوا الْخَبِيْثَ - مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ لَايَكْسِبُ 'লাইয়াকসিবু' – সে উপার্জন করে না। فَيَتَصَدَّقُ 'ফাইয়াতাসাদ্দাকু'– তারপর সদকা করে। لَايُنْفِقُ 'লা ইউনফিকু'–খরচ করে না। زَادُهُ–'যাদুহু'–তার পাথেয়। لَايَمْحُوْا 'লা ইয়ামহু'–মিটান না।

৯২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না।

www.pathagar.com

প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে যে সম্পদ রেখে ইন্তেকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। – মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো, অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে কোন সৎকাজ করা হলে আল্লাহর নিকট তা সৎকাজ হিসেবে পরিগণিত হয় না। সৎকাজের জন্যে কাজের উদ্দেশ্য ও মাধ্যম উভয়টিই পবিত্র হওয়া দরকার।

চিত্র শিল্পীর উপার্জন ঃ

(٩٣) عَنْ سَعِيْدِبْنِ اَبِي الْحَسَنِ قَالَ، كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَاابْنَ عَبَّاسٍ اِنِّي رَجُلٌ اِنَّمَا مَعِيْشَتِيْ مِنْ صَنْعَةِ يَدِيْ وَاِنِّيْ اَصْنَعُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَاُحَدِّثُكَ اِلاَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَاِنَّ اللّٰهَ مُعَذِّبُهُ حَتّٰي يَنْفُخَ فِيْهِ الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا اَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاَصْفَرَّ وَ جْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنْ اَبَيْتَ اِلاَّ اَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ وَ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ - بخاري

শব্দের অর্থ ঃ جَاءَهُ رَجُلٌ 'জাআহু রাজুলু' – তার কাছে এক ব্যক্তি এসেছে, এলো। مَعِيْشَتِيْ 'মাইশাতী'–আমার রোজী-রোজগারের উপায়। صَنْعَةُ يَدِيْ 'সুনআতু ইয়াদী'–হাতের কাজ, হস্তশিল্প। اَلتَّصَاوِيْرُ 'আত্তাসবিরু'–চিত্রসমূহ। فَرَبَا 'ফারাবা'–ভয়ে শিউরে উঠলো। اِصْفَرَّ 'ইসফাররা'–চেহারা মলিন হয়ে গেলো। وَيْحَكَ 'ওয়াইহাকা'–তোমার জন্য দুঃখ। اِنْ اَبَيْتَ 'ইন আবাইতা'–যদি একান্ত করতেই হয়। اَلشَّجَرُ 'অশ্‌শাজারু'–গাছপালা।

www.pathagar.com

৯৩। সাঈদ ইবনে আবুল হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। একদা আমরা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে এসে বললো, "হে ইবনে আব্বাস! আমি একজন চিত্রশিল্পী। চিত্রশিল্পই আমার রুজি-রোজগারের উপায়। আমি এসব চিত্র তৈরি করি।" ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, "আমি তোমাকে তাই বলবো যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর ছবি আঁকবে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাতে রূহ সৃষ্টি করে দিতে না পারে। অথচ এ কাজ সে কখনো করতে পারবে না।" একথা শুনে ঐ ব্যক্তি ভয়ে শিউরে উঠলো এবং তার চেহারা মলিন হয়ে গেলো। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, যদি একাজ তোমাকে একান্তই করতে হয়, তাহলে গাছপালা এবং এমন সব জিনিসের ছবি আঁকো যেগুলোর রূহ নেই।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ চিত্রশিল্পীর মনে তার উপার্জন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিলো বলেই তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এসেছিলেন। লোকটি যে মু'মিন ছিলেন এটাই তার প্রমাণ। যদি তার মনে আল্লাহর ভয় না থাকতো এবং হালাল উপার্জনের চিন্তা না থাকতো তাহলে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট তিনি আসতেনই না। যাদের অন্তরে আখিরাতের জবাবদিহির ভয় নেই তারা কখনও হালাল-হারামের পরোয়া করে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য

সততাপূর্ণ ব্যবসা ঃ

(٩٤) عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ (رضـ) قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُوْرٍ - مشكوة

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ اَلْكَسْبُ 'আল কাস্‌বু'–উপার্জন। اَطْيَبُ 'আতইয়াবু'–বেশি পবিত্র, উত্তম। عَمَلُ 'আমালু'–কাজ। اَلرَّجُلُ 'আররাজুলু'–ব্যক্তি। بِيَدِهٖ 'বেইয়াদিহী' –নিজ হাতের। بَيْعٌ 'বইউন' –ব্যবসা। مَبْرُوْرٌ 'মাবরূরুন'–মিথ্যা ও ধোঁকামুক্ত পবিত্র।

৯৪। রাফে ইবনে খোদাইজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ উপার্জন উত্তম ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ব্যক্তির নিজের হাতের উপার্জন এবং সৎ ব্যবসা।"–মিশকাত

ক্রয়-বিক্রয়ে সদাচারের হুকুম ঃ

(٩٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا شَتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى - بخاري : جابر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ سَمْحًا 'সামহান'–নমনীয়, উদার। اِذَا 'ইযা'–যখন। بَاعَ 'বাআ'–বিক্রিয়ে। اِشْتَرٰى–ক্রয়ে। اِقْتَضٰى 'ইকতাযা'–পাওনা আদায়ে।

৯৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ঐ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ রহম-করুণা, যে ক্রয়-বিক্রয় এবং পাওনা আদায়ে নমনীয়।" –বুখারী

সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীর মর্যাদা ঃ

(٩٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ -
- ترمذي : ابو سعيد خدري رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلتَّاجِرُ 'আততাজিরু'–ব্যবসায়ী। اَلصَّدُوْقُ 'আসসুদুকু' – সত্যবাদী। اَلْاَمِيْنُ 'আলআমীনু'–আমানাতদার।

www.pathagar.com

৯৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার ব্যবসায়ী (আখিরাতে) নবী, সিদ্দীক এবং শহীদদের সঙ্গে থাকবে।"–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য যদিও দুনিয়াদারীর কাজ কিন্তু এতেও যদি সততা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন করা যায় তাহলে এটাও ইবাদাত বলে গণ্য হয়ে থাকে। এ শ্রেণীর ব্যবসায়ীদেরকে আল্লাহ ঐ মর্যাদা ও পুরস্কার প্রদান করবেন, যে মর্যাদা ও পুরস্কার তিনি তাঁর পবিত্র বান্দা, নবী, রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদগণকে প্রদান করবেন।

আল্লাহর ঐ মু'মিন বান্দাদেরকে সিদ্দীক বলা হয় যারা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সততা অবলম্বন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন। আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে কৃত ওয়াদা আজীবন পালন করেছেন এবং যাদের কথায় ও কাজে সারা জীবনেও কোন বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়নি।

আল্লাহভীরু ব্যবসায়ীদের পরিণাম ঃ

(٩٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، اِلاَّ مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ ـ

ـ ترمذي : رِفَاعة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلتُّجَارُ 'আত্তুজারু'–ব্যবসায়ীগণ। يُحْشَرُوْنَ 'ইউহশারূনা' –তাদেরে একত্রিত করা হবে। فُجَّارًا 'ফুজ্জারান'–পাপী হিসাবে।

৯৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মুত্তাকী, সত্যাশ্রয়ী এবং সত্যবাদী ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যান্য সব ব্যবসায়ীকে শেষ বিচারের দিন বদকার ব্যবসায়ীরূপে উঠানো হবে।" – তিরমিযী

অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে ব্যবসায়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায় ঃ

(٩٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ ـ مسلم : ابو قتادة رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ اِيَّاكُمْ 'ইয়্যাকুম' – তোমরা বিরত থাকো। اَلْبَيْعُ 'আল বাইয়্' – বেচাকেনায়। كَثْرَةٌ – বেশি, বেশি।

৯৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বেচাকেনায় বেশি বেশি কসম করা থেকে বিরত থেকো। কেননা এ হলফ বা শপথ সাময়িকভাবে সমৃদ্ধি ঘটালেও শেষাবধি তা বরবাদ করে দেয়।"–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ব্যবসায়ী যদি নিজের পণ্যের মান ও মূল্য সম্পর্কে কসম খেয়ে ক্রেতাগণের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে তা হলে সাময়িকভাবে তা ফলপ্রসু হতে পারে। বিক্রয়ও বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু ক্রেতাগণ যদি পরবর্তীকালে বুঝতে পারে যে, মূল্য ও মান সম্পর্কে বিক্রেতা তাকে কসমের মাধ্যমে প্রতারিত করেছে তাহলে সে দোকানে আর কেউ মাল কিনতে যাবে না। এভাবে প্রতারণাকারীর ব্যবসা মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।

ব্যবসায় মিথ্যা শপথ ঃ

(٩٩) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لاَّ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ، قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ الْمُسْبِلُ، والْمَنَّانُ والْمُنْفِقُ صِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ ـ مسلم : ابو ذر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لاَيُكَلِّمُهُمْ 'লা-ইউকাল্লিমুহুম'–তাদের সাথে কথা বলবেন না। لاَيَنْظُرُ 'লা-ইয়ানজুরু'–তাকাবেন না। اِلَيْهِمْ 'ইলাইহিম'–তাদের দিকে। لاَيُزَكِّيْهِمْ 'লা ইউযাক্কীহিম'–তাদেরে পবিত্র করবেন না। عَذَابٌ 'আযাবুন'–শাস্তি। اَلِيْمٌ–'আলীমুন'–যন্ত্রণাদায়ক। اَلْمُسْبِلُ 'আলমুসবিলু' – টাখনুর নিচে। اَلْمَنَّانُ 'আলমান্নানু'–খোঁটাদানকারী, উপকারের কথা বলে বেড়ানোকারী। اَلْحَلْفُ 'আল হালফু'–কসম, সপথ।

www.pathagar.com

৯৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ শেষ বিচারের দিন তিন প্রকারের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবুযর গিফারী জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, ঐসব ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত লোক কারা ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে গর্বভরে টাখনুর নিচ পর্যন্ত কাপড় পরিধান করে। যে কারো উপকার করে তা বলে বেড়ায়। যে মিথ্যা কসম করে ব্যবসায় সমৃদ্ধি ঘটায়।" –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কথা না বলার অর্থ এই যে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও নারাজ হবেন। তার সঙ্গে স্নেহ ও কোমল ব্যবহার করবেন না। মানুষের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত সর্বদাই ঘটে থাকে। কেউ কারো প্রতি নারাজ হলে তার দিকে তাকায় না। তার সঙ্গে কথাও বলে না।

যারা পায়জামা কা লুঙ্গী অহংকার ও দম্ভ সহকারে পায়ের টাখনুর নিচে ছেড়ে দিয়ে পরিধান করে শুধু তাদের জন্যেই এ শাস্তির ঘোষণা। অপর পক্ষে যারা টাখনুর নিচে ছেড়ে দিয়ে জামা-কাপড় পরিধান করে, তবে অহংকার ও দম্ভের জন্যে নয় তাদের জন্যেও এ কাজ গর্হিত এবং পাপ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনগণকে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করতে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যারা অহংকার ও দম্ভ প্রদর্শনের জন্যে টাখনুর নিচে জামা-কাপড় পরে না তারাও গুণাহগার। তবে প্রথমোক্ত লোকের চেয়ে তার গুনাহ হালকা হবে। একথা সত্য যে, মু'মিনের নিকট কোন অপরাধই ছোট নয়। কোন গুনাহকেই সে হালকা মনে করে উপেক্ষা করতে পারে না। কারণ অনুগত দাসের নিকট মনিবের সামান্য অসন্তুষ্টিও কিয়ামত তুল্য মনে হয়ে থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সাদকা ঃ

(١٠٠) عَنْ قَيْسِ اَبِيْ غَرْزَةَ (رض) قَالَ، كُنَّا نُسَمّٰي فِيْ عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ اَحْسَنُ فَقَالَ

www.pathagar.com

يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ ـ

শব্দের অর্থ ঃ كُنَّا نُسَمّٰى 'কুন্না নুসাম্মা'–আমাদের নাম রাখা হয়েছিলো। اَلسَّمَاسِرَةُ 'আসসামাসিরাতু'–দালাল, ফড়িয়া। فَسَمَّانَا 'ফাসামমানা' –এরপর আমাদের নাম রাখলেন। يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ 'ইয়া মারাশারাত তুজারি'–হে ব্যবসায়ীর দল। فَشُوْبُوْهُ 'ফাসুবুহু'–মিশিয়ে নাও।

১০০। কায়েস আবু গারযাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমাদের ব্যবসায়ীদেরকে দালাল বা ফড়িয়া বলে ডাকা হতো। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় এর চেয়ে উত্তম নামে আমাদেরকে আখ্যায়িত করলেন। তিনি বললেন ঃ "হে ব্যবসায়ীগণ! ব্যবসায় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও শপথ করার খুবই সম্ভাবনা। কাজেই তোমরা তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে দান মিশ্রিত করো।" – আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথার উদ্দেশ্য হলো, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবেই নানা রকম বাজে ও অর্থহীন কর্থাবার্তা হয়ে থাকে। কোন কোন সময় ব্যবসায়ীরা মিথ্যামিথ্যি কসমও খেয়ে বসে। এ সমস্ত বাজে কথা ও মিথ্যা কসম সবগুলোই পাপ। এ পাপ মোচনের জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীগণকে দান খয়রাত ও সাদকা করার অভ্যাস গঠন করার জন্যে আদেশ করেছেন। কেননা দান-খয়রাত ও সাদকার দ্বারা ছোট ছোট অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফ্ফররা হয়ে থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন ঃ

(١٠١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ، اِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيْتُمْ اَمْرَيْنِ هَلَكَ فِيْهِمَا الْاُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ ـ ترمذى : اِبْنُ عَبَّاسٍ رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ لِاَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ 'লিআসহাবিল কাইলে ওয়াল মিজানি'–ওজন দানকারী ও পরিমাপকারীদের। قَدْ وُلِّيْتُمْ 'কাদ উল্লীতুম'–দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। اَمْرَيْنِ 'আমরাইনি'–দুটি কাজের। هَلَكَ 'হালাকা'–ধ্বংস হয়েছে :

১০১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজন দানকারী ও পরিমাপকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমাদের উপর এমন দু'টো দায়িত্ব ন্যস্ত, যার অপব্যবহারের জন্যে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হয়ে গেছে। – তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তোমরা যদি ব্যবসায়ের সামগ্রী ওজন করার বেলায় শঠতা অবলম্বন করো। ক্রয় করার বেলায় ওজনে বেশি নাও, বিক্রয় করার সময় ওজনে কম দাও। তাহলে এটা তোমাদের জন্যে মারাত্মক ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা কুরআন মজীদে ঐ সমস্ত জাতির ধ্বংসের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা ওজনে কম-বেশি করতো তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো হয়েছিলো। কিন্তু তারা আল্লাহর হুকুম না মেনে ধ্বংস হয়ে গেলো।

মওজুদদারীর নিষিদ্ধতা ঃ

(١٠٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ -

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ 'মান'–কে। اِحْتَكَرَ 'ইহতাকারা'–মওজুদ করলো। خَاطِئٌ 'খাতিয়ুন'–গুনাহগার।

১০২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে মওজুদ করলো সে গুনাহগার।"

ব্যাখ্যা ঃ মওজুদদারীর অর্থ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্যে বাজারে না ছেড়ে মূল্যবৃদ্ধির আশায় গুদামজাত করে রাখা। চূড়ান্ত পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধির পর বাজারে ছেড়ে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। সাধারণত

www.pathagar.com

ব্যবসায়ীগণ এ রকম মানসিকতাই পোষণ করে। এ মনোভাবের কারণে মানুষের মন নির্দয় ও পাথরের ন্যায় কঠিন হয়ে যায়। অথচ ইসলাম মানব জাতির সঙ্গে দয়া-মায়া ও কোমলতার আচরণ করার শিক্ষা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীগণের মনে নিষ্ঠুর মানসিকতা সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করার জন্যেই মওজুদদারীর বিরুদ্ধে এ নির্দেশ জারি করেছেন।

আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মওজুদদারী নিষিদ্ধ করেছেন তা শুধু মাত্র খাদ্যসামগ্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যদি ব্যবসায়ীগণ মওজুদ করে রাখে তবে তা এ নির্দশের আওতায় আসবে না। অপর পক্ষে তাঁদের মধ্যে আরেক দল মনে করেন, এ নির্দেশ শুধু খাদ্য সামগ্রীর বেলাতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও যদি কেউ মূল্যবৃদ্ধির আশায় মওজুদ করে রাখে তবে সে গুণাহগার হবে। শাস্তির যোগ্য হবে। গ্রন্থকারের মতে দ্বিতীয় দলের কথাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বাকি আল্লাহই ভাল জানেন।

মওজুদদারের উপর অভিশাপ ঃ

(١٠٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ - سنن ابن ماجه

শব্দের অর্থ ঃ اَلْجَالِبُ 'আলজালিবু'–নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা সময়ে বাজারে সরবরাহ করে, মওজুদ করে রাখে না। مَرْزُوْقٌ 'মারযুকুন'–সে আল্লাহর ফজল পাবার যোগ্য। اَلْمُحْتَكِرُ 'আল মুহতাকিরু'–মওজুদদার। مَلْعُوْنٌ 'মালউনুন'–অভিশপ্ত।

১০৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মওজুদ করে রাখে না সে আল্লাহর রহমত ও ফজল পাবার যোগ্য। আর যে ব্যক্তি ওসব মওজুদ করে রাখে সে অভিশপ্ত।"

– সুনানে ইবনে মাজা

www.pathagar.com

মওজুদদারের বদ স্বভাব ঃ

(١٠٤) عَنْ مُعَاذٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ اِنْ اَرْخَصَ اللّٰهُ الْاَسْعَارَ خَزِنَ وَاِنْ اَغْلاَ هَا فَرِحَ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ بِئْسَ 'বি'সা'–খারাপ, ঘৃণ্য। اَرْخَصَ 'আরখাসা'–কমিয়ে দিবেন। اَلْاَسْعَارُ 'আল আসআরু'–দাম। حَزِنَ 'হাজিনা'–চিন্তিত হয়। اَغْلاَهَا 'আগলাহা'–দাম বেড়ে গেলে। فَرِحَ 'ফারিহা'–উৎফুল্ল হয়ে যায়।

১০৪। মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মওজুদদার বড্ড খারাপ ও ঘৃণ্য লোক। আল্লাহ দ্রব্যাদির দাম কমিয়ে দিলে এরা চিন্তিত হয়ে পড়ে আর দ্রব্যাদির মূল্য বেড়ে গেলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে।

– মিশকাত

পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন না করা ঃ

(١٠٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَّبِيْعَ شَيْئًا اِلاَّ بَيَّنَ مَافِيْهِ، وَلاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ يَعْلَمُ ذَالِكَ اِلاَّ بَيَّنَهُ ـ

ـ منتقى : وَاثِلَةُ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لاَيَحِلُّ 'লা-ইয়াহিল্লু'–হালাল নয়। اَنْ يَّبِيْعَ 'আঁইবিয়া–বিক্রি করা। بَيَّنَ 'বাইয়্যানা'–বলে দেয়, গোপন না করে। مَافِيْهِ 'মা ফিহি'–এতে যে ত্রুটি আছে। يَعْلَمُ 'ইয়ালামু'–যাতে সে জানে।

১০৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ত্রুটিযুক্ত পণ্যের ত্রুটি না জানিয়ে তা বিক্রি করা নাজায়েয। ত্রুটি জানা সত্ত্বেও তা পরিষ্কার বলে না দিয়ে গোপন রাখা অবৈধ। – মুনতাকী

ব্যাখ্যা ঃ মালপত্র বিক্রি করার সময় খরিদ্দারের নিকট জিনিসের দোষ-ত্রুটির কথা গোপন না রেখে খুলে বলে দেয়ার জন্য এ হাদীসে

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী মহলকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে মাল-পত্র ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যদি এমন কোন ব্যক্তি সেখানে থাকে, যে ব্যক্তি মালের দোষত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তা খরিদদারকে জানিয়ে দেয়া তার দায়িত্ব।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে এক ব্যবসায়ীর নিকট দিয়ে যাবার সময় দেখলেন, সে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করছে। স্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে পেলেন তা ভিজা। কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বললো, বৃষ্টিতে মাল ভিজে গিয়েছিলো। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ভিজাগুলো উপরে রাখলে না কেন?"

একথা বলে তিনি ঘোষণা করলেন "যারা আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।"

ধার-কর্জ

অসচ্ছল কর্জদারকে সময় দানের ছওয়াব ঃ

(١٠٦) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ اِذَا اَتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزَا عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا ـ قَالَ فَلَقِيَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ ـ

ـ بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يُدَايِنُ 'ইউদায়িনু'–ধার, কর্জ দিতো। يَقُوْلُ 'ইয়াকুলু'–সে বলতো। لِفَتَاهُ 'লিফাতাহু'–কর্জ আদায়কারীকে। مُعْسِرًا 'মুসিরান'–অভাবী, দেনাদার। تَجَاوَزْعَنْهُ 'তাজাওয়ায আনহু'–তাকে মাফ করে দিয়ো। فَتَجَاوَزَ عَنْهُ 'ফাতাজাওয়াযা আনহু'–অতএব তাকে মাফ করে দেন।

১০৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক লোক মানুষকে কর্জ দিতো। তারপর সে কর্জ আদায় করার জন্য লোক পাঠাতো।

www.pathagar.com

সে তার আদায়কারীকে বলতো, 'অভাবী দেনাদারকে মাফ করে দিয়ো। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন।' এ ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌছলো, আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।

–বুখারী, মুসলিম

(١٠٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُّعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ ـ مسلم : اَبُوْ قَتَادَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ 'মান'–যে ব্যক্তি। سَرَّهُ 'সাররাহু'–যার আনন্দ লাগে। اَنْ يُّنْجِيَهُ 'আই-ইউনজিয়াহু'–বাঁচিয়ে রাখাতে, মুক্ত করাতে। كُرَبٌ 'কুরাবুন'–দুর্ভাবনা, বিপদ। فَلْيُنَفِّسْ 'ফালইউনাফফিস'–দেনাদারকে সুযোগ দেয়, মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। مُعْسِرٍ 'মুসিরিন'–দুর্দশাগ্রস্ত।

১০৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন দুর্ভাবনা থেকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখাতেই যে ব্যক্তি বেশি খুশি হয় সে যেনো দেনাদারকে সুযোগ দেয় অথবা তার উপর থেকে দেনার বোঝা নামিয়ে নেয়। অর্থাৎ দেনাদারের উপর দয়া করে। –মুসলিম

কোন মুসলমান ভাইয়ের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া ঃ

(١٠٨) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ هَلْ عَلٰي صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَّفَاءٍ ؟ قَالُوْا لَا قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ، قَالَ عَلِيٌّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ (رضـ) عَلَّى دَيْنُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰي عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَّعْنَاهُ، وَقَالَ فَكَّ اللّٰهُ رِهَانَكَ مِنَ النَّارِ كَمَا فَكَكْتَ

www.pathagar.com

رِهَانَ اَخِيْكَ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ يَّقْضِيْ عَنْ اَخِيْهِ دَيْنَهُ اِلاَّ فَكَّ اللّٰهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ شرح السنة

শব্দের অর্থ ঃ اُتِىَ 'উতিয়া'–আনা হলো। بِجَنَازَةٍ 'বেজানাযাতিন'–এক জানাযা। عَلٰى صَاحِبِكُمْ 'আলা সাহিবিকুম'–তোমাদের সাথীর উপর। دَيْنٌ 'দাইনুন'–ঋণ, কর্জ। هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَفَاءٍ 'হাল তারাকা লাহু মিন ওয়াফায়িন'–ঋণ পরিশোধের কোন ব্যবস্থা রেখে গেছে কি ? عَلَىَّ 'আলাইয়্যা'–দায়িত্ব আসার উপর। فَكَكْتَ 'ফাকাকতা'–তুমি মুক্ত করলে। يَقْضِىْ 'ইয়াকযী' – ঋণ পরিশোধ করবে।

১০৮। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাযার জন্যে একজন মৃত ব্যক্তিকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "এ ব্যক্তির কি কোন ঋণ আছে ?" জবাবে বলা হলো, "হ্যাঁ, আছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "ঋণ শোধ করার মতো সম্পদ কি সে রেখে গেছে ?" জবাবে বলা হলো, "না, রেখে যায়নি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা এ ব্যক্তির জানাযা পড়ো, আমি পড়বো না।" এ অবস্থা দেখে আলী ইবনে আবু তালিব বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ ব্যক্তির ঋণ আদায়ের ভার নিচ্ছি।" এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়লেন। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আলী, আল্লাহ তোমাকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, যেভাবে তুমি তোমার একজন মুসলিম ভাইকে আগুন থেকে বাঁচালে। যে মুসলিম অপর মুসলিমের ঋণ পরিশোধ করে দেবে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।"

কিয়ামতের দিন দেনাদারের ক্ষমা নেই ঃ

(١٠٩) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلاَّ الدَّيْنَ ـ مسلم : عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ يُغْفَرُ 'ইউগফারু'–মাফ করে দেয়া হবে। لِلشَّهِيْدِ 'লিশ শহীদি'–শহীদের জন্য। ذَنْبٌ 'যাম্বুন'–গুনাহ। اَلدَّيْنُ 'আদ্দাইনু'–ঋণ।

১০৯। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শহীদের সব গুণাহই মাফ করে দেয়া হবে। মাফ হবে না শুধু ঋণ।" –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরে বর্ণিত উভয় হাদীসেই ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার গুরুত্বের কথা অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। এমন কি যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে শাহাদত বরণ করে তারও যদি এমন ঋণ থেকে থাকে যা আদায় করা হয়নি, তবে তাকেও আল্লাহ মাফ করবেন না। কেননা এটা মানুষের হক বা অধিকার। আল্লাহর হক নয়। এমতাবস্থায় ঋণদাতা যদি মাফ করে না দেয় তবে আল্লাহ তা মাফ করবেন না।

যদি দেনাদারের ঋণ আদায় করার নিয়্যাত থাকে এবং তা পরিশোধ করার পূর্বেই সে মারা যায় তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঋণদাতাকে ডেকে বলবেন, "যদি তুমি তাকে মাফ করে দাও তবে তার পরিবর্তে তোমাকে জান্নাত প্রদান করা হবে।" তখন পাওনাদার তাকে মাফ করে দেবেন। অপর পক্ষে যদি কোন দেনাদার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অপরের পওনা ঋণ আদায় না করে এবং জীবিত থাকা অবস্থায় পাওনাদারের নিকট থেকে মাফ না নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন তার ক্ষমা লাভের কোন উপায়ই থাকবে না।

ঋণ পরিশোধের উত্তম পন্থা ঃ

(١١٠) عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ : اِسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ اِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ قَالَ اَبُوْ رَفِعٍ، فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ لَااَجِدُ اِلاَّ جَمَلاً جِيَارًا رُبَاعِيًا، فَقَالَ رَسُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ـ مسلم

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ اِسْتَسْلَفَ 'ইস্তাসলাফা'–ঋণ গ্রহণ করা। بَكْرًا 'বাকরান' –কম বয়সী উট। فَاَمَرَنِىْ 'ফাআমারানী'–তিনি আমাকে হুকুম দিলেন। اَنْ اَقْضِىَ 'আন আকযিয়া'–ঋণ পরিশোধ করার। اَعْطِهِ 'আ'তিহি' –তুমি তা দিয়ে দাও। خَيْرُالنَّاسِ 'খাইরুন্নাসে'–উত্তম ব্যক্তি।

১১০। আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের কাছ থেকে একটি কম বয়সী উট ঋণ হিসেবে গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁর কাছে যাকাতের উট এলো। তিনি আমাকে হুকুম দিলেন, "ঐ ব্যক্তির কম বয়সী উটটি পরিশোধ করে দাও।" আমি বললাম, "উটগুলোর মধ্যে মাত্র একটি ৭ বছরের উটই আছে যা খুবই উত্তম।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওটাই তাকে দিয়ে দাও। কেননা সে ব্যক্তিই উত্তম, যে উত্তম মাল দিয়ে ঋণ শোধ করে।" –মুসলিম

সচ্ছল ব্যক্তির দেনা আদায়ের টালবাহানা করা অন্যায় ঃ

(١١١) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَاِذَ اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مِلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ ـ

ـ بخارى، مسلم : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَطْلٌ 'মাতালুন'–গড়িমসি। اَلْغَنِىُّ 'আল গানীয়্যু'–ধনী। اُتُّبِعَ 'উত্তুবিয়া'–পাওনা আদায়ের জন্য কারো কথা বলে দেয়, বরাত দেয়। اَحَدٌ 'আহাদুন'–কেউ। فَلْيَتْبَعْ 'ফালইয়াত্তাবে'–তার থেকে পাওনা আদায় করা উচিত।

১১১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সক্ষম দেনাদারের পক্ষে কর্জ আদায়ের ব্যাপারে গড়িমসি করা অন্যায়। যদি দেনাদার পাওনাদারকে কোন ব্যক্তির নিকট থেকে পাওনা আদায় করার

www.pathagar.com

জন্যে বলে দেয়, তবে ঐ ব্যক্তির কাছ থেকেই পাওনা আদায় করে নেয়া উচিত। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ দেনাদারের নিকট যদি দেনা আদায় করার মতো কোন টাকা-পয়সা না থাকে এবং সে যদি বলে যে, অমুকের নিকট থেকে টাকা নিয়ে নিন। তার সাথে আমার কথা হয়েছে। আপনি গেলেই দিয়ে দেবে। তাহলে পাওনাদারের পক্ষে সে লোকের নিকট যাওয়াই উচিত। "তুমি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছো, আমি তোমার নিকট থেকেই উশুল করবো" একথা বলা ঠিক হবে না।

ঋণ আদায়ে নিয়্যাতের প্রভাব ঃ

(١١٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَ هَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلاَ فَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ بخارى : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يُرِيْدُ 'ইউরিদু'–নিয়্যাত করে। اَدَّى 'আদ্দা'–তা শোধ করে দেবেন। مَنْ اَخَذَ–'মান আখাযা'–যে ব্যক্তি কর্জ নেয়। اِتْلاَفَهَا 'ইতলাফাহা'–ধ্বংস করে দেয়।

১১২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কর্জ নেয় এবং আদায় করার নিয়্যাত রাখে। আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তা শোধ করে দেবেন। যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কর্জ নেয় এবং তা আদায় করার নিয়্যাত রাখে না। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেবেন। –বুখারী

টাল-বাহানার আইনানুগ দণ্ড ঃ

(١١٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ ـ ابو داؤد : شَرِيْدُ الصُّلَمِ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ لَيٌّ 'লাইয়্যুন'–গড়িমসি। اَلْوَاجِدُ 'আলওয়াজিদু'–ঋণ শোধে সক্ষম ব্যক্তি। يَحِلُّ 'ইয়াহিল্লু'–হালাল করে দেয়। عِرْضَهُ 'ইরদাহু'–মান-সম্মান।

১১৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সক্ষম ব্যক্তির কর্জ আদায়ে গড়িমসি তার মানহানী ও শাস্তিকে বৈধ করে দেয়। -আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ মানহানী বৈধ করে দেয়ার অর্থ, যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পাওনাদারের টাকা আদায়ে গড়িমসি ও টাল-বাহানা করে। সময় ক্ষেপন করে। তাকে এ অপরাধের জন্য সমাজের চোখে নীচ ও হেয়প্রতিপন্ন করে দেয়া যেতে পারে। আইনগতভাবে (দৈহিক ও আর্থিক) দণ্ডও দেয়া যেতে পারে। যদি দেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়ে যায় এবং উপরোক্ত অপরাধে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। তাহলে বিচারক তাকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা অন্য কোন উপায়ে তাকে লাঞ্ছিত করার ব্যবস্থাও নিতে পারেন।

ছিনতাই ও আত্মসাৎ

যুলুমের শাস্তি ঃ

(١١٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ - بخارى، مسلم : سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رضـ -

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ اَخَذَ 'মান আখাজা'–যে দখল করে। شِبْرًا 'শিবরান'–এক বিঘত। ظُلْمًا 'যুলমান'–যুলুম করে, অন্যায়ভাবে। يُطَوَّقُهُ 'ইউত্তায়েকুহু'–তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

১১৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কারো সামান্য পরিমাণ জমিও অন্যায়ভাবে দখল করে নেয়। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ সাত তবক জমি তার গলায় ঝুঁলিয়ে দেবেন। –বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

জবরদস্তির অবৈধতা ঃ

(١١٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ لاَ تَظْلِمُوْا، اَلاَ لاَيَحِلُّ مَالُ امْرِيءٍ اِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ - بيهاقي

শব্দের অর্থ ঃ اَلاَ 'আলা'–সাবধান। لاَيَحِلُّ 'লাইয়াহিল্লু'–হালাল নয়, বৈধ নয়। مَالُ امْرِئٍ 'মালু ইমরায়িন'–কোন মানুষের সম্পদ, কারো মাল। بِطِيْبِ نَفْسٍ 'বিতিবি নাফসিন'–স্বেচ্ছায়, সন্তুষ্ট চিত্তে।

১১৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "খবরদার! তোমরা কারো উপর যুলুম করো না। কারো সম্পদ জোর করে নিয়ে নেয়া বৈধ নয়। তবে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার সম্পদ দিয়ে দেয় তা ভিন্ন কথা।"
–বায়হাকী

(١١٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَ الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالْكَفِيْلُ غَارِمٌ -

- ترمذي : اَبُوْ اُمَامَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلْعَارِيَةُ 'আল আরিয়াতু'–ধার নেয়া। اَلْمِنْحَةُ 'আল মিনহাতু'– ধার নেয়া দুধালো উট। । مُقْضًى 'মাকযা'–পরিশোধযোগ্য।

১১৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরিয়াত (ধার) শোধ করতে হবে। মিনহা (ধার নেওয়া দুধালো উট) ফেরত দিতে হবে। ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যে ব্যক্তি জামিন হবে তাকে জামানত আদায় করতে হবে। –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ 'আরিয়াত' অর্থাৎ কারো নিকট থেকে কোন জিনিস কিছু সময়ের জন্য চেয়ে নেয়া। দা-কুঠার-খন্তা ইত্যাদি কিছু সময়ের জন্যে হাওলাত নেয়া হয়। এ সমস্ত জিনিস কারো নিকট থেকে নিলে সময় মতো ফেরত দিতে হবে।

'মিনহা' অর্থ দুধালো উট। আরবদেশে এ নিয়ম প্রচলিত ছিলো। সম্পদশালী লোকজন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীগণকে

www.pathagar.com

দুধ খাবার জন্যে নিজেদের দুধালো উট কিছু দিনের জন্যে দিয়ে দিতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ইরশাদের অর্থ হলো, দুধ খাবার জন্যে যদি কেউ কাউকে কোন জানোয়ার প্রদান করে দুধ খাবার পর তা ফেরত দিতে হবে। কেননা তাও ঋণ। ঋণ পরিশোধ করতেই হবে। ধার নিয়ে কখনো তা আত্মসাৎ করা যাবে না। আবার কেউ যদি কোন কিছুর জন্যে জামিন হয় তবে তা তাকে আদায় করতে হবে।

বিশ্বাসঘাতকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ ঃ

(١١٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدِّ الْاَمَنَةَ اِلٰي مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ـ ترمذي : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَدِّ 'আদ্দি'–ফিরিয়ে দেয়া। اِئْتَمَنَكَ–'ইতামানাকা'–তোমার কাছে রাখা আমানত। خَانَكَ 'খানাকা'–তোমার সাথে খিয়ানতকারী।

১১৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমানত ফিরিয়ে দাও। কোন ব্যক্তি তোমার সাথে খিয়ানাত করলে তুমি তার সাথে খিয়ানাত করো না।– তিরমিযী

প্রতারণায় শয়তানের আগমন ঃ

(١١٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (وفي رواية) وَجَاءَ الشَّيْطَانُ ـ

ـ ابوداؤد : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَنَا ثَالِثُ 'আনা সালিসুন' –আমি তৃতীয়। اَلشَّرِكَيْنِ 'আশশারীকাইনে'–দুই শরীক। مَالَمْ يَخُنْ 'মালাম ইয়াখুন'–যতক্ষণ খিয়ানত না করে।

১১৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, দু'জন অংশীদার যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরের স্বার্থ

www.pathagar.com

খয়ানত না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের সাথে তৃতীয় অংশীদার থাকি। যখন তারা পরস্পরের স্বার্থ খিয়ানত করে আমি সরে দাঁড়াই। (কোন কোন বর্ণনায়) তখন শয়তান এসে হাজির হয়। –আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের সারমর্ম হলো, কোন যৌথ কারবারের অংশীদারগণ যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরের স্বার্থ দেখাশোনা ও সংরক্ষণ করতে থাকে। কেউ কারো বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেন। রহমত দান করতে থাকেন। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও কল্যাণ এবং ব্যবসায়েও উন্নতি দিতে থাকেন। অপর পক্ষে তাদের কেউ যদি দুষ্টমতি হয়ে যায় এবং একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাহলে সেখান থেকে আল্লাহর রহমত ও বরকত উঠে যায়। শয়তানের আগমন ঘটে। শয়তান তাদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

চাষাবাদ ও বাগ-বাগিচা

কৃষকের সাদকা ঃ

(١١٩) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا اَوْيَغْرِسُ غَرْسًا فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْاِنْسَانٌ اَوْبَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَزْرَعُ 'ইয়াযরাউ'–কৃষি কাজ করে। يَغْرِسُ 'ইয়াগরুসু' –চারা লাগায়। فَيَاْكُلُ 'ফাইয়াকুলু'–এরপর খায়। بَهِيْمَةٌ 'বাহীমাতান' –চারপায়া জন্তু।

১১৯। আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমের খেত-খামার এবং গাছ-পালার যেসব অংশ পাখি, মানুষ বা কোন পশু খেয়ে ফেলে তা সাদকা বা দানে পরিণত হয়। –(মুসলিম)

www.pathagar.com

অভিশপ্ত বান্দা ঃ

(١٢٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَةٍ لَقَدْ اُعْطِيَ بِهَا اَكْثَرَ مِمَّا اُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَلْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِيْ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ لَّمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ - بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ ثَلاَثَةٌ 'সালাছাতুন'–তিন ব্যক্তি। لاَيُكَلِّمُهُمُ 'লা-ইউকাল্লিমুহুমু'–তাদের সাথে কথা বলবেন না। لاَيَنْظُرُ 'লাইয়ানযুরু'–তিনি তাকাবেন না। حَلَفَ 'হালাফা'–সে হলফ করেছে, শপথ করেছে। سِلْعَةٌ 'সিলআতুন'–পণ্য। اُعْطِيَ 'উতিয়া'–দেয়া হয়েছে। كَاذِبَةٌ–মিথ্যা। اَمْنَعُكَ 'আমানাউকা'–আমি আটকে রাখবো।

১২০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তিন ধরনের মানুষের সাথে কথা বলবেন না। তাদের দিক তাকাবেন না। তারা হচ্ছে, যে মিথ্যা হলফ করে কোন ব্যবসায় বেশি মুনাফা লুটে। যে সালাতুল আসরের পর হলফ করে কোন মুসলিমের সম্পদ নিয়ে নেয় এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণে পানি আটকে রাখে। শেষ বিচারের দিন শেষোক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ বলবেন, তুমি যেভাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণে পানি আটকে রেখেছিলে সেভাবে আমি আজ আমার কল্যাণকে আটকে রাখবো। এ পানি তো তোমার তৈরি ছিলো না। –বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

শ্রমিকের মজুরী

মজুর বা শ্রমিকের অধিকার ঃ

(١٢١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطُوْا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجُفَّ عَرْقُهُ - ابن ماجه : ابن عمر رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اُعْطُوْا 'উ'তু' – দিয়ে দাও, চুকিয়ে দাও। اَجِيْرٌ 'আজীরুন' –শ্রমিক। اَنْ يَّجُفَّ 'আঁইয়াজুফ্ফা'–শুকিয়ে যাওয়া। عَرْقُهُ 'ইরকুহু'–তার ঘাম।

১২১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকাবার আগেই তার পাওনা চুকিয়ে দাও। –ইবনে মাজা

ব্যাখ্যা ঃ কেননা মজুর তো তাদেরই বলে যারা নিজের ও ছেলেমেয়ের দু'মুঠো খাবার সংস্থানের জন্যে দিন মজুরি করে থাকে। যদি তার মজুরি আজ না দিয়ে আগামীকাল দেবার জন্যে রেখে দেয় কিংবা মেরে দেয় তাহলে সে টাকার অভাবে খাবার কিনতে না পেরে ছেলেমেয়েসহ অভুক্ত কাটাবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তাদের মজুরি দিয়ে দেয়ার জন্যে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন।

কিয়ামতে আল্লাহ স্বয়ং মজুরের উকালতি করবেন ঃ

(١٢٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلٰثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَجُلٌ اَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ - بخارى : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ ثَلَاثَةٌ 'সালসাতুন'–তিন জন। اَنَا خَصْمُهُمْ 'আনা খাসুহুম'–তাদের সাথে আমার ঝগড়া হবে। اَعْطٰى بِيْ 'আতা বি'–আমার

www.pathagar.com

নাম নিয়ে দান করবে। بَاعَ 'বাআ'–বিক্রি করেছে। حُرًّا 'হুররান' – আযাদ ব্যক্তি। اَجْرَهُ 'আজ্‌রুহু'–তার বিনিময়, পাওনা।

১২২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন, শেষ বিচারের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে আমার ঝগড়া হবে। তারা হচ্ছে ঃ ঐ ব্যক্তি যে কোন আযাদ লোককে (ধরে নিয়ে) বিক্রি করে অর্জিত অর্থ ভোগ করে। ঐ ব্যক্তি যে শ্রমিক নিয়োগ করে পুরো কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পাওনা তাকে দেয় না।–বুখারী

অবৈধ ওসিয়ত

অবৈধ ওসিয়তের শাস্তি জাহান্নাম ঃ

(١٢٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْاَةَ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُ هُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ، ثُمَّ قَرَا اَبُوْهُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

ـ مسند احمد : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ بِطَاعَةِ اللّٰهِ 'বিতাআতিল্লাহি'–আল্লাহর আনুগত্যে। سِتِّيْنَ 'সিত্তীনা'–ষাট। يَحْضُرُ 'ইয়াহদুরু'–উপস্থিত। فَيُضَارَّانِ 'ফাইউদাররানি–অতঃপর তারা ক্ষতি করে। فَتَجِبُ 'ফাতাজিবু'– নিশ্চিত হয়।

১২৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন পুরুষ বা নারী জীবনের ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করেও যদি মৃত্যুকালে ওসিয়তের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি সাধন করে যায় তাহলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে যায়।" অতঃপর আবু

www.pathagar.com

হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পাঠ করলেন ঃ "মিন-বা'দি ওয়াসিয়াতিন" থেকে "ওয়া যালিকাল ফাউযুল আযীম।" –মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা ঃ অনেক সময় কোন কোন নেককার পরহেজগার মুত্তাকী মানুষও ওয়ারিসদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে তাদেরকে বঞ্চিত রাখতে চায়। মৃত্যুকালে এমনভাবে উইল বা দানপত্র করে যায় যাতে তারা সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়। অথচ আল্লাহর আইন ও রাসূলের বিধান অনুযায়ী তারা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে। এমতাবস্থায় সেই ওসিয়তকারী সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেন, সে জীবনের ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে অতিবাহিত করলেও অবৈধ ওসিয়তের কারণে সে জাহান্নামী হয়ে যাবে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের সমর্থনে আল কুরআনের যে আয়াত পাঠ করলেন তা সূরা নিসায় ২১ রুকূতে আছে। এখানে আল্লাহ তাআলা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। এরপর ঘোষণা করেছেন, এ সম্পত্তি হতে মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় ও ওসিয়ত পূরণ করার পর অবশিষ্টাংশ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তারপর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, "সাবধান! ওসিয়তের মাধ্যমে তোমরা উত্তরাধিকারীগণের ক্ষতি করো না।" এটা আল্লাহর বিশেষ হুশিয়ারমূলক নির্দেশ। আল্লাহ অত্যন্ত বিজ্ঞ ও কৌশলী। তিনি যে আইন করেছেন তা অজ্ঞতা ও মূর্খতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেননি। জ্ঞান ও কৌশলের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন। তাঁর রচিত আইনে অন্যায় ও অবিচারের কোন অবকাশই নেই। সুতরাং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে এ আইন মেনে নিতে হবে।

অতঃপর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–"এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ও পরিমণ্ডল"। যারা আল্লাহর আইন মানবে ও রাসূলের অনুসরণ করবে তাদেরকে এমন বৈচিত্রময় ও মনোরম জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যাতে প্রবহমান ঝর্ণাধারা থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। এটা হবে একটি চিরবিজয় ও বিরাট সাফল্য। অপরপক্ষে যারা আল্লাহ ও

www.pathagar.com

রাসূলের নাফরমানী করবে ও তাঁর নির্দিষ্ট সীমালংঘন করবে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ঘৃণ্য ও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।"

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা ঃ

(١٢٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهٖ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

ـ ابن ماجه : اَنَسْ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ قَطَعَ 'কাতাআ'–বঞ্চিত করবে। وَارِثِهٖ 'ওয়ারিছিহি'–তার উত্তরাধীকারকে। قَطَعَ اللّٰهُ 'কাতাআল্লাহু'–আল্লাহ বঞ্চিত করবেন।

১২৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে কোন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করবে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তিকে জান্নাতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন।

–ইবনে মাজা

কোন উত্তরাধিকারীর পক্ষে ওসিয়ত করা অবৈধ ঃ

(١٢٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ الْوَرَثَةُ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَجُوْزُ 'লাতাজুযু'–জায়েয নয়, কার্যকর নয়। لِوَرِثٍ 'লিওয়ারিসিন'–উত্তরাধিকারীর জন্য। اَنْ يَّشَاءَ 'আঁইয়াশায়া'–সম্মত হলে। اَلْوَرَثَةُ 'আলওয়ারাসাতু'–উত্তরাধিকারগণ।

১২৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন উত্তরাধিকারীর ব্যাপারে কোন ব্যক্তির ওসিয়ত কার্যকর হবে না যদি অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ তাতে সম্মত না হয়। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা এটা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো। মৃত্যু পথযাত্রী তার সম্পদের মাত্র তিন ভাগের একভাগ ওসিয়ত করতে পারে। এর বেশি

www.pathagar.com

নয়। ইচ্ছা করলে যে কোন মসজিদ মাদ্রাসার জন্যেও ওসিয়ত করতে পারে। কিংবা কোন অভাবী মুসলমান ভাইয়ের জন্যেও করতে পারে। এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ওসিয়ত করার পূর্বে এটা ভালোভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত। নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কার অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ। যদি দেখা যায় যে, এমন কেউ উত্তরাধিকার থেকে আইনগতভাবে বাদ পড়ে গেছে, যার পোষ্য সংখ্যা অধিক এবং আর্থিক অবস্থাও ভালো নয় তবে তার জন্য ওসিয়ত করে যাওয়া অধিক ছওয়াবের কাজ বলে পরিগণিত হবে।

ওসিয়তের সর্বশেষ সীমা ঃ

(١٢٦) عَنْ سَعْدِبْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رضـ قَالَ : عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَامَرِيْضٌ فَقَالَ اَوْ صَيْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ بِكَمْ ؟ قُلْتُ بِمَالِيْ كُلِّهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَمَاتَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ؟ قُلْتُ هُمْ اَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ، فَقَالَ اَوْصِ بِالْعُشْرِ، فَمَا زِلْتُ اُنَاقِصُهُ حَتّٰي قَالَ، اَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ - ترمذي

শব্দের অর্থ ঃ عَادَنِيْ 'আদানী'–তিনি অসুখে আমাকে দেখতে এলেন। اُوْصِيت 'উসিতা'–তুমি ওসিয়াত করেছো। فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه 'ফিসাবিলিল্লাহি'–আল্লাহর পথে। هُمْ اَغْنِيَاءُ 'হুম আগনিয়াউ'–তারা সকলে ধনী। اُوْصِ 'উসি'–তুমি ওসিয়াত করো। عُشْرٌ 'উশরুন'–দশমাংশ। فَمَازِلْتُ اُنَاقِصُهُ 'কামা যিলতু উনাকিসুহু'–তারপর আমি তা কম বলতে থাকলাম।

১২৬। সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ওসিয়ত করেছো কি ?" আমি বললাম, "হাঁ করেছি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কি পরিমাণ ওসিয়ত করেছো ?" আমি

www.pathagar.com

বললাম, "আমার সব ধন-সম্পদ আল্লাহর জন্যে ওসিয়ত করেছি।" তিনি বললেন, "তোমার সন্তান-সন্ততির জন্যে কি রেখেছো?" আমি বললাম, "তারা বেশ ধনী।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার সম্পদের দশভাগের এক ভাগ ওসিয়ত করো।" আমি বলতে থাকলাম, আরেকটু বাড়িয়ে দিন।" অবশেষে তিনি বললেন, "তিন ভাগের এক ভাগ ওসিয়ত করো। তিন ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট।"–তিরমিযী

সুদ ও ঘুষ

সুদী কারবারে অংশগ্রহণকারীর উপর অভিসম্পাত ঃ

(١٢٧) عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ ـ

ـ بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اٰكِلُ الرِّبَا 'আকিলুর রেবা'–সুদখোর। مُوْكِلَهُ 'মওয়াক্কিলাহু'–সুদ প্রদানকারী। شَاهِدَيْهِ 'শাহেদাইহি'–তার সাক্ষীরা। كَاتِبَهُ 'কাতিবাহু'–তার লিখক।

১২৭। ইব্ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদের চুক্তি লিখককে অভিশাপ দিয়েছেন। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজের জন্যে অভিশাপ দিয়েছেন তা কত বড় অন্যায় ও পাপের কাজ তা চিন্তা করা উচিত। শুধু এ হাদীসেই নয় বরং নাসায়ী শরীফের এক হাদীসেও আছে, যারা জেনে শুনে সুদ খায় ও দেয় তাদের উপর, এদের সাক্ষী ও লিখকের উপর কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অভিশাপ বর্ষণ করবেন। কিয়ামতের দিন অভিশাপ দেবার অর্থ হলো, সেদিন আল্লাহর রাসূল তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন না। বরং লায়ান্নাত করবেন। লায়ান্নাত করার অর্থ হলো ধমকিয়ে ও তিরস্কার করে দূরে সরিয়ে দেয়া।

www.pathagar.com

ঘুষখোর ও ঘুষদানকারীর উপর লানত ঃ

(١٢٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَي الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ ـ

ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ اَلرَّاشِيْ 'আররাশী'–ঘুষ দাতা। اَلْمُرْتَشِيْ 'আলমুরতাশী' –ঘুষখোর।

১২৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঘুষখোর এবং ঘুষদাতার উপর আল্লাহর অভিশাপ।" –বুখারী, মুসলিম

(١٢٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَي الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِي الْحُكْمِ ـ

ـ منتقي

শব্দের অর্থ ঃ لَعْنَةُ اللّٰهِ 'লানাতুল্লাহি'–আল্লাহর অভিশাপ।

১২৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষ প্রদানকারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ। –মুনতাকী

ব্যাখ্যা ঃ 'ঘুষ' ঐ জিনিসকেই বলা হয় যা অন্যের অধিকার খর্ব করে নিজের জন্যে অবৈধ সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে কাউকে দেয়া হয়ে থাকে। তবে যে অর্থ নিজের বৈধ অধিকার আদায়ের জন্যে আল্লাহদ্রোহী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন, বেঈমান কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে নিতান্ত অপারগ হয়ে অসন্তুষ্ট চিত্তে দিতে বাধ্য হতে হয় এবং যা না দিলে নিজের অধিকার আদায় করা যায় না। এ অবস্থায় আল্লাহ মু'মিনগণকে এর জন্যে তিরস্কার নাও করতে পারেন। দেশের এরূপ অবস্থা আল্লাহর শাসন জারী ও আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করার দাবী জোরদার করার পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক।

www.pathagar.com

সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার করা ঃ

(١٣٠) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَ الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَايَشْتَبِهُ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ اَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَءَ عَلٰى مَايَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْاِثْمِ اَوْشَكَ اَنْ يُّوَاقِعَ مَااسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِيُ حِمَى اللّٰهِ، مَنْ يَّرْتَعْ حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَهُ - بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ بَيِّنٌ 'বাইয়্যিনুন'–সুস্পষ্ট। بَيْنَهُمَا 'বাইনাহুমা'–তাদের দুইজনের মধ্যে। مُشْتَبِهَةٌ 'মুশতাবিহাতিন'–সন্দেহজনক, অস্পষ্ট। لِمَا اسْتَبَانَ 'লিমা ইসতাবানা'–যা সুস্পষ্ট। اَتْرَكُ 'আতরাকু'–অধিক বর্জনকারী। اَجْتَرَاءَ 'ইজতারাআ'–সাহস করবে। اَنْ يُّوَاقِعَ 'আইউওয়াকিয়া'–পতিত হবে। حِمٰى 'হিমা'–নিষিদ্ধ এলাকা।

১৩০। নু'মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট। হারামও সুস্পষ্ট। এ দু'য়ের মাঝে আছে কিছু অস্পষ্ট বিষয়। যে ব্যক্তি অস্পষ্ট গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট গুনাহ থেকে অতি সহজে বাঁচতে পারবে। যে ব্যক্তি অস্পষ্ট গুনাহ করার সাহস পাবে, সে ব্যক্তির পক্ষে সুস্পষ্ট গুনাহে লিপ্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে। গুনাহ আল্লাহর নিষিদ্ধ এলাকা। যে নিষিদ্ধ এলাকার সীমানায় ঘুরাফেরা করে তার নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথার মর্মার্থ হলো, যে সমস্ত জিনিস হারাম হওয়া সম্পর্কে কোন অকাট্য দলিল নেই। আবার হালাল হওয়া সম্পর্কেও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। এ সমস্ত জিনিসের কিছু অংশ খারাপ মনে হয়। আবার কিছু অংশ ভালো মনে হয়। এমতাবস্থায় মু'মিনের কর্তব্য হলো এ সমস্ত জিনিসের ধারেকাছে না যাওয়া। একথা

www.pathagar.com

প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকে, তার প্রকাশ্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব।

অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তুর অবৈধ হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করার পরেও তা পরিহার না করে বরং তা করার সাহস পায়, তার পক্ষে পরিণামে সুস্পষ্ট হারাম কাজে লিপ্ত হতেও অন্তরে বাধবে না। সুতরাং মনের এ অবস্থা মু'মিনের জন্যে অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ।

"তাকওয়া" অর্জনের উপায় ঃ

(١٣١) عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهٖ حِذْرًا لِمَابِهِ الْبَأْسُ ـ ترمذي

শব্দের অর্থ ঃ لَايَبْلُغُ 'লাইয়াবলুগু'–অন্তর্ভুক্ত হবে না, গণ্য হবে না। يَدَعُ 'ইয়াদাউ'–ছেড়ে দেয়, বর্জন করে। مَالَابَأْسَ 'মালা বাসা'–যাতে গুনাহ হয়নি। حِذْرًا 'হিজরান'–ভয়ে। لِمَا بِهِ الْبَأْسُ 'লিমা বিহিল বাসু'–গুনাহ আছে।

১৩১। আতীয়া সাদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না যদি সে গুনাহের শিকারে পরিণত হবার ভয়ে গুনাহীন জিনিস ছেড়ে না দেয়। –তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্মার্থ হলো, এমন অনেক কাজ আছে যা দৃশ্যত মুবাহ। যা করলে কোন গুনাহ হবে না সত্য, কিন্তু পাপের সীমানার সঙ্গে এর সীমা সংযুক্ত হয়ে আছে। এ অবস্থায় সকল বুদ্ধিমান মানুষই অনুভব করতে পারবে যে, এ কাজের শেষ প্রান্ত দিয়ে ঘুরাফিরা করতে থাকলে হঠাৎ পা পিছলে গুনাহের কর্দমাক্ত পংকিল গর্তে পড়ে যেতে পারে। এ আশংকার কারণেই মুবাহ কাজ ছেড়ে দেয়া হয়। যখন কোন মু'মিনের মনে এ অবস্থা

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয় তখনই সে হারামে লিপ্ত হবার ভয়ে অনেক হালাল কাজও ছেড়ে দেয়। মনের এ অবস্থাকেই শরীয়তের ভাষায় 'তাকওয়া' বলা হয়। এরূপ অন্তরের অধিকারী মানুষকে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা থেকে বিরত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। একথা বলা হয়নি যে, "তোমরা আমার দেয়া নির্দিষ্ট সীমারেখা লংঘন করো না। বরং একথাই বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা, তোমরা এ সীমার নিকটবর্তী হয়ো না।"

বিবাহ

বিয়ের জন্য উৎসাহ দান ঃ

(١٣٢) عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَامَعْشَرَ الشَّبَابُ 'ইয়া মাশারাশ্‌শাবাবু–হে যুবকগণ। اَلْبَاءَةُ 'আল বাআতু'–বিয়ের দায়িত্ব পালনের শক্তি। فَلْيَتَزَوَّجْ 'ফাল ইয়াতাজাওয়াজ'–সে যেনো বিয়ে করে। وِجَاءٌ 'ওয়াজাউন'–সংযম, যৌন ক্ষুধা দাবার শক্তি।

১৩২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুবকদের উদ্দেশে) বলেছেন ঃ হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও শক্তি আছে তার বিয়ে করে ফেলা দরকার। কেননা বিয়ে দৃষ্টিকে নিচু রাখে ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। (অর্থাৎ বিয়ে করলে অপর নারীর প্রতি সাধারণত নজর যায় না এবং যৌন প্রবৃত্তিও নিয়ন্ত্রণে থাকে) আর "যার বিয়ের দায়িত্ব পালনের শক্তি নেই তার (মাঝে মধ্যে) রোযা রাখা উচিত। কেননা রোযা যৌন শক্তিকে দমিয়ে রাখে। –বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

নেক্‌কার স্ত্রী নির্বাচন ঃ

(١٣٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا ـ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ـ متفق عليه : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ تُنْكَحُ 'তুনকাহু'–বিয়ে হয়ে থাকে। اَلْمَرْاَةُ 'আলমারআতু' –মহিলা। لِمَالِهَا 'লিমালিহা'-তার সম্পদের জন্য। لِحَسَبِهَا 'লিহাসবিহা'–তার বংশ মর্যাদার জন্য। لِجَمَالِهَا 'লিজামালিহা'–তার রূপের জন্য। لِدِيْنِهَا–'লিদীনিহা'– তার দ্বীনদারীর জন্য। فَاظْفَرْ 'ফাযফার' –অগ্রাধিকার দাও। تَرِبَتْ يَدَكَ 'তারিবাত ইয়াদাকা'–তোমার কল্যাণ হোক।

১৩৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "চারটি জিনিসের ভিত্তিতে মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাকে। তার সম্পদের জন্যে। বংশ মর্যাদার জন্যে। রূপের জন্যে ও দ্বীনদারীর জন্যে। অতএব তোমরা দীনদার নারী বিয়ে করো। তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্মার্থ হলো, বিয়ে করার সময় সাধারণত কোন মেয়ের এ চারটি জিনিসই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ সম্পদের আশায় বিয়ে করে। আবার কেউ স্ত্রীর বংশ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে বিয়ে করে। কেউ আবার বিয়ে করার সময় মেয়েদের দ্বীনদারীকে প্রধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানগণকে স্ত্রী নির্বাচনের বেলায় তার দীনদারী ও তাকওয়াকেই অগ্রাধিকার দানের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। যদি দীনদারীর সঙ্গে অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোও বিদ্যমান থাকে তবে তো খুবই ভালো। পাত্রীর দ্বীনী বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য না করে শুধুমাত্র রূপ-লাবণ্য ও ধন-সম্পদের কারণে বিয়ে মুসলমানের জন্য সঙ্গত নয়।

স্ত্রী নির্বাচনের প্রকৃত মাপকাঠি ঃ

(١٣٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَي حُسْنُهُنَّ اَنْ

www.pathagar.com

يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوْهُنَّ لِاَمْوَالِهِنَّ فَعَسٰى اَمْوَالُهُنَّ اَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلٰكِنْ تَزَوَّجُوْهُنَّ عَلَي الدِّيْنِ وَلَاَمَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ اَفْضَلُ ـ منتقى

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَزَوَّجُوْا 'লাতাজাওয়াজু'–তোমরা বিয়ে করো না। لِحُسْنِهِنَّ 'লিহোসনিহিন্না'–তাদের রূপ লাবণ্যের মোহে। اَنْ يُّرْدِيَهُنَّ 'আঁই ইউরদিয়াহুন্না'–অবাধ্য করতে পারে। اَفْضَلُ–'আফযালু'–উত্তম।

১৩৪। আদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রূপ-লাবণ্যের মোহে পড়ে নারীদেরকে বিয়ে করো না। হয়তোবা তাদের রূপ-লাবণ্য তাদের জন্যে ধ্বংসকারী হতে পারে এবং ঐশ্বর্যশালিনী হবার কারণেও তাদের বিয়ে করো না। কারণ এমনও হতে পারে যে, তাদের সম্পদ তাদেরকে পাপ ও অবাধ্যতায় নিমগ্ন করবে। বরং তাদের তাকওয়া ও পরহেযগারীর ভিত্তিতেই বিয়ে করবে। কেননা কালো রঙ্গের কুৎসিৎ দাসীও যদি দ্বীনদার হয়, তবে সে উচ্চবংশীয়া সুন্দরী রমণীর চেয়ে উত্তম।"

– মুনতাকী

বিপর্যয়ের কারণ ঃ

(١٣٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ـ ترمذي

শব্দের অর্থ ঃ خَطَبَ 'খাতাবা'–বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ 'তারদ্বাওনা দীনাহু'–যার দ্বীনদারীতে তারা সন্তুষ্ট। زَوِّجُوْهُ 'যাওরিজুহু'–তার নিকট বিয়ে দাও। فَسَادٌ كَبِيْرٌ 'ফাসাদুন কাবীরুন'–মহা বিপর্যয়।

১৩৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নিকট যখন এমন কোন লোকের বিয়ের পয়গাম নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারী

www.pathagar.com

ও চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট। তাহলে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ো। যদি তা না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও মহাবিপর্যয় সৃষ্টি হবে।"

– তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস আগের হাদীসের মূল বক্তব্য সমর্থনকারী হাদীস। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, বিয়ের পাত্র-পাত্রীর দ্বীনদারী ও চরিত্রই হলো প্রধান বিবেচনার বিষয়। যদি বিয়ের বেলায় দ্বীনদারী ও চরিত্রের প্রশ্নকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ধন-সম্পদ ও বংশ মর্যাদাকে উপলক্ষ্য করে বিয়ে করা হয় তাহলে মুসলিম সমাজে চরম অকল্যাণ ও মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেবে। কারণ এ সকল লোক এতবেশী দুনিয়ার পূজারী ও ভোগবাদী যে, তাদের দৃষ্টিতে তাকওয়া-পরহেযগারীর কোন গুরুত্ব ও মূল্য নেই। তাদের দ্বারা দ্বীনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির চিন্তা কি করে করা যেতে পারে ? এ অবস্থাকেই আল্লাহর রাসূল ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়রূপে অভিহিত করেছেন।

বিয়ের খুতবা ঃ

(١٣٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ، عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اَلتَّشَهُّدَ فِي الصَّلٰوةِ وَ التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ، وَذَكَرَ تَشَهُّدَ الصَّلٰوةِ قَالَ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، قَالَ وَيَقْرَءُ ثَلاَثَ اٰيَاتٍ فَفَسَّرَ هَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ـ ال عمران : ١٣٠

اِتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (نساء) اِتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْ قَوْلاً سَدِيْدًا ـ احزاب ـ ترمذي

www.pathagar.com

শব্দের অর্থঃ عَلَّمَنَا 'আল্লামানা'–তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। نَسْتَعِيْنُهُ 'নাস্তাঈনুহু'–আমরা তারই কাছে সাহায্য কামনা করি। نَسْتَغْفِرُهُ 'নাস্তাগফিরুহু'–আমরা তার নিকট মাফ চাই। نَعُوْذُ 'নাউজু' –আমরা আশ্রয় চাই। شُرُوْرِ 'শুরুরি'–অন্যায় অনিষ্ট। سَيِّئَاتِ 'সাইয়্যিআতি'–ভুল-ত্রুটি, অন্যায়।

১৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরক নামাযের তাশাহহুদ এবং সাথে সাথে বিয়ের তাশাহুদও শিখিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নামাযের তাশাহুদ বর্ণনা করার পর বললেন, বিয়ের তাশাহুদ হলো ঃ اَنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ হতে عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ পর্যন্ত।

অর্থাৎ সমুদয় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা তারই সাহায্য কামনা করি। তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় কৃত অনিষ্টের জন্যে একমাত্র আল্লাহর আশ্রয়েই নিজেদেরকে সমর্পণ করেছি। তিনি যাকে সৎপথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সৎপথে রাখতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারই প্রেরিত পুরুষ ও বান্দা। তারপর তিনি তিনটি আয়াত পাঠ করতেন যা সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনামতে নিম্নরূপ ঃ

١- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - ال عمران - ١٠٢

٢- يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا - النساء - ١

www.pathagar.com

٣- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا - اَحزاب - ٧ - ١٧ - ترمذي -

প্রথম আয়াতের অর্থ ঃ "ওহে মু'মিনগণ! আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার চিন্তা করো এবং আমৃত্যু আল্লাহর হুকুম প্রতিপালনে রত থাকো।"

দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ ঃ "হে লোক সকল! স্বীয় প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করো যিনি তোমাদেরকে একটি জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া বানিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে দুনিয়ায় অসংখ্য নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এমন সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টিকে ভয় করো যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট থেকে নিজেদের অধিকার চেয়ে নিয়ে থাকো এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখো। স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।"

তৃতীয় আয়াতের অর্থ ঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সদা সত্য কথা বলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহকে ঠিক করে দেবেন। তোমাদের পাপরাশিও মোচন করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই বিরাট সফলতা অর্জন করবে।–তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এটা বিয়ের খুতবা। বিয়ের সময় এ খুতবাই পাঠ করা হয়ে থাকে। এখানে এ খুতবা আনার উদ্দেশ্য একথা বলে দেয়া যে, বিয়ে শুধুমাত্র একটি আনন্দ উৎসবেরই নাম নয়। এটা এমন একটি চুক্তি যা একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তিপত্রে উভয়ের পক্ষ থেকে এক পবিত্র অঙ্গীকার করা হয় যে, আমরা আজ হতে একে অপরের জীবন সাথী ও বিপদে আপদে সাহায্যকারী হয়ে গেলাম। এ চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময় আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি মানুষকে সাক্ষী রাখতে হয়।

বিয়ের খুতবায় পঠিত আয়াতসমূহ একথারই পরিষ্কার ইঙ্গিত বহন করে। যদি এ চুক্তিপত্রে উল্লেখিত কোন শর্ত স্বামী কিংবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে ভঙ্গ

www.pathagar.com

করা হয় এবং এর কোন ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করা না যায়, তাহলে সে আল্লাহর গযবে পড়বে এবং জাহান্নামের আগুনে শাস্তি পাবে।

উপরের তিনটি আয়াতই মু'মিনদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছে।

মোহর দেয়া ফরয ঃ

(١٣٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ ـ

ـ بخاري، مسلم : عقبة بن عمررضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَحَقُّ 'আহাক্কুন' –সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। اَلشُّرُوْطُ 'আশশুরুতি' –শর্তসমূহ। تُوْفُوْا 'তুফু'–পূরণ করা। اِسْتَحْلَلْتُمْ 'ইসতাহলালতুম' –বৈধতা অর্জন করেছো।

(১৩৭) উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শর্তসমূহের মধ্যে ঐ শর্ত পূর করাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে শর্তের মাধ্যমে তোমরা স্ত্রী সহবাসের বৈধতা অর্জন করলে। – বুখারী, মুসলিম

অল্প মোহর ঃ

(١٣٨) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ اَلاَ لاَتُغَالُوْا صَدَقَةَ النِّسَاءِ فَاِنَّهَالَوْكَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوٰي عِنْدَاللّٰهِ لَكَانَ اَوْ لاَكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاعَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِّنْ نِّسَائِهٖ وَلاَ اَنْكَحَ شَيْئًا مِّنْ بَنَاتِهٖ عَلٰى اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ اُوْقِيَةً ـ

ـ بخاري

শব্দের অর্থ ঃ اَلاَ 'আলা'–সাবধান। لاَتُغَالُوْا 'লাতুগালু'–বেশি ধার্য না করা। صَدَقَةً 'সাদাকাতান'–মোহরান। مَكْرُمَةً 'মুকাররামাতান'–সম্মানের

www.pathagar.com

বস্তু। تَقْوَى 'তাকওয়া'–আল্লাহর ভয়। أُوقِيَة 'উকিয়াতা'–আরবী ওজনের পরিমাণ-প্রায় ২৭০ গ্রাম।

১৩৮। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হে লোক সকল! (বিয়ের সময়) মেয়েদের জন্যে বিরাট অংকের মোহর ধার্য করো না। কেননা অধিক হারে মোহর দেয়া যদি দুনিয়ায় সম্মান ও ইজ্জত বৃদ্ধির কোন কারণ হতো কিংবা আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা কোন সৎকাজ বলে পরিগণিত হতো তাহলে আল্লাহর রাসূলই হতেন তার অধিক হদকার। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে ১২ উকিয়ার বেশি মোহর দিয়ে কাউকে বিয়ে করেছেন কিংবা তাঁর কোন মেয়েকে ১২ উকিয়ার বেশি মোহর নিয়ে বিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মুসলমানদেরকে যে বদ রিওয়াজ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন, তা হলো মানুষ বংশ মর্যাদা ও কৌলিণ্যের অহমিকায় বিরাট বিরাট অংকের মোহর ধার্য করে দেয় যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে অসাধ্য। আজীবন এ মোহরানা স্বামীর গলায় ফাঁস হয়ে ঝুলে থাকে। উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ কারণেই মুসলিম সমাজকে খান্দান ও বংশ মর্যাদার অহেতুক অহমিকা বাদ দিয়ে অনাড়ম্বর জীবন যাপনের উপদেশ দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবনধারাকে নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন।

'এক উকিয়া' সাড়ে দশ তোলা রূপার সমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত নিজে কখনো এ পরিমাণ মোহরের অধিক মোহরানা ধার্য করে কোন নারীকে বিয়ে করেননি এবং নিজের কোন মেয়েকেও বিয়ে দেননি। উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যে এটা একটি বাস্তব উদাহরণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করার সময় যে অধিক মোহর ধার্য করা হয়েছিলো তার জন্যে তিনি দায়ী নন। উম্মে হাবিবার মোহর হাবশার অধিপতি নাজ্জাসী বাদশা নিজে ধার্য করেছিলেন। তিনিই তা আদায় করে দিয়েছিলেন। আর এ বিয়েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপস্থিতিতে সংগঠিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

অল্প মোহরের ফযীলত ঃ

(١٣٩) عَنْ عُقْبَةَ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصُّدَاقِ اَيْسَرُهُ - نيل الاوطار

শব্দের অর্থ ঃ خَيْرٌ 'খায়রুন'–উত্তম। اَلصُّدَاقُ 'আসসুদাকু'–মোহরানা। اَيْسَرُهُ 'আইসারুহু'–বেশি সহজ।

১৩৯। উক্‌বা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মামুলী মোহরই হলো সর্বোত্তম মোহর।" – নায়লুল আওতার

ব্যাখ্যা ঃ অধিক পরিমাণে মোহর ধার্য করার ফলে পারিবারিক জীবনে নানা জটিলতা ও সংকট সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোন কোন স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে চায় না। স্বামীও তাকে রাখতে অনিচ্ছুক। তথাপি মোহর আদায়ের প্রশ্ন দেখা দেবে বলে তালাক দিতে পারে না। কারণ মোহর যা ধার্য করা হয়েছে তা আদায়ের সামর্থ স্বামীর নেই। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক থাকা সত্তেও তাদেরকে একত্রে বসবাস করতে হয়। সুতরাং এ অবস্থায় তাদের ঘরে শান্তির পরিবর্তে চরম অশান্তি দেখা দেয়।

ওলিমায় (বৌভাতে) কাঙ্গালগণকে দাওয়াত না দেয়া অন্যায় ঃ

(١٤٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ - وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ - بخارى، مسلم - ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ شَرُّ الطَّعَامِ 'শাররু তাআমী'–নিকৃষ্ট খাবার। اَلْوَلِيْمَةِ 'তাআমুল ওয়ালীমাতি'–বৌভাত। يُتْرَكُ 'ইউতরাকু'–উপেক্ষা করা হয়। مَنْ تَرَكَ 'মান তারাকা'–যে বিরত রইলো। عَصٰى 'আসা'–নাফরমানী করলো।

www.pathagar.com

১৪০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিকৃষ্টতম খাবার হলো ওই ওলিমার (বৌভাতের) খাবার যেখানে দরিদ্রগণকে বাদ দিয়ে শুধু ধনীগণকে দাওয়াত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ওলিমার দাওয়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত রইলেন সে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, বিয়ের পর ওলিমা করা (বৌভাতের অনুষ্ঠান) সুন্নাত। ওলিমার অনুষ্ঠানে যদি এলাকার গরীব কাংগালদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ধনী ও বিত্তশালীগণকে দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে এ উৎসব নিকৃষ্টতম উৎসবে পরিণত হয়। আবার কেউ যদি সঙ্গত কারণ ছাড়া ওলিমার দাওয়াত গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করে তবে তা সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ বলে গণ্য করা হবে।

ফাসিকের দাওয়াত গ্রহণ না করা ঃ

(١٤١) نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ ـ مشكوة : عمر ان بن حصن رضـ

শব্দের অর্থ ঃ نَهٰى 'নাহা'–তিনি নিষেধ করেছেন। اِجَابَةٌ 'ইজাবাতুন' –দাওয়াত। اَلْفَاسِقِيْنَ 'আল ফাসেকীনা'–ফাসিক লোকদের।

১৪১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাসিকের দাওয়াত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ ফাসেক হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধানের তোয়াক্কা না করে বেপরোয়াভাবে তা লংঘন করে। হালাল হারামের কোন পরোয়া করে না। এরূপ ফাসিকের বাড়িতে দাওয়াত রক্ষা করতে যাওয়া নিতান্ত অনুচিত। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের অসম্মান করে দ্বীনদার ব্যক্তির পক্ষে তাকে সম্মান দেয়া কি করে সম্ভব।

বন্ধুর দুশমনকে কখনো বন্ধু করা যায় না। সুতরাং ফাসেক ব্যক্তি যদি কখনো দাওয়াত দেয় তাহলে কল্যাণ কামনার ভঙ্গিতে মু'মিন সূলভ আচরণের মাধ্যমে সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

www.pathagar.com

মানুষের পারস্পরিক অধিকার অধ্যায়

পিতা-মাতার অধিকার

মায়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার ঃ

(١٤٢) قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ ؟ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اُمَّكَ ثُمَّ اُمَّكَ ثُمَّ اَبَاكَ اَدْنَاكَ اَدْنَاكَ ـ بخارى، مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ اَحَقُّ 'মান আহাক্কু'–বেশি হকদার। بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ 'বেহুসনে সাহাবাতী'–আমার থেকে ভালো ব্যবহার পাবার। اُمُّكَ ' উম্মুকা'–তোমার মা। اَبُوْكَ 'আবুকা'–তোমার বাপ। اَدْنَاكَ ـ فَاَدْنَاكَ 'আদকানা ফাআদনাকা'–ক্রমান্বয়ে তোমার নিকটবর্তী লোকজন।

১৪২। একদা কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার পাবার অধিকারী কে ? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে বললো, এরপর কে ? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে আবার বললো, এরপর কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে আবার বললো, এরপর কে ? তিনি বললেন, 'তোমার বাবা।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি দু'বার মায়ের কথা বলে তৃতীয়বার বলেছেন তোমার বাবা। এরপর ক্রমান্বয়ে তোমার নিকটবর্তী লোকজন। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, সন্তানের নিকট বাবার চেয়ে মায়ের মর্যাদাই বেশি। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যেও একথা বুঝা যায়। সুরায়ে লুকমানে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, "আমি মানব জাতিকে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান

www.pathagar.com

করেছি।" এ নির্দেশ প্রদানের পরক্ষণেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তার মা তাকে দীর্ঘ নয়টি মাস কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে পেটে ধারণ করেছে। তারপরে আরো দু'টি বছর বুকের রক্ত পানি করা পরিশ্রম করে তাকে লালন-পালন করেছে।" এ কারণেই আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে, সম্মান ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে যদিও পিতার অধিকার বেশি কিন্তু সেবা যত্ন পাওয়ার দিক দিয়ে মায়ের দাবীই অগ্রগণ্য।

মাতা-পিতার খিদমতের পুরস্কার জান্নাত ঃ

(١٤٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُهُ، رَغِمَ اَنْفُهُ، رَغِمَ اَنْفُهُ، قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْكِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يُدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ مسلم : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ رَغِمَ اَنْفُهُ 'বাগিমা আনফুহু'–তার নাক ধূলীমলিন হোক। قِيْلَ 'কিলা'–বলা হলো। مَنْ 'মান'–কে। اَدْرَكَ 'আদরাকা'–যে পেলো।

১৪৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তার নাক ধূলিমলিন হোক, তার নাক ধূলিমলিন হোক, তার নাক ধূলিমলিন হোক (অর্থাৎ লাঞ্ছিত হোক)।" লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সে ব্যক্তি কে ? অর্থাৎ কার সম্বন্ধে আপনি একথা বলছেন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার কোন একজনকে কিংবা উভয়কে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও (তাদের খিদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করেনি।"। –মুসলিম

পিতা-মাতার অবাধ্যতা হারাম ঃ

(١٤٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حُقُوْقَ الاُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَّهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ ـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ عُقُوْقَ الْأُمَّهَات 'উকুকল উম্মিহাতি'–মাতাপিতার সাথে দুর্ব্যবহার। وَأَدَالْبَنَات 'ওয়াদিল বানাতি'–কন্যা সন্তান জ্যান্ত কবর দেয়া। مَنْعًا 'মানআন'–কৃপণতা। هَاتَ 'হাতি'–দাও।

১৪৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহার, কন্যা সন্তান জীবন্ত দাফন এবং লোভ ও কৃপণতা করাকে হারাম করে দিয়েছেন। নিরর্থক কথাবার্তা বলা, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করাকে তিনি অপছন্দ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ অতিরিক্ত প্রশ্ন করার অর্থ হলো অনর্থক বাজে ও বেহুদা বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করা। মানুষ যে কথা জানে না এবং যা মানুষের জন্যে জানা দরকার সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তা অতিরিক্ত প্রশ্ন বলে গণ্য করা হবে না। বরং আসল কথা হলো বনী ইসরাঈলগণ গাভী জবাই করা সম্পর্কে মূসা আলাইহিস সালামকে যে ধরনের বাজে, অবান্তর ও খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেছিলো সে ধরনের প্রশ্ন না করা। বর্তমান যুগেও দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত লোকেরাই দীনের ব্যাপারে নানারূপ বাজে ও অবান্তর প্রশ্ন করে থাকে, যারা ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত নয়।

মৃত্যুর পর পিতা-মাতার হক কি ?

(١٤٥) عَنْ اَبِيْ اُسَيْدِنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَلَمَةَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَقِيَ مِنْ اَبَوَيَّ شَيْءٌ اَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لَاتُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا، وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَبَوَيَّ 'আবাওয়াই'–মা-বাবা। اَبَرُّهُمَا 'আবাররাহুমা'–প্রদান করবো। اَلْاِسْتِغْفَارُ 'আল ইস্তেগফারু'–মাগফিরাত কামনা করা। اِنْفَاذُ –পূরণ করা। عَهْدِهِمَا 'আহাদিহিমা'–তাদের ওয়াদা-অঙ্গিকার।

www.pathagar.com

১৪৫। আবু উসাইদ আস্ সাঈদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এ অবস্থায় বনু সালমা গোত্রের একজন লোক তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরে আমার উপর তাদের এমন কোন হক বাকি থাকে কি যা আমার পক্ষে আদায় করা দরকার।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, "হাঁ, তাদের জন্য দোয়া করা। তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা। তাঁদের বৈধ ওসিয়তগুলো পূরণ করা। জীবিত থাকাকালে যাঁদের সঙ্গে পিতা-মাতার বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা ছিলো তাদের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা। পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদেরকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা।"–আবু দাউদ

দুধ মায়ের সম্মান ঃ

(١٤٦) عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ اِذَا اَقْبَلَتِ امْرَاَةٌ حَتّٰى دَنَتْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ مَنْ هِيَ قَالُوْا هِيَ اُمُّهُ الَّتِيْ اَرْضَعَتْهُ ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ رَاَيْتُ 'রাআইতু'–আমি দেখেছি। يَقْسِمُ 'ইয়াকসিমু'–তিনি বন্টন করেছেন। اَقْبَلَتْ 'আকবালাত'–সামনে এলো। دَنَتْ 'দানাত'–তার নিকটবর্তী। فَبَسَطَ 'ফাবাসাতা'–তিনি বিছিয়ে দিলেন। رِدَاءَهُ 'রিদাআহু' –তাঁর চাদর। اَرْضَعَتْهُ 'আরদাআতহু'–তিনি তাকে দুধ পান করিয়েছিলেন।

১৪৬। আবু তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জারানা নামক স্থানে গোশত বন্টন করতে দেখলাম। এমন সময় জনৈকা স্ত্রীলোক এসে তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের

www.pathagar.com

চাদর বিছিয়ে দিলে তার উপর তিনি বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? লোকেরা বললো, "ইনি তাঁর মা যিনি তাঁকে দুধপান করিয়েছিলেন।"

–আবু দাউদ

মুশরিক পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা ঃ

(١٤٧) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ (رضـ) قَالَتْ، قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمِّيَ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا ـ بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ قَدِمَتْ 'কাদিমাত'–তিনি এলেন। عَلَيَّ 'আলাইয়্যা'–আমার নিকট। مُشْرِكَةٌ 'মুশরিকাতুন'–মুশরিক। عَهْدٌ 'আহাদুন'–সন্ধি। رَاغِبَةٌ 'রাগিবাতুন'–আমার নিকট কিছু চান। اَفَاَصِلُهَا 'আফা আসিলুহা' – আমি কি তাকে কিছু দিতে পারি?

১৪৭। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি (হুদাইবিয়ার সন্ধি) স্থাপিত হবার পর আমার মুশরিক মা (দুধ মা) আমার নিকট আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা (মুশরিক দুধ মা) এসেছেন এবং তিনি আমার নিকট কিছু চান। আমি কি তাকে কিছু দিতে পারি? তিনি বললেন, "হাঁ, তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করো।"

–বুখারী, মুসলিম

প্রকৃত সদাচার ঃ

(١٤٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ـ

ـ بخارى : اِبْنُ عُمَرَ رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ اَلْوَاصِلُ 'আল ওয়াসিলু'–সদাচারী, আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষাকারী। قَطَعَ 'কাতাআ'–ছিন্ন করেছে। رِحْمَهُ–তার আত্মীয়তার সম্পর্ক।

১৪৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সদাচারের কারণে তাদের সঙ্গে সদাচার করে তাকে প্রকৃত সদাচারী বলা যায় না। বরং প্রকৃত সদাচারী হলো সেই ব্যক্তি যার আত্মীয়স্বজনগণ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরেও সে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করে।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের তাৎপর্য হলো, আত্মীয়-স্বজনের সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করাকে পূর্ণাঙ্গ সদ্ব্যবহার বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহারকারী ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হলো ঐ ব্যক্তি যার সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনগণ সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। অথচ তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে সদা সচেষ্ট। যে সকল আত্মীয়-স্বজন তার অধিকার হরণ করেছে তিনি সেসব আত্মীয়গণের হক রক্ষার ব্যাপারে সদাব্যস্ত। এটা মানব মনের এমন এক উচ্চ অবস্থা যা পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া ব্যতীত অর্জন করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

অপকারের পরিবর্তে উপকার ঃ

(١٤٩) اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِيْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنَنِيْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَيَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَالِكَ - مسلم : اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ قَرَابَةٌ 'কিরাবাতুন'–আত্মীয় সম্পর্ক। اَصِلُهُمْ 'আসিলুহুম' –আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি। يَقْطَعُوْنِيْ 'ইয়াকতাউনী'–তারা

www.pathagar.com

আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। يَجْهَلُوْنَ 'ইয়াজহালুনা'–তারা চিনে না, ভাব প্রকাশ করে, মূর্খতার আচরণ করে। تُسِفُّهُمُ الْمَالَّ 'তুসিফুহুমুল মাল্লা' – তুমি যেনো তাদের মুখে কালিমা লেপন করছো।

১৪৯। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কিছুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন আছে যাদের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রক্ষা করে চলি। তারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদের সঙ্গে আমি উত্তম ব্যবহার করি তারা আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করে। আমি তাদের সঙ্গে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ ব্যবহার করি। তারা আমার সঙ্গে মূর্খতা ও হঠকারিতাপূর্ণ আচরণ করে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যদি তুমি তোমার কথা অনুযায়ী সঠিক হয়ে থাকো তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে কালিমা লেপন করছো। যতদিন পর্যন্ত তুমি এরূপ আচরণ করতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে তাদের মুকাবিলায় সর্বদা সাহায্য করতে থাকবে।" –মুসলিম

স্ত্রীগণের অধিকার

স্ত্রীর সাথে ব্যবহার ঃ

(١٥٠) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (رضـ) اَلْقُشَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِيْ الْبَيْتِ ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ مَا حَقُّ 'মা হাক্কুন'–কি অধিকার ? تُطْعِمَهَا 'তুতইমহা'–তুমি তাকে খাওয়াবে। تَكْسُوْهَا 'তাকসুহা'–তাকে

www.pathagar.com

পরাবে। لَاتُقَبِّحْ 'লা তুকাব্বিহ'–অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করবে না। لَا تَهْجُرْ 'লাতাহজুর'–সম্পর্ক ছেদ করবে না।

১৫০। হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কুশাইরী তার পিতা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুয়াবিয়া) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর কি কি অধিকার রয়েছে?" তিনি বললেন, "তার অধিকার হলো, যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন (যে মানের) কাপড়-চোপড় পরবে তাকেও (সে মানের) কাপড়-চোপড় পরাবে। তার মুখে আঘাত করবে না। অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করবে না এবং গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে না।"–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তোমরা যে মানের কাপড়-চোপড় পরিধান করবে, তাদেরকেও সে মানের কাপড়-চোপড় পরিধান করাবে। যে মানের খাবার তোমরা গ্রহণ করবে তাদেরকেও একই মানের খাবারের ব্যবস্থা করে দেবে।

সর্বশেষ বাক্যের অর্থ হলো, যদি স্ত্রীদের পক্ষ থেকে অবাধ্যতা ও দুরাচরণ প্রকাশ পায় তাহলে কুরআনের হিদায়াত অনুযায়ী প্রথম তাদেরকে ভদ্রভাবে বুঝাতে হবে। যদি এতে কাজ না হয় তবে রাতে পৃথক বিছানায় শোবে। কিন্তু এসব কথা বাইরে কারো নিকট প্রকাশ করা যাবে না। কারণ এসব কথা বাইরে প্রকাশ করা ভদ্রতা ও মর্যাদা হানিকর। এরপরও যদি স্ত্রীর আচরণ সংশোধিত না হয়, তবে তাকে মারধোর করা যেতে পারে। কিন্তু মারধোর করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মুখমণ্ডলে আঘাত না লাগে। হাড় ভেঙে না যায় এবং কোন ক্ষত সৃষ্টি না হয়।

কটুভাষিণী স্ত্রীর সাথে ব্যবহার ঃ

(١٥١) عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِيْ اِمْرَاَةً فِيْ لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِيْ

www.pathagar.com

الْبَذَاءَ قَالَ طَلِّقْهَا قُلْتُ اِنَّ لِيْ مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُوْلُ عِظْهَا، فَاِنْ يَّكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ وَلَا تَضْرِبَنَّ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ اُمَيَّتَكَ ـ ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ اَلْبَذَاءُ 'আলবাযাউ'–অশ্লীলভাষী। طَلِّقْهَا 'তাল্লিক্বহা'–তাকে তালাক দাও। عِظْهَا 'ইযহা'–তাকে উপদেশ দাও। ظَعِيْنَتَكَ 'যায়ী'নাতাকা'–তোমার স্ত্রীকে।

১৫১। লাকীত ইবনে সাবেরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী কটুভাষিণী। তিনি বললেন, "তাকে তালাক দিয়ে দাও।" আমি বললাম, আমি তার সঙ্গে বহু দিন যাবত বসবাস করে আসছি। তার গর্ভে আমার সন্তানও রয়েছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাকে উপদেশ দিতে থাকো। যদি তার মধ্যে ভালো হবার যোগ্যতা থাকে তাহলে সে তোমার কথা মানবে। সাবধান! দাসী-বাঁদীদেরকে যেভাবে মারধোর করা হয় সেভাবে স্ত্রীকে কখনো মারধোর করো না।" -আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শেষাংশের উদ্দেশ্য এ নয় যে, চাকর, চাকরাণী ও দাসী-বাদীগণকে যথেচ্ছাভাবে মারধোর করা যাবে। বরং উদ্দেশ্য হলো সাধারণত যেরূপ নির্দয় ও যথেচ্ছাভাবে দাসী-বাদীগণকে মারধোর করা হয় সেভাবে স্ত্রীগণকে মারধোর করা যাবে না। অর্থাৎ বাঁদী ও দাসীগণের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে ঐরূপ ব্যবহার স্ত্রীদের সাথে করা অনুচিত।

স্ত্রীকে প্রহার করা ভাল নয় ঃ

(١٥٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ (رضـ) اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِيْ ضَرْبِهِنَّ

www.pathagar.com

فَطَافَ بِالِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقَدْ طَافَ بِالِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ اُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ - ابو داؤد

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَضْرِبُوْا 'লা তাদরিবু'–মেরো না। اِمَاءَ اللّٰهِ 'ইমাআল্লাহি'–আল্লাহর দাসীদের। دَئِرْنَ 'যায়িরনা'–স্ত্রীরা স্বামীর মাথায় চড়ে বসেছে। عَلٰى اَزْوَجِهِنَّ 'আলা আজওয়াজিহিন্না–তাদের স্বামীদের উপর। فَرَخَّصَ 'ফারাখ্খাসা'–অনুমতি দিলেন। فَطَافَ 'ফাতাফা'–তারা আসলো। يَشْكُوْنَ 'ইয়াশকুনা'–তারা অভিযোগ করেছে।

১৫২। আয়াস ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর দাসীগণকে (তোমাদের স্ত্রীগণকে) মারধোর করো না। অতঃপর একদিন উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আপনার নির্দেশানুযায়ী স্বামীগণ তাদের স্ত্রীগণকে মারধোর করা বন্ধ করে দেয়ার ফলে তারা এখন স্বামীদের মাথায় চড়ে বসেছে এবং বেয়াড়া হয়ে গেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের নিকট বহু মহিলা এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে মারধোর করার অভিযোগ পেশ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার স্ত্রীদের নিকট বহু মহিলা এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গেছে। তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী মারা স্বভাবের লোক তারা ভাল মানুষ নও। –আবু দাউদ

স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা ঃ

(١٥٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَفْرُكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اٰخَرَ -

- مسلم : اَبُو هريرة رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ لاَيَفْرَكْ 'লা ইয়াফ্‌রাকু'–ঘৃণা করবে না। كَرِهَ 'কারিহা' كره শব্দ থেকে।–খারাপ লাগা। এর থেকেই مكر-মাকরূহ। رَضِيَ 'রাদিয়া'–সন্তুষ্ট হবে, ভালো লাগবে।

১৫৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মু'মিন স্বামী তার মু'মিন স্ত্রীকে ঘৃণা করতে পারে না। যদি তার কোন একটি অভ্যাস পছন্দ নাও লাগে তাহলে তার অন্য কোন স্বভাব তাকে খুশিও করতে পারে।–মুসলমি

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয়। কিংবা তার মধ্যে অন্য কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে তখনি সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। কেননা সাধারণত দেখা যায় যে, মেয়েদের মধ্যে যদি কোন দিক দিয়ে কোন দোষ থাকে। তাহলে তার মধ্যে অন্যান্য দিক দিয়ে এমন গুণও থাকে, যা দিয়ে সে সহজেই স্বামীর মন জয় করতে পারে। তবে শর্ত এই যে, তাকে সে গুণের বিকাশ সাধনের সুযোগ দিতে হবে। কোন একটি বিশেষ ত্রুটির জন্যে তার বিরুদ্ধে অন্তরে সারা জীবনের জন্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য ঃ

(١٥٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَاصِ الْجُشَمِيِّ (رضـ) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ بَعْدَ اَنْ حَمِدَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ، اَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْا هُنَّ فِيْ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَتَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً، اَلاَ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَّيُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، لاَ يَاْذَنَّ

www.pathagar.com

فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ اَلَاوَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ حَجَّةِ الْوِدَاعِ 'হাজ্জাতিল ওয়িদা'–বিদায়ী হজ্জ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের শেষ হজ্জ। اَثْنٰى 'আসনা'–তিনি প্রশংসা করেছেন। اِسْتَوْصُوْا 'ইস্তাওসূ'–তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। اَعْوَانٍ 'আওয়ানিন'–কয়েদী। بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ 'বিফাহিশাতিম মুবাইয়্যিনাতিন' – প্রকাশ্য অশ্লীলতা। فِى الْمَضَاجِعِ 'ফিল মাদাযিয়ী'–বিছানায়।

১৫৪। আমর ইবনে আহওয়াস জুসামী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের দিন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও কিছু ওয়ায নসীহত করার পর বলতে শুনেছি। "হে লোক সকল! স্ত্রীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। কেননা তারা তোমাদের নিকট বন্দীর মতো। তাদের সঙ্গে একমাত্র তখনই কঠোর ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন তারা প্রকাশ্যভাবে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। যদি তারা ঐরূপ আচরণ করে তাহলে তাদের থেকে রাতের বেলা বিছানা পৃথক করে নাও এবং এভাবে প্রহার করো যাতে কোন যখম সৃষ্টি না হয়। এ অবস্থায় তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তাদের কষ্ট দেয়ার জন্যে অন্য পন্থা অবলম্বন করো না। মনে রেখো, স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার আছে। আবার তোমাদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার আছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো তোমাদের শয্যা এমন কাউকে দিয়ে দলিত-মথিত না করা যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করো। এমন লোককে ঘরে প্রবেশ করতে না দেয়া যাকে তোমরা পছন্দ করো না। শুনো, তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো উত্তম রূপে তাদেরকে খোরপোষ দেয়া। –তিরমিযী

স্ত্রীর জন্য যা খরচ হয় তা সাদকা ঃ

(١٥٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَلَهٗ صَدَقَةٌ -

- متفق عليه :اَبُوْ مَسْعُوْدٍ بَدْرِىٌّ رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ اَنْفَقَ 'আনফাক্বা'–খরচ করে। يَحْتَسِبُهَا 'ইয়াহতাসিবুহা'–সে আখেরাতে তার সওয়াব পাবার আশায়। صَدَقَةٌ 'সাদক্বাতুন'–সদক্বাহ।

১৫৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আখিরাতে সওয়াব পাওয়ার আশায় মানুষ পরিবার-পরিজনের জন্যে যা খরচ করে, সবই তার পক্ষে সাদকা হয়ে যায়।–বুখারী, মুসলিম

(١٥٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ - ابو داؤد : عبد الله بن عمرو

শব্দের অর্থ ঃ اِثْمًا 'ইসমান'–গুনাহগার। اَنْ يُضَيِّعَ 'আইঁ ইউদ্বীআ'–নষ্ট হতে পারে। مَنْ يَقُوْتُ 'মাইঁ ইয়াকূতু'–যাদের ভরণ-পোষণ দেয়।

১৫৬। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানুষকে গুনাহগার বানাবার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, সে ঐ লোকগুলোকে নষ্ট করে দেবে যাদেরকে সে খাওয়াচ্ছে।" –আবু দাউদ

স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচারের নির্দেশ ঃ

(١٥٧) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ - ترمذي

শব্দের অর্থ ঃ اِمْرَأَتَانِ 'ইমরাআতানি'–দু' স্ত্রী। فَلَمْ يَعْدِلْ 'ফালাম ইয়া'দিল'–সে ন্যায়বিচার করেনি। بَيْنَهُمَا 'বাইনাহুমা'–তাদের মধ্যে شِقُّهُ سَاقِطٌ 'শিক্কুহু সাক্বিতুন'–তার অর্ধেক অঙ্গ পতিত।

১৫৭। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকে এবং তাদের মধ্যে সে ন্যায় বিচার না করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে অর্ধদেহ হয়ে উঠবে।"–তিরমিযী

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ সে কিয়ামতের দিন অর্ধদেহ নিয়ে উঠার কারণ হলো, দুনিয়াতে সে স্ত্রীর হক আদায় করেনি। সে তারই দেহের অংশ বিশেষ ছিলো। তার সঙ্গে ন্যায় বিচার না করে সে দেহের অর্ধাংশ কেটে ফেলার সমতুল্য অপরাধ করে এসেছে। সুতরাং এ অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কিয়ামতের দিন সে অর্ধদেহ বিশিষ্ট হয়ে উঠবে।

স্বামীর অধিকার

কোন ধরনের স্ত্রী জান্নাতবাসী হবে ঃ

(١٥٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْأَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَاوَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ تْ ـ مشكوة : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَلْمَرْاَةُ 'আলমারআতু'–স্ত্রী। صَلَّتْ 'সাল্লাত'–পঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লো। اَحْصَنَتْ 'আহসানাত'–হিফাযত করেছে। فَرْجَهَا 'ফারজাহা'–তার লজ্জাস্থানের। اَطَاعَتْ 'আতাআত'–আনুগত্য করেছে। بَعْلَهَا 'বা'লাহা'–তার স্বামীর।

১৫৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে স্ত্রী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লো। রমযানে রোযা রাখলো। লজ্জাস্থানের হিফাযত করলো। স্বামীর আনুগত্য করলো, সে ইচ্ছা মতো জান্নাতে যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।–মিশকাত

উত্তম স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য ঃ

(١٥٩) قِيْلَ لِرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِيْ تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَلاَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ ـ نسائ : ابو هريرة رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ تَسُـرُّهُ 'তাসুররুহু'–তাকে সন্তুষ্ট করে। نَظَرَ 'নাযারা'–তাকিয়ে। تُطِيْعُهُ 'তুতীউ'হু–তার আনুগত্য করে। لاَتُخَالِفُهُ 'লা-তুখালিফুহু'– তার বিরোধিতা করে না। بِمَايَكْرَهُ 'ইয়াকরাহু'–যা সে অপছন্দ করে।

১৫৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন ধরনের স্ত্রীলোক উত্তম ?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্বামী খুশী হয়। যে স্বামীর আদেশ পালন করে। যে নিজের জান ও মালের ব্যাপারে স্বামীর অপছন্দনীয় আচরণ না করে।" –নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ নিজের মাল বলতে ঐ ধন-সম্পদকে বুঝানো হয়েছে যা স্বামী স্ত্রীকে গৃহের কর্ত্রী হিসেবে সংসার চালনা করার জন্য প্রদান করেছে।

নফল ইবাদতের জন্যে স্বামীর অনুমতি ঃ

(١٦٠) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ جَاءَتْ امَرَاةٌ اِلٰي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَه فَقَالَتْ زَوْجِيْ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطِّلِ (رضـ) يَضْرِبُنِيْ اِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِيْ اِذَا صُمْتُ وَلاَ يُصَلِّيْ الْفَجْرَ حَتّٰي تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا قَوْلُهَا "يَضْرِبُنِيْ اِذَا صَلَّيْتُ" فَانَّهَا تَقْرَاُ بِسُوْرَتَيْنَ وَقَدْ نَهَيْتُهَا، قَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتْ سُوْرَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ "قَالَ وَاَمَّا قَوْلُهَا" "يُفَطِّرُنِيْ اِذَا صُمْتُ" – فَانَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُوْمُ وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلاَ اَصْبِرُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَصُوْمُ امْرَاَةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا وَاَمَّا قَوْلُهَا "اِنِّي لاَاُصَلِّيْ حَتّٰى تَطْلُعُ الشَّمْسُ" فَانَّا اَهْلُ بَيْتٍ قَدْعُرِفَ لَنَا ذٰلِكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتّٰي تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَاِذَاسْتَيْقَظْتَ يَاصَفْوَانُ فَصَلِّ ـ ابودواؤد

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ زَوْجِىْ 'যাওজী'–আমার স্বামী। يَضْرِبُنِىْ 'ইয়াদরেবুনী' – আমাকে মারে। يُفَطِّرُوْنِىْ 'ইউফাতেরুনী'–রোযা রাখলে ভেঙ্গে ফেলতে বলে। حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ–সূর্য উদয়ের আগে। تَقْرَاءُ 'তাকরাউ'–সে পড়ে। لَكَفَتْ 'লাকাফাত'–তাই যথেষ্ট। تَنْطَلِقُ 'তানতালিকু'–একাধারে। لَاأُصَلِّىْ 'লা উসাল্লী'–আমি নামায আদায় করি না। قَدْعُرِفَ 'কাদ উরিফা'–সকলে জানে। لَاَنَكَادُ نَسْتَيْقِظُ 'লা-নাকাদু নাস্তাইকিযু'–ঘুম হতে জাগতে পারি না।

১৬০। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদা একজন মহিলা আসলেন। আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (অভিযোগ করে) বললো, "আমার স্বামী সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল নামায পড়লে আমাকে মারে। রোযা রাখলে ভেঙ্গে ফেলতে বলে। সূর্য উদয় হলে ফজরের নামায পড়ে।" আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার স্ত্রীর অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাফওয়ান বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! নামায পড়লে মারধর করি। কারণ "সে প্রত্যেক রাকাআতে দু'টি করে সূরা পড়ে এবং আমি তাকে এভাবে পড়তে বারণ করি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একটি সূরাই যথেষ্ট।" সাফওয়ান আবার বললেন, "রোযা ভেঙ্গে ফেলতে বলার কারণ হলো সে একাধারে (দিনের পর দিন) রোযা রাখতে থাকে। এ দিকে আমি যুবক মানুষ, ধৈর্য রাখতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখতে পারে না।" অতঃপর সাফওয়ান বললেন, "সূর্য উদয় হলে ফজরের নামায পড়ার কারণ। আমরা ওই গোত্রের লোক যাদের সম্পর্কে সবাই জানে যে, আমরা সূর্য উদয়ের পূর্বে ঘুম হতে জাগতে পারি না।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে সাফওয়ান! যখনই ঘুম থেকে জাগো নামায পড়ে নিও।" –আবু দাউদ

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে ঃ

১। ফরয নামায থেকে স্ত্রীদের বিরত থাকতে বাধ্য করা স্বামীর অধিকার নাই। কিন্তু নামায পড়ার বেলায় স্ত্রীগণেরও স্বামীর প্রয়োজনের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজের সময় দ্বীনদারীর অতি উৎসাহে লম্বা লম্বা সূরা পড়া পরিহার করতে হবে।

২। নফল নামায পড়ার সময় স্বামীর সুবিধা অসুবিধার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল নামায পড়া ও রোযা রাখা যাবে না।

৩। সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল একজন শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন। তিনি রাতে অন্যের জমিতে পানি সেচের কাজ করতেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যারা রাতের অধিকাংশ সময় এ ধরনের কঠোর পরিশ্রমে লিপ্ত থাকে তারা ফজরের নামায পড়ার জন্যে সঠিক সময়ে জাগতে পারে না। সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এটা কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি ফজরের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। এটা হয়তো কদাচিত ঘটে যেতো। অধিক রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে শোবার পর কেউ ঘুম থেকে জাগিয়ে না তোলার কারণে ফজরের নামায কাজা হয়ে যেতো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ঘুম থেকে জাগার সঙ্গে সঙ্গে নামায পড়ে ফেলার কথা বলেছেন। যদি তিনি এটা মনে করতেন যে, সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইচ্ছে করেই নামাযের ব্যাপারে উদাসীন। তাহলে তিনি অবশ্যই ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হতেন।

স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা ঃ

(١٦١) عن اسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّةِ (رضـ) قَالَتْ مَرَّبِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَافِيْ جَوَارٍ اَتْرَابٍ لِيْ - فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ اِيَّاكُنَّ وَكُفْرَا الْمُنْعِمِيْنَ قَالَ وَلَعَلَّ اِحْدَا كُنَّ تَطُوْلُ اَيْمَاتُهَا مِنْ

www.pathagar.com

اَبَوَيْهَا، ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللّٰهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُوْلُ مَارَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ـ الادب المفرد

শব্দের অর্থ ঃ مَرَّبِى النَّبِىُّ 'মাররা বিন্নাবীয়্যু'– আমাদের নিকট দিয়ে নবী করীম সা. যাচ্ছিলেন। فَسَلَّمَ 'ফাসাল্লামা'– অতঃপর তিনি সালাম দিলেন। اِيَّاكُنَّ 'ইয়্যাকুন্না' – তোমরা সতর্ক থাকো। اَلْمُنْعَمِيْنَ 'আলমুনয়ামীনা'–সদাচারীগণ। اَيِّمَتُهَا 'আইমাতুহা'–তার স্বামীহীন অবস্থা। فَتَغْضَبُ 'ফাতাগযিবু'–তারপর সে ক্রোধান্বীত হয়। فَتَكْفُرُ 'ফাতাকফুরু'–অস্বীকার করে। فَتَقُوْلُ 'ফাতাকুলু'–সে বলে। مَارَأَيْتُ 'মা রাআইতু'–আমি দেখেনি। قَطُّ 'কাত্তুন'–কখনো।

১৬১। আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনসারীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার কয়েকজন সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে বসে ছিলাম। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় সালাম দিয়ে বললেন, "তোমরা সদাচারী স্বামীর নাফরমানী করা থেকে বিরত থেকো।" এরপর তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ কেউ বহুদিন পর্যন্ত কুমারী অবস্থায় মা-বাবার বাড়ীতে বসবাস করার পর আল্লাহ তাদের স্বামী দান করেন। তার সন্তানাদি হয়। কোন কারণে হঠাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে স্বামীকে বলে বসে "তোমার নিকট এসে আমি জীবনে শান্তি পেলাম না এবং কখনো আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে না।" –আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মেয়েদেরকে স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ না হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতার প্রবণতা আমাদের নারী সমাজে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ কারণেই নারী জাতিকে এ দোষ হতে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

মু'মিনা স্ত্রী স্বামীর সর্বোত্তম সম্পদ ঃ

(١٦٢) عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) قَـالَ لَمَّـا نَزَلَتْ، "اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ" ـ (التوبة ـ ٦٤) كُنَّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ

www.pathagar.com

فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهٖ نَزَلَتْ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْعَلِمْنَا اَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهٗ فَقَالَ اَفْضَلُهٗ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهٗ عَلٰى دِيْنِهٖ - ترمذى

শব্দের অর্থ ঃ لَمَّانَزَلَتْ 'লাম্মা নাযলাত'–যখন নাযিল হলো। يَكْنِزُوْنَ 'ইয়াকনিজুনা' –সঞ্চয় করে। اَلذَّهَبُ 'আযযাহাবু' –সোনা। اَلْفِضَّةُ 'আলফিদ্দাতু' –রূপা। فَنَتَّخِذَهٗ 'ফানাত্তাখিজুহু'–অতএব আমরা তা রাখতাম। اَفْضَلُهٗ–উত্তম সম্পদ। تُعِيْنُهٗ 'তাঈনুহু'–সে তাকে সাহায্য করে।

১৬২। সাওবান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুরআনের এ আয়াত وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ الخ নাযিল হয়। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ কেউ বললো, সোনা-রূপা জমা করার বিষয়ে এ আয়াত নাযিল হয়েছে (মনে হচ্ছে সোনা-রূপা জমা করা উত্তম নয়)। আমরা যদি জানতে পারতাম কোন্ সম্পদ উত্তম তাহলে ঐ সম্পদই আমরা সংগ্রহ করতাম। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "সর্বোত্তম সম্পদ হলো আল্লাহকে স্মরণকারী জিহ্বা। কৃতজ্ঞ অন্তর ও মু'মিন স্ত্রী। যে আল্লাহর পথে স্বামীকে সাহায্য করে।"-তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, আল্লাহর যিকির জিহবা দ্বারাই করতে হবে এবং ঐ যিকিরই কাম্য, যে যিকির কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আবেগের সঙ্গে করা হয়। কোন মানুষের জন্যে ঐ স্ত্রীই আল্লাহর বড় নিয়ামত যে স্ত্রী দ্বীনদার। স্বামীর অভাব অনটনের সময় তাকে ত্যাগ না করে পরম ধৈর্যের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে থাকে। আল্লাহর পথে চলার বেলায় স্বামীর জন্য দুর্জয় বাধা না হয়ে সাহায্যকারী পরম বন্ধুরূপে কাজ করে।

নারী গৃহের কর্ত্রী ঃ

(١٦٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِبَيْتِهٖ وَالْمَرْاَةُ

www.pathagar.com

رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَالْخَادِمُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ -

শব্দের অর্থ ঃ كُلُّكُمْ 'কুল্লুকুম'–তোমাদের প্রত্যেকেই। مَسْئُوْلٌ 'মাসউলুন' –জিজ্ঞাসিত হবে। رَعِيَّتِهٖ 'রায়িয়াতিহী'–অধীনস্থদের। رَاعٍ 'রায়ীন'–রক্ষক, কর্তা।

১৬৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই যার যার অধীনস্থ লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ সে তার পরিবার-পরিজনের কর্তা। একজন স্ত্রীলোক সেও তার স্বামীর বাড়ীঘর, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির কর্ত্রী। অতএব তোমরা প্রত্যেকেই কর্তা এবং তোমাদের প্রত্যেককেই সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, "চাকর তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক।

ব্যাখ্যা ঃ নারীদেরকে তার স্বামীর বাড়িঘর ও সন্তান-সন্ততির রক্ষক বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বামী শুধু স্ত্রীর খোরপোষেরই জিম্মাদার নয় বরং সে স্ত্রীর দ্বীন এবং আখলাকেরও জিম্মাদার। অপর পক্ষে স্ত্রীর উপর রয়েছে দ্বিগুণ দায়িত্ব। একদিকে তাকে স্বামীর বাড়ি-ঘর ও ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। অপরদিকে ছেলেমেয়েদের লালন-পালনের গুরু দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়। কেননা রুজী-রোজগারের অন্বেষায় স্বামী যখন বাইরে থাকে, সন্তান-সন্ততি তখন বাড়িতে মায়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশে থাকে। এ কারণে সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষা ও প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত দায়িত্ব মাকেই বহন করতে হয়।

সন্তান-সন্ততির অধিকার

সন্তানের প্রশিক্ষণ

(١٦٤) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نُحَلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ -

- جامع الاصول، مشكوة : سعيد بن العاص

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ مَانَحَلَ 'মানাহালা'–উপহার দেয়নি। وَالِدٌ 'ওয়ালিদুন' –পিতা। وَلَدَهُ 'ওয়ালাদাহু'–তার সন্তানকে। اَفْضَلُ 'আফযালুন' –সর্বোত্তম। اَدَبٌ حَسَنٌ 'আদাবুন হাসানুন'–উত্তম প্রশিক্ষণ বা শিষ্টাচার।

১৬৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতা তার সন্তানকে যা কিছু দান করেন তন্মধ্যে সর্বোত্তম দান হলো সুশিক্ষা ও উত্তম প্রশিক্ষণ। – জামিউল উসুল, মিশকাত

নামাযের জন্য অভ্যস্ত করা ঃ

(١٦٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ الْمَضَاجِعِ۔

শব্দের অর্থ ঃ مُرُوْا 'মুরু'–আদেশদাতা। اَوْلَادَكُمْ 'আওলাদাকুম' –তোমাদের সন্তানগণকে। سَبْعُ سِنِيْنَ 'সাবউ সিনিনা'–সাত বছর। عَشَرٌ 'আশারুন'–দশ।

১৬৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানগণকে সাত বছর বয়স হলে নামাযের জন্যে আদেশ করো। নামায না পড়লে দশ বছর বয়সের সময় প্রহার করো। এ বয়সে পৌঁছলেই তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্মার্থ এই যে, সন্তান যখন সাত বছর বয়সে পৌঁছবে তখনই তাকে নামাযের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে নামায পড়তে বলতে হবে। দশ বছর বয়স হয়ে গেলেও যদি নামায না পড়ে তবে শাসন করার জন্যে তাদেরকে প্রহার করবে। তাদের নিকট এটা পরিষ্কার করে দিতে হবে যে, "তোমরা নামায না পড়লে আমরা অসন্তুষ্ট হবো।" দশ বছর বয়স হয়ে গেলেই সন্তানদেরকে এক বিছানায় না শুইয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিছানার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

www.pathagar.com

সুসন্তান সাদকায়ে জারিয়া ঃ

(١٦٦) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ ـ مسلم : ابو هريرة رض

শব্দের অর্থ ঃ مَاتَ 'মাতা'–মরে যায়। اَنْقَطَعَ 'ইনকাতাআ'–বন্ধ হয়ে যায়। عَمَلُه 'আমালুহু'–তার আমল। صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ 'সাদাকাতুন জারিয়াতুন' –সাদাকায়ে জারিয়া। يَنْتَفِعُ 'ইয়ানতাফিউ'–উপকৃত হবে। بِه 'বিহি'–দ্বারা। وَلَدٌ صَالِحٌ 'ওয়ালাদুন সালেহুন'–নেক সন্তান।

১৬৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের মৃত্যুর পর তার তিন রকমের আমল ব্যতীত সব রকমের আমলই বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমতঃ সাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয়তঃ জনহিতকর শিক্ষা। তৃতীয়তঃ এমন সুসন্তান যে তার জন্যে দোয় করতে থাকে। – মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ 'সাদকায় জারিয়ার' অর্থ এমন ধরনের জনহিতকর কাজ যার সুফল বহু দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। যেমন পুকুর কাটা। কূপ খনন করা। মুসাফিরদের জন্যে সরাইখানা তৈরি করা। রাস্তার পাশে ছায়াদানকারী বৃক্ষরোপণ করা। মক্তব ও মাদরাসার ব্যবস্থা করা কিংবা কোন কিতাব ওয়াকফ করে যাওয়া ইত্যাদি কাজ সাদকায়ে জারিয়ার অন্তর্গত। যতদিন মানুষ এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে উপকার পেতে থাকবে ততদিন সে ছওয়াব পেতে থাকবে।

জনহিতকর শিক্ষার অর্থ হলো, মৃত ব্যক্তি যদি কাউকে সুশিক্ষা দিয়ে যায় কিংবা কোন ধর্মীয় কিতাব লিখে রেখে যায় তাহলে তার ছওয়াবও সে পেতে থাকবে।

তৃতীয় যে কাজটির জন্যে সে ছওয়াব পেতে থাকবে তা হলো তার সন্তান। যাকে সে প্রথম থেকেই সুশিক্ষা প্রদান করেছে। তার চেষ্টা ও তদবীরের ফলেই সে আল্লাহভীরু ও দীনদার হতে পেরেছে। যতদিন পর্যন্ত এরূপ সন্তান দুনিয়ায় জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার কৃত সৎকাজের ছওয়াব

www.pathagar.com

সেও পেতে থাকবে। অধিকন্তু সে সুসন্তান হওয়ার কারণে স্বীয় পিতার মাগফিরাতের জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়াও করতে থাকবে।

কন্যা সন্তানকে সুশিক্ষা দানের সুফল ঃ

(١٦٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَوٰى يَتِيْمًا اِلٰى طَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ اَلْبَتَّةَ اِلاَّ اَنْ يَّعْمَلَ ذَنْبًا لاَ يُغْفَرُ وَمَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ اَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْاَخَوَاتِ فَاَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتّٰى يُغْنِيَهُنَّ اللّٰهُ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ اِثْنَتَيْنِ؟ قَالَ اَوِ اِثْنَتَيْنِ حَتّٰى لَوْ قَالُوْا اَوْ وَاحِدَةٍ فَقَالَ وَاحِدَةً وَمَنْ اَذْهَبَ اللّٰهُ كَرِيْمَتَيْهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَرِيْمَتَاهُ ؟ قَالَ عَيْنَاهُ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ–'মান'–যে ব্যক্তি। اٰوٰى–আশ্রয় দিয়েছে। اَوْجَبَ اللّٰهُ 'আওজাবাল্লাহু'–আল্লাহ ওয়াজিব করে দেবেন। مِثْلَهُنَّ 'মিছলাহুন্না' –তাদের মতো।

১৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীমকে আশ্রয় দেয়। নিজের সঙ্গে খানাপিনায় শরীক করে। আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত সুনিশ্চিতভাবে ওয়াজিব করে নিয়েছেন। অবশ্য সে যদি এমন কোন পাপ না করে যা ক্ষমার অযোগ্য। যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান কিংবা অনুরূপ তিনটি বোনকে লালন-পালন করেছে। শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে। স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত এদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তার জন্যেও জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছেন। অতঃপর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর

www.pathagar.com

রাসূল! দু'জনের সঙ্গে যদি এরূপ করা হয় ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দু'জন হলেও। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, লোকেরা যদি একজনের সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করতো তাহলে তিনি অবশ্যই বলতেন, "একজন হলেও।" আর যে ব্যক্তির নিকট থেকে আল্লাহ দু'টি উত্তম জিনিস নিয়ে গেছেন তার জন্যেও জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো দু'টো উত্তম জিনিস কি ? তিনি বললেন, তার দু'টো চোখ। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে প্রকারান্তরে একটি কথা বলা হয়েছে। যদি কোন লোকের ছেলে না হয়ে শুধু মেয়েই হতে থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে পরিপূর্ণ স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করা উচিত। তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রশিক্ষণ দানে সুশিক্ষিতা করে উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে স্নেহ ও মমত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করবে আল্লাহর রাসূল তার জন্যে জান্নাতের সুখবর দিয়েছেন। অনুরূপভাবে কোন ভাই যদি তার ছোট ছোট বোনদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে আদর-যত্ন সহকারে লালন-পালন করে। সুপাত্রে বিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতে থাকে। তাহলে তার জন্যেও আল্লাহর রাসূল জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন।

কন্যা সন্তানকে মর্যাদা ও দানের সুফল ঃ

(١٦٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ـ ابو داؤد : ابن عباس رض

শব্দের অর্থ ঃ اُنْثٰى 'উনসা'–মেয়ে সন্তান। فَلَمْ يَئِدْهَا 'ফালাম ইয়ায়িদহা'–সে তাকে মাটিতে পুতে ফেলেনি। لَمْ يُهِنْهَا 'লাম ইউহিনহা'–তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করে। لَمْ يُؤْثِرْ 'লাম ইউসির'–প্রাধান্য দেয়নি। اَدْخَلَهُ 'আদখালাহু' – তাকে প্রবেশ করাবেন।

www.pathagar.com

১৬৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির কন্যা সন্তান জন্মে এবং সে তাকে অন্ধকার যুগের রীতি অনুযায়ী জীবিত দাফন না করে। তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে। কোন পুত্র সন্তানকে তার উপর বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করবেন। –আবু দাউদ

কন্যা সন্তান জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের উপায় ঃ

(١٦٩) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ جَاءَ تْنِيْ اِمْرَاَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِيْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّا هَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ، مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ جَاءَ تْنِيْ 'জাআতনী'–আমার কাছে এলো। تَسْأَلُنِيْ 'তাসআলুনী'–সে আমার কাছে কিছু সাহায্য চাইলো। فَلَمْ تَجِدْ 'ফালাম তাজিদ'–সে পেলো না। غَيْرَ تَمْرَةٍ 'গায়রা তামারাতিন'–একটি খেজুর ব্যতিত।

১৬৯। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা তার দুটো কন্যা সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট এলো এবং তাদের জন্যে কিছু সাহায্য চাইলো। সে সময় একটি খেজুর ব্যতীত আমার ঘরে আর কিছুই পেলাম না। অতঃপর সেই খেজুরটিই আমি তাকে দিয়ে দিলাম। মহিলা খেজুরটিকে দু'ভাগ করে মেয়ে দুটোকে দিয়ে দিলো। নিজে তার একটুও খেলো না। এরপর সে উঠে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তাকে উক্ত ঘটনা খুলে বললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে ব্যক্তি কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। কিয়ামতের দিন তারা তার ও জাহান্নামের মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়াবে।"– বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ যাকে পুত্র সন্তান না দিয়ে শুধু কন্যা সন্তানই দিতে থাকেন এটাকেও আল্লাহর নিয়ামত বলে মনে করতে হবে। কেননা আল্লাহ দেখতে চান, পিতামাতা এ কন্যা সন্তানের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন। এরা রোজগার করে তাকে খাওয়াবে না। তাদের সঙ্গে চিরকাল থাকবেও না। এ অবস্থায় এদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হলে কিয়ামতের দিন তারা পিতামাতার জন্যে দোযখ থেকে নাজাতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সন্তানদের মধ্যে ন্যায় বিচার ঃ

(١٧٠) عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) اَنَّ اَبَاهُ اَتٰي بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، اِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِيْ هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا ؟ فَقَالَ لاَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ لاَ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا فِيْ اَوْلاَدِكُمْ فَرَجَعَ اَبِيْ فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ فَلاَ تُشْهِدْنِيْ اِذًا فَاِنِّيْ لاَ اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اَيَسُرُّكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا اِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟ قَالَ بَلٰي قَالَ فَلاَ اِذًا ـ بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ نَحَلْتُ 'নাহালতু'–আমি দান করলাম। غُلَامًا 'গোলাম' –একটি গোলাম। فَارْجِعْهُ–'ফারজিহু' গোলামটিকে তুমি ফিরিয়ে নাও। اَفَعَلْتَ 'আফাআলতা'–তুমি কি করেছো ? بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ–'বিওয়ালাদিক কুল্লিহিম' তোমার ছেলেদের সাথে। اتَّقُوااللّٰهَ 'ইত্তাকুল্লাহ'–আল্লাহকে ভয় করো। اِعْدِلُوْا 'ই'দিলু'–সমান আচরণ করো। فَلاَ تُشْهِدْنِيْ 'ফালা তুশহিদনী' –আমাকে সাক্ষী রেখো না। فَاِنِّيْ لَا اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ 'ফাইন্নি লাআশহাদু আলা জাওরিন'–আমি অন্যায় কাজে সাক্ষী হবো না।

www.pathagar.com

১৭০। নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমার পিতা (বশীর) আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি গোলাম আছে সেটি আমার এ ছেলেকে দান করলাম।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তোমার অন্য সব ছেলেকেও এরূপ দান করেছো?" তিনি বললেন, 'না'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ গোলাম তুমি ফিরিয়ে নাও।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তুমি কি তোমার অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেছো?" তিনি বললেন, "না"। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহকে ভয় করো। ছেলেদের মধ্যে ভেদাভেদ না করে সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করো।" (একথা শুনে) আমার পিতা বাড়িতে ফিরে গেলামটি আমার নিকট থেকে ফেরত নিয়ে নিলেন। অপর একটি বর্ণনায় আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাহলে আমাকে সাক্ষী রেখো না। আমি কোন অন্যায় কাজে সাক্ষী হবো না।" অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার সব ছেলেই তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুক এটা কি তুমি চাও?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ চাই।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাহলে এরূপ করো না।" -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেলো, নিজের সন্তানদের মধ্যে সমান ব্যবহার না করা অন্যায় ও যুলুম। যদি ছেলেদের মধ্যে সমান ব্যবহার করা না হয় তাহলে পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। বঞ্চিত সন্তানদের মনে পিতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হবে।

সন্তানদের জন্যে খরচ করা সওয়াবের কাজ ঃ

(١٧١) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ قُلْتُ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ اَجْرٌ لِّيْ فِيْ بَنِيْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْهِمْ

www.pathagar.com

وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا ؟ اِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَقَالَ نَعَمْ لَكِ اَجْرُمَا اَنْفَقْتِ عَلَيهِمْ - بخارى، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ بَنِيْ 'বানী'–সন্তানদের। اَنْفَقْتُ 'আনফাকতু'–আমি খরচ করি। لَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ 'লাস্তু বিতারিকাতিহিম'–আমি তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারি না। اِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ 'ইন্নামাহুম বানিয়্যা'–তারা তো আমারই সন্তান। لَكِ اَجْرُ 'লাকি আজরুন'–তুমি সওয়াব পাবে।

১৭১। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আবু সালমার সন্তানদের জন্যে খরচ করলে আমার সওয়াব হবে কি ? আমি তো তাদেরকে কাংগালের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করতে ছেড়ে দিতে পারি না। তারা তো আমারই সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "হ্যাঁ তাদের জন্যে তুমি যা খরচ করবে তার জন্যে তুমি সওয়াব পাবে।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রথম স্বামীর নাম আবু সালমা। আবু সালমার মৃত্যুর পর উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছিলেন। এ কারণেই তিনি আবু সালমার ঔরজাত ছেলেমেয়েদের জন্যে খরচ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

নিরূপায় কন্যার ভরণ-পোষণ করা সর্বোত্তম সাদকা ঃ

(١٧٢) اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ : اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ اِبْنَتِكَ مَرْدُوْدَةً اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ -

- ابن ماجه : سراقه بن مالك

শব্দের অর্থ ঃ اَلاَ اَدُلُّكُمْ 'আলা আদুল্লুকুম'–আমি কি তোমাদেরকে বলবে না ? اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ 'আফযালুস সাদাকাতে'–সর্বোত্তম সাদাকা। اِبْنَتُكَ 'ইবনাতুকা'–তোমার কন্যা। مَرْدُوْدَةً 'মারদুদাতুন – তোমার কাছে ফিরে এসেছে। كَاسِبُ 'কাসিবুন' – রোজগারকারী।

www.pathagar.com

১৭২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের সর্বোত্ত সাদকার কথা বলবো না ? সে হলো তোমার কন্যা। নিরূপায় হয়ে স্বামীর বাড়ি থেকে যে তোমার নিকট ফিরে এসেছে। তুমি ব্যতীত তাকে রোজগার করে খাওয়ানোর মতো কেউ নেই।"–ইবনে মাজা

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ এমন কন্যা কুৎসিত কিংবা অন্য কোন দৈহিক ত্রুটির কারণে যার বিয়ে হয়নি। অথবা বিয়ে হবার পর স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। কিংবা বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে। এরূপ অসহায় মেয়ের জন্যে বাবা যা খরচ করবেন সবই সর্বোত্তম সাদকা বলে গণ্য করা হবে।

ইয়াতীম ছেলেমেয়ের প্রতিপালনের জন্যে
দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত থাকা ঃ

(١٧٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَامْرَاَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوْ مَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اِلَي الْوُسْطٰي وَالسَّبَابَةِ اِمْرَاَةٌ اَمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰي يَتَامَاهَا حَتّٰي بَاتُوْا اَوْ مَاتُوْا ـ

ـ ابو داؤد ـ عوف بن مالك

শব্দের অর্থ ঃ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ 'সাফআউন খাদ্দাইন'–ঝলসে যাওয়া বিবর্ণ চেহারার মহিলা। اَلْوُسْطٰى 'আলউসতা'–মধ্যমা আঙ্গুল। السَّبَابَةُ 'আসমাবাবাতু'–তর্জনী আঙ্গুল।

১৭৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এবং বিবর্ণা চেহারার ঐ মহিলা কিয়ামাতের দিন এ দুটো অংগুলির ন্যায় (পাশাপাশি) অবস্থান করবো। (ইয়াযীদ ইবনে যুরাই রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ হাদীস বর্ণনাকালে মধ্যমা ও শাহাদাত আংগুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন)। যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী যুবতীর স্বামী মারা গিয়েছে এবং সে

www.pathagar.com

স্বামীর ঔরসজাত ইয়াতীম সন্তানাদির প্রতি তাকিয়ে তাদের পৃথক হওয়া কিংবা মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় বিয়ে করা থেকে বিরত রয়েছে।

–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মর্মার্থ হলো, যদি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী যুবতী নারী বিধবা হয়ে যায় এবং তার ছোট ছোট সন্তান-সন্ততি থাকে। এ অবস্থায় সে যদি এ ইয়াতীম বাচ্চাদের প্রতিপালনের জন্যে অন্য স্বামী গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং মান-সম্মান বজায় রেখে নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় জীবন কাটিয়ে দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান করবে।

ইয়াতীমের অধিকার

ইয়াতীমের প্রতিপালন ঃ

(١٧٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا ـ بخاري : سهل بن سعد رض

শব্দের অর্থ ঃ كَافِلٌ 'কাফিলুন'–প্রতিপালনকারী। فَرَّجَ 'ফাররাজা'–ফাঁক রাখলেন। بَيْنَهُمَا 'বাইনাহুমা'–দুই আঙ্গুলের মধ্যে।

১৭৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এবং ইয়াতীম ও অন্যান্য কাংগালদের প্রতিপালনকারী জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান বরবো। একথা বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত আংগুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং ইশারা করার সময় দু'আঙ্গুলের মাঝে একটু ফাঁক রাখলেন।

–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি স্থানে বসবাস করবে। শুধু ইয়াতীমদের প্রতিপালনকারীরাই এ মর্যাদা পাবে না বরং এমন প্রত্যেক লোকই এ মর্যাদা

www.pathagar.com

পাবে যারা কাংগাল ও আশ্রয়হীনদের পালন-পালনে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে।

সর্বোত্তম ও নিকৃষ্টতম পরিবার ঃ

(١٧٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ - ابن ماجه - اَبُوْ هُرَيْرَةَ رضـ

শব্দের অর্থ ঃ خَيْرُ بَيْتٍ 'খায়রু বাইতিন'–উত্তম পরিবার। شَرُّ بَيْتٍ 'শাররু বাইতিন'–নিকৃষ্টতম পরিবার। يُسَاءُ 'ইউসাউ'–দুর্ব্যবহার।

১৭৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম পরিবারের মধ্যে ঐ পরিবারই সর্বোত্তম যে পরিবারে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে মুসলিম সমাজে সেই পরিবারই নিকৃষ্টতম পরিবার, যে পরিবারে একজন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়। –ইবনে মাজা।

ইয়াতীম প্রতিপালনের চারিত্রিক উপকারিতা ঃ

(١٧٦) اِنَّ رَجُلاً شَكَا اِلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ، اِمْسَحْ رَاْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ -

- مشكوة : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ شَكَا 'শাকা'–অভিযোগ করলো। قَسْوَةُ 'কাসওয়াতুন'–কঠিন। قَلْبُهُ 'কালবুহু'–তার অন্তর, হৃদয়। اِمْسَحْ 'ইমসাহ'–হাত বুলাও। اَطْعِمْ 'আতয়িম'–খাবার দাও।

১৭৬। একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার অন্তরের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, "ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও। আর গরীব-মিসকীনকে খাবার দাও।"

–মিশকাত

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস হতে জানা গেলো, যদি কোন মানুষ অন্তরে কঠোরতা ও নির্দয়তা দূর করতে চায়, তাহলে তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে স্নেহ ও মমতার কাজ শুরু করতে হবে। যদি সে অভাবী ও ইয়াতীম অসহায় লোকদের প্রয়োজন পূরণে আত্মনিয়োগ করে তাহলে ধীরে ধীরে নির্মমতা ও কঠোরতা দূর হয়ে হৃদয়ে কোমলতা ও দয়ামায়া জন্ম নিবে।

দুর্বলের অধিকার

(١٧٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ ـ نسائي، خويلد بن عمرو رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اُحَرِّجُ 'উহাররিজু'–পবিত্র বলে ঘোষণা করছি। حَقَّ'হাক্কুন'–অধিকার। اَلضَّعْفَيْنِ 'আদ্‌দা'ফাইনি'–দু' রকমের দুর্বল।

১৭৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি দু' রকমের দুর্বল লোকের অধিকারকে পবিত্র বলে ঘোষণা করছি। তাদের একজন ইয়াতীম ও অপরজন নারী। – নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা বলার ভঙ্গি অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী। এ ভঙ্গিতেই তিনি জনসাধারণকে ইয়াতীম ও নারী জাতির অধিকার সংরক্ষণের জন্যে উপদেশ দান করেছেন। ইসলাম পূর্ব যুগে আরব বিশ্বে এ দু' শ্রেণীর মানুষের উপরই সবচেয়ে বেশি নির্যাতন ও নিপীড়ন হতো। অনাথ ও ইয়াতীমদের অধিকার হরণ করে সর্বত্রই তাদের উপর চালানো হতো নির্দয় অত্যাচার। এভাবে নারী জাতিরও সে সমাজে কোন মান-মর্যাদা ছিলো না। তারা সবাই নির্যাতিত ও নিগৃহীত হতো।

ইয়াতীমের সম্পত্তিতে অভিভাবকের হক ঃ

(١٧٨) اِنَّ رَجُلاً اَتَيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّيْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ وَلِيَ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَّلاَ مُبَادِرٍ وَلاَ مُتَاَثِّلٍ ـ ابو داؤد

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ اَتٰى 'আতা'–এলো। كُلْ 'কুল'–খাও। مُسْرِفٍ 'মুসরেফীন'– তাড়াহুড়া করে। مُتَاَثِّلٍ 'মুতাআসসিলীন'–আত্মসাত করা।

১৭৮। একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, আমি একজন নিঃস্ব দরিদ্র লোক। আমার কোন সহায়-সম্পদ নেই। আমার অধীনে একজন (সম্পদশালী) ইয়াতীম আছে। (আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু পেতে পারি ?) তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার অধীনস্থ ইয়াতীমের মাল অপব্যয়, তাড়াহুড়া ও আত্মসাতের চিন্তা না করলে নিজের জন্য খরচ করতে পারো।–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন ইয়াতীমের অভিভাবক সম্পদশালী হয় তাহলে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ইয়াতীমের সম্পদ থেকে নিজের খরচের জন্যে কিছুই নিতে পারবে না। অভিভাবক যদি দরিদ্র ও অভাবী হয় আর ইয়াতীম যদি সম্পদশালী হয় তাহলে অভিভাবক সে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে ও তা বাড়ানোর চেষ্টা চালাবে এবং তা থেকে প্রয়োজনানুসারে নিজের খরচ গ্রহণ করবে। কোন ইয়াতীমের সম্পদ এমনভাবে খরচ করা জায়েয নয় যাতে সে বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তার যাবতীয় সম্পদ শেষ হয়ে যায়। ইয়াতীমের সম্পদকে কোন অভিভাবক নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারবে না। যে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজের সম্পদ বানিয়ে নেয় কিংবা ইয়াতীমের বয়োঃপ্রাপ্তির পূর্বেই তার সমস্ত সম্পদ লুটেপুটে খেয়ে সাবাড় করে দেয় তার পরিণাম খুবই খারাপ।

আল্লাহ তায়ালা ইয়াতীমের ধন-সম্পদ সম্পর্কে সূরায়ে নিসায় যে আদেশ দিয়েছেন এ হাদীসে তাই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَاتَاْكُلُوْهَا اِسْرَفًا وَّبِدَارً اَنْ يَّكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ـ النساء ـ ٦

অর্থাৎ অপরিমিতভাবে ও তাদের বড় হয়ে যাবার ভয়ে ইয়াতীমের মাল তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেলো না। তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তারা ইয়াতীমের সম্পদ খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যারা অভাবী ও দরিদ্র তারা নিয়ম মাফিক খরচ করতে পারবে।

www.pathagar.com

পালনাধীন ইয়াতীমকে শাসন করা ঃ

(١٧٩) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِيْ؟ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهٖ وَلاَ مُتَاَثِّلاً مِّنْ مَالِهٖ مَالاً ـ معجم طبراني

শব্দের অর্থ ঃ اَضْرِبُ 'আদরিবু'–আমি মারধোর করতে পারি। وَلَدَكَ 'ওয়ালাদাকা'–তোমার ঔরসজাত সন্তানকে। مَالَكَ 'মালাকা'–তোমার সম্পদ।

১৭৯। জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পালনাধীন ইয়াতীমকে কি কি কারণে মারধোর করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে সমস্ত কারণে তুমি তোমার ঔরসজাত সন্তানকে মারতে পারো। সাবধান! তোমার সম্পদ বাঁচানোর জন্যে তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করো না। –মুজামে তিবরানী

ব্যাখ্যা ঃ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে নিজের সন্তানকে মারধোর করা যেতে পারে। অধীনস্থ ইয়াতীমকেও লেখাপড়া এবং আদব তমিজ শিক্ষাদানের জন্যে শাসন করা যাবে। অনর্থক নিজের ছেলেমেয়েদেরকেই মারধোর করা সুন্নাতের পরিপন্থী অন্যায় কাজ। আর ইয়াতীমকে অযথা মারধোর করাতো আরো জঘন্য অপরাধ।

মেহমানের অধিকার

মেহমানদারী করা ঈমানের দাবী

(١٨٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ ـ بخاري، مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ يُؤْمِنُ 'ইউমিনু'–বিশ্বাসী। فَلْيُكْرِمْ 'ফালইউকারিম'–সে যেনো মেহমানদারী করে। ضَيْفَهٗ 'দাইফাহু'–মেহমানের।

www.pathagar.com

১৮০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী তার উচিত মেহমানের মেহমানদারী করা।
–বুখারী, মুসলিম

মেহমানদারীর সময়সীমা ঃ

(١٨١) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَالِكَ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّثْوِيَ عِنْدَهُ حَتّٰي يَحْرِجَهُ - متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ جَائِزَهُ 'জায়িজুহু'–তার আপ্যায়ন করা। اَلضِّيَافَةُ 'আদদিয়াফাতুন'–মেহমানদারী। لَايَحِلُّ 'লা ইয়াহিল্লু'–জায়েয নয়।

১৮১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, "আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির উচিত মেহমানের মেহমানদারী করা। প্রথম দিন পুরস্কার ও উপহারের দিন। তিন দিন মেহমানকে উত্তম খানাপিনায় আপ্যায়িত করতে হবে। আতিথেয়তা তিন দিন (অর্থাৎ ২য় ও ৩য় দিন জাঁক-জমকপূর্ণ খানা-পিনার ব্যবস্থা করা নীতিগতভাবে জরুরী নয়) এরপর সে (অতিথির জন্য) যা করবে সবই তার পক্ষে সাদকা বলে গণ্য করা হবে। মেহমানের পক্ষে মেজবানের নিকট এর চেয়ে বেশি দিন অবস্থান করে তাকে অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় ফেলা জায়েয নয়। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে মেহমান মেজবান উভয়কে উপদেশ দেয়া হয়েছে। মেহমানকে উপযুক্তভাবে আপ্যায়ন করার জন্যে মেজবানকে বলা হয়েছে। শুধু খানাপিনার কথাই বলা হয়নি বরং হাসিমুখে কথা বলা ও উৎফুল্ল চিত্তে স্বাগত জানানো মেহমানদারীর অন্তর্ভুক্ত।

মেহমানকে এভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যখন কোথাও মেহমান হয়ে যাবে তখন একই বাড়িতে দিনের পর দিন মেহমান সেজে বসে থেকে মেজবানের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করবে না। মুসলিম শরীফের অপর

www.pathagar.com

একটি হাদীসে এ হাদীসটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। সে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন মুসলমানের জন্যে তার কোন ভাই-এর বাড়িতে দিনের পর দিন অবস্থান করে তাকে অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় ফেলা জায়েয নয়।" লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "হে আল্লাহর রাসূল ? সে কিভাবে তাকে পেরেশান করবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "সে এখানে মেহমান সেজে অবস্থান করতে থাকবে আর তার আদর আপ্যায়নের জন্যে মেজবানের কাছে কিছুই না থাকলে সে পেরেশান হয়ে উঠবে।"

প্রতিবেশীর অধিকার

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া বেঈমানী ঃ

(١٨٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لاَيُؤمِنُ، وَاللّٰهِ لاَيُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ - متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ لاَيُؤْمِنُ 'লাইউমিনু'–সে মু'মিন নয়। وَاللّٰهِ 'ওয়াল্লাহী'–আল্লাহর কসম। قِيْلَ 'কীলা'–জিজ্ঞেস করা হলো। اَلَّذِى لاَيُؤْمَنُ ' আল্লাযী লাইউমানু'–যারা নিরাপদ নয়। جَارُهُ 'জারুহু'–তার প্রতিবেশী। بَوَائِقَهُ - 'বাওয়ায়িকাহু'–তার কষ্ট।

১৮২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর শপথ, সে মু'মিন নয়। আল্লাহর শপথ, সে মু'মিন নয়। আল্লাহর শপথ, সে মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সে ব্যক্তি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নয়। –বুখারী, মুসলিম

প্রতিবেশীর মর্যাদা ঃ

(١٨٣) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰي ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوْرِثُهُ - متفق عليه : عائشة رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ مَازَالَ 'মাযালা'–একাধারে। يُوْصِيْنِيْ 'ইউসিনী' –আমাকে তাকীদ, উপদেশ করতেই ছিলেন। بِالْجَارِ 'বিলজারি'– প্রতিবেশিদের সম্পর্কে। سَيُوَرِّثُهُ 'সাইউওয়াররিসুহু'–প্রতিবেশীকে উত্তরাধীকার বানিয়ে দেয়া হবে।

১৮৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিবরীল আলাইহিস সালাম একাধারে আমাকে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্যে তাকিদ করতেই ছিলেন শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই হয়তো এক প্রতিবেশীকে অপর প্রতিবেশীর উত্তরাধিকার বানিয়ে দেয়া হবে। –বুখারী, মুসিলম

মু'মিনের প্রতিবেশী উপবাস থাকতে পারে না ঃ

(١٨٤) عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ ـ مشكوة ـ

শব্দের অর্থ ঃ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ 'বিল্লাজী ইয়াশবাউ'–যে পেট পুরে খায়। جَارُهُ 'জারুহু'–তার প্রতিবেশী। جَائِعٌ 'জায়েউন'–না খেয়ে উপোষ থাকে।

১৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সে ব্যক্ত মু'মিন নয় যে ব্যক্তি পেটপুরে খায় আর তার প্রতিবেশী তার পাশে না খেয়ে উপোষ থাকে। –মিশকাত

প্রতিবেশীর খবরাখবর নেয়া ঃ

(١٨٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَبَاذَرٍّ (رضـ) اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَلَكْثِرْ مَاءَ هَاوَ تَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ ـ مسلم

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ اِذَا طَبَخْتَ 'ইজা তাবাখতা'–তুমি তরকারী পাকাবে। مَرَقَةً فَاَكْثِرْ 'মারাকাতান ফাআকসির'–তখন এতে একটু বেশি করে পানি দিও। تَعَاهَدْ 'তাআহাদ'–খোঁজখবর নিও। جِيْرَانَكَ–তোমার প্রতিবেশীর।

১৮৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বললেন ঃ হে আবু যর! যখন তুমি তরকারী পাকাবে তখন এতে একটু পানি বেশি দিও। তোমার প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিও।–মুসলিম

প্রতিবেশীদের নিকট উপহার বিনিময়ের গুরুত্ব ঃ

(١٨٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَاتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ـ متفق عليه

শব্দের অর্থ ঃ لَاتَحْقِرَنَّ 'লাতাহকিরান্না'–তুচ্ছ মনে করবে না। فِرْسِنُ 'ফিরসিনুন'–পায়া। شَاةٍ 'শাতিন'–ছাগল।

১৮৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনীকে উপহার দেয়ার ব্যাপারে উপেক্ষা করবে না। যদিও সে উহার কোন বকরীর পায়ের একটি পায়াও হয়।"- বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মেয়েরা স্বভাবত কোন সামান্য জিনিস তার প্রতিবেশির ঘরে পাঠাতে চায় না। তারা সর্বদাই কোন উত্তম জিনিস পাঠাতে চায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী জাতিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, ছোট-খাট এবং সামান্য জিনিস হলেও প্রতিবেশীর নিকট পাঠিয়ো। যদি কোন মহিলার নিকট প্রবিতেশীর পক্ষ থেকে সামান্য জিনিসও উপহার হিসেবে আসে তাহলে উৎসাহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে তা গ্রহণ করো। এটাকে তুচ্ছ মনে করো না এবং সমালোচনাও করো না।

সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রতিবেশী ঃ

(١٨٧) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِيْ ؟ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا ـ بخاري

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ جَارَيْنِ 'জারাইনি'–দুইজন প্রতিবেশী। أُهْدِيْ 'আহদী' –আমি উপহার পাঠাবো। اَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا 'আকরাবিহিমা মিনকা বাবান'–দরজার দিক দিয়ে যে তোমার বেশি নিকটবর্তী।

১৮৭। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। তাদের মধ্যে কার নিকট উপহার পাঠাবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "দরজার দিক দিয়ে যে বেশি তোমার নিকটবর্তী। – বুখারী

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচারের পন্থা ঃ

(١٨٨) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا ائْتُمِنَ وَالْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ - مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ مَنْ سَرَّهُ 'মান সাররাহু'–যে চায়, খুশি হয়। اَنْ يُّحِبَّهُ 'আন ইউহিব্বাহু'–তাকে ভালোবাসুক। فَلْيَصْدُقْ 'ফালইয়াসদুক'–সে যেনো সত্য কথা বলে।

১৮৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চায় আল্লাহ ও তার রাসূল তাকে ভালবাসুক তাহলে তার উচিত কথা বলার সময় সত্য কথা বলা। আমানতদারের আমানত ফিরিয়ে দেয়া। প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। –মিশকাত

প্রতিবেশীর সাথে ব্যবহারের পরিণাম জান্নাত কিংবা জাহান্নাম ঃ

(١٨٩) قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فَلَانَةً تُذْكَرُمِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ قِلَّةُ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وصَلَاتِهَا وَانَّهَا تَصَدَّقُ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاَقِطِ وَلَا تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا، قَالَ هِيَ فِيْ الْجَنَّةِ - مشكوة : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ تُذْكَرُ 'তুযকারু'–বিখ্যাত, আলোচিত। تُؤْذِيْ 'তুযী' –কষ্ট দেয়। جِيْرَانَهَا 'জিরানাহা'–তার প্রতিবেশীকে। فُلَانَةَ 'ফুলানাতান'–অমুক। قِلَّةُ 'কিল্লাতুন'–কম। بِالْاَثْوَارِ 'বিল আসওয়ারী' –ছোট টুকরা। اَلْاَقِطُ 'আলআকতু'–পানীয়।

১৮৯। একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলো, "হে আল্লাহর রাসূল! অমুক স্ত্রীলোকটি অধিক নামায, অধিক রোযা ও অধিক দান খয়রাতের জন্যে বিখ্যাত কিন্তু সে প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ট দেয়।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে জাহান্নামে যাবে।" সে আবার আরজ করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! অমুক স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, সে নামায কম পড়ে, রোযা কম রাখে এবং দান কম করে। কিন্তু মুখের ভাষা দিয়ে কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে জান্নাতবাসিনী হবে।" –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটির জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হলো সে প্রতিবেশীর অধিকার হরণ করেছে। ব্যবহার, আচার-আচরণ ও কথাবার্তা দ্বারা কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া, জ্বালাতন না করাও প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর কর্তব্য। এ স্ত্রীলোকটি প্রতিবেশীর প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেনি এবং প্রতিবেশীর নিকট থেকে তার এ অপরাধের জন্যে ক্ষমাও চেয়ে নেয়নি। সুতরাং এ অপরাধের জন্যেই তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

কিয়ামতের প্রথম মুকদ্দামা–প্রতিবেশীর ঝগড়া ঃ

(١٩٠) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ - مشكوة - عقبة بن عامر رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ خَصْمَيْنِ 'খাসমাইনি'–দু ব্যক্তির মামলা। جَارَانِ 'জারানি'–দুই প্রতিবেশী।

১৯০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন যে দু' ব্যক্তির মামলা সর্বপ্রথম পেশ করা হবে তারা হলো দু'জন প্রতিবেশী। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের অধিকার হরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বপ্রথম এমন দু' ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে যারা দুনিয়ায় একে অপরের প্রতিবেশী ছিলো। কিন্তু দুনিয়ায় প্রতিবেশীর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিলো তা পালন না করে একে অপরের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত ছিলো। একে অপরের উপর অত্যাচার করেছে ও নিপীড়ন চালিয়েছে। সুতরাং এ দু' ব্যক্তির মামলাই আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম পেশ করা হবে।

ফকীর ও মিসকীনদের অধিকার

নিঃস্ব কাংগালদের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক ঃ

(١٩١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَابْنَ اٰدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ؟ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذَالِكَ عِنْدِىْ، يَا ابْنَ اٰدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ، قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذَالِكَ عِنْدِىْ ـ مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِسْتَطْعَمْتُكَ 'ইস্তাতআমতুকা'–আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম। فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ 'ফালাম তুতইমনি'–তুমি আমাকে খাবার

www.pathagar.com

দাওনি। أُطْعِمُكَ 'উতএমুকা'–আমি তোমাকে খাওয়াবো। اِسْتَطْعَمَكَ 'ইস্তাতআমাকা' – তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলো।

১৯১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ (মানুষকে লক্ষ্য করে) বলবেন ঃ "হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি।" সে ব্যক্তি নিবেদন করবে, "হে আমার প্রতিপালক। আমি তোমাকে কিভাবে খাওয়াতে পারি! তুমিই তো সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা।" আল্লাহ বলবেন, "তুমি কি জান না ? আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল। তুমি তাকে খাবার দাওনি। তোমার কি জানা ছিল না, যদি তাকে সেদিন খাওয়াতে তাহলে আজ সে খাবার আমার নিকট পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি পান করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে আরজ করবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করতাম! তুমিই তো সমস্ত বিশ্বজাহানের পালনকর্তা। আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিলো। তুমি তাকে পানি দাওনি। যদি তুমি সেদিন তাকে পানি পান করাতে তাহলে সে পানি আজ আমার এখানে পেতে।–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো। ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া ও তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। এ ধরনের সৎকাজের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা যায়।

ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান ঃ

(١٩٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا ـ مشكوة ـ انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ 'আফযালুস সাদাকাতি'–সর্বোত্তম সাদকা। اَنْ تُشْبِعَ 'আন তুশবিআ'–পেটপুরে খাওয়ানো। جَائِعًا 'জায়িয়ান'–ক্ষুধার্তকে।

১৯২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম সাদকা হলো কোন ক্ষুধার্তকে পেটপুরে খাওয়ানো। –মিশকাত

www.pathagar.com

সাহায্য প্রার্থীর সাথে আচরণ ঃ

(١٩٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوْا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ - مشكوة : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ رُدُّوْا 'রুদ্দু' –কিছু না দিয়ে বিদায় করো। اَلسَّائِلَ 'আসসায়িলা' –সাহায্য প্রার্থীকে। بِظِلْفٍ 'বিজিলফিন'–পায়া। مُحْرَقٍ 'মুহরাকীন'–ঝলসানো।

১৯৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাহায্য প্রার্থীকে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করো যদি সেটা ঝলসানো পায়াও হয়। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যদি কোন দরিদ্র সাহায্যপ্রার্থী তোমার দরজায় সাহায্যের জন্যে আসে, তবে তাকে বিমুখ করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না। কিছু না কিছু দেয়ার জন্যে অবশ্যই চেষ্টা করো। ঘরে যদি দেয়ার মতো কোন ভাল জিনিস না থাকে তবে যৎসামান্য জিনিস হলেও হাতে দিয়ে দিও। তবু খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না।

সহানুভূতি পাবার যোগ্য মিসকিন ঃ

(١٩٤) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَي النَّاسَ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنِ الْمِسْكِيْنَ الَّذِيْ لَايَجِدُ غِنًي يُغْنِيْهِ وَلَا يَقْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ - بخاري، مسلم

শব্দের অর্থ ঃ يَطُوْفُ 'ইয়াতুফু'–দ্বারে দ্বারে ঘুরা। عَلَى النَّاسِ 'আলান্নাসি'–লোকদের কাছে। تَرُدُّهُ 'তারুদ্দুহু'–তাকে বিদায় দেয়া হয়। وَلَايُفْطَنُ لَهُ 'ওয়ালা ইউফতানু লাহু'–তার বিষয়ে কিছু বুঝে না। فَيُتَصَدَّقُ 'ফাইয়াতাসাদ্দাকু'–তারপর তাকে সাদকা দিবে। فَيَسْئَلُ 'ফাইয়াসআলু' –সে ভিক্ষা করবে।

www.pathagar.com

১৯৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি মিসকীন নয় যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে একমুঠো দু'মুঠো করে খাবার চেয়ে ও একটি দু'টো করে খেজুর সংগ্রহ করে বেড়ায়। সত্যিকারের মিসকীন হলো ঐ ব্যক্তি যার প্রয়োজন পূরণের মতো সম্পদ নেই এবং লোকেরাও তার অভাবের কথা না জানার কারণে সাহায্য করতে পারে না। সে মানুষের কাছেও হাত পেতে ফিরে না। –বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল মুসলিম জাতিকে এ উপদেশ দিয়েছেন যে, সাহায্য করার জন্যে এমন ধরনের লোককে খুঁজে বের করতে হবে যারা দরিদ্র ও অভাব অনটনে জর্জরিত। কিন্তু সম্ভ্রম ও আত্মসম্মান বোধের কারণে কারো কাছে হাত পাততে পারে না। মিসকীনদের ন্যায় চেহারা করে ঘুরতেও পারে না। এ ধরনের অভাবী ও দরিদ্রকে খুঁজে খুঁজে বের করে সাহায্য করা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ।

বিধবা ও মিসকীনদের প্রতি লক্ষ্য রাখার ফযীলত ঃ

(١٩٥) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِيْ عَلَي الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ، قَالَ وَكَالْقَائِمِ الَّذِيْ لَايَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِيْ لَا يُفْطِرُ - بخاري : ابو هريرة

শব্দের অর্থ ঃ اَلسَّاعِيُ 'আসসায়িউ'–চেষ্টা তদবীরকারী। اَلاَرْمَلَةِ 'আল আরমালাতি'–বিধবা। اَحْسِبُهُ قَالَ 'আহসাবুহু কালা'–আমার মনে হয় তিনি বলেছেন। لَايَفْتُرُ 'লা ইয়াফতুরু'–সে ক্লান্ত হয় না।

১৯৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিধবা ও মিকীনদের (অভাব অনটন দূর করার) জন্য চেষ্টা-তদবীরকারীর মর্যাদা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। (আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন) আমি মনে করি তিনি বলেছেন, "ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সারা রাত জেগে আল্লাহর বন্দেগী করে এবং ইফতার না করে একাধারে রোযা রাখে।" –বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

চাকর-বাকরের অধিকার ঃ

(١٩٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَمُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَايُطِيْقُ - مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ لِلْمَمْلُوْكِ 'লিলমামলুকি'–দাস-দাসীদের জন্য। لَايُكَلَّفُ 'লাইউকাল্লাফু'–কষ্ট দেয়া যাবে না। مَا يُطِيْقُ 'মাইউতিকু'–সাধ্যানুযায়ী।

১৯৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দাস-দাসীদের অধিকার হলো, তাদেরকে খাদ্য ও পোশাক দেয়া। তাদের উপর এমন কাজের বোঝা চাপাবে না যা বহন করার শক্তি তাদের নেই। –মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মূল হাদীসে 'মামলুক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ দাস-দাসী। ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে দাস প্রথা প্রচলিত ছিলো। মানুষ দাস-দাসীদের সঙ্গে মানবেতর ব্যবহার করতো। তাদেরকে ঠিকমতো খাদ্য ও পোশাক সরবরাহ করতো না। অধিকন্তু তাদের উপর সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতো।

ইসলামের অভ্যুদ্বয়ের সময়ও এ প্রথা বর্তমান ছিলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানগণকে তাদের সংগে মানবিক আচার-আচরণ করার জন্যে বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন। তাদেরকে ওই জিনিসই খাওয়াতে বলেছেন যা নিজেরা খাবে। ঐ ধরনের কাপড়ই পরাতে বলেছেন যা তারা নিজেরা পরিধান করে। তার সামর্থ অনুযায়ী কাজ দেবার জন্যে বলেছেন।

যে সমস্ত চাকর-বাকর সারাদিন মনিবের খেদমতে লিপ্ত থাকে তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। চাকর-বাকরদের সঙ্গে আচার-আচরণ করার ক্ষেত্রে আবু কালাবা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর হাদীসটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আবু কালাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু গভর্নর থাকাকালীন সময়ে জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এসে দেখলো, তিনি আটা খামির করছেন। নিজ হাতে আটা খামির করার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, "আমার চাকরটিকে একটি কাজের জন্যে

www.pathagar.com

বাইরে পাঠিয়েছি। আর আমি এটা পছন্দ করি না দু'টো কাজের ভারই একা তার উপর পড়ুক।"

ভৃত্যদের খাবার ও পোশাক পরিচ্ছদ কেমন হবে?

(١٩٧) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنَّهُ عَلَيْهِ - بخارى، مسلم : ابو هريره رضـ

শব্দের অর্থ ঃ اِخْوَانُكُمْ 'ইখওয়ানুকুম'–তোমাদের ভাই। تَحْتَ 'তাহতা'–অধীন। فَلْيُطْعِمْهُ 'ফালইউতয়িমহু'–তাকে খেতে দিতে হবে। وَلْيُلْبِسْهُ 'ওয়াল ইউলবিসহু'–পোশাক পরাতে হবে।

১৯৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চাকর-বাকর ও দাস-দাসীরা হলো তোমাদের ভাই। আল্লাহই তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছে। সুতরাং যে ভাইকে আল্লাহ তোমাদের কারো অধীন করে দিয়েছেন তাকে সে জিনিসই খাওয়াতে হবে যা সে খায়, সে ধরনের পোশাক পরাতে হবে যা সে পরিধান করে। সাধ্যাতীত কাজের কোন বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিবে না। যদি এমন কোনো কাজের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয় যা করা তার পক্ষে কঠিন, তাহলে তাকে সে কাজে সাহায্য করবে। -বুখারী, মুসলিম

(١٩٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَنَعَ لاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامُهُ. ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَاْكُلْ، فَاِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلاً فَلْيَضَعْ فِيْ يَدِهِ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْاُكْلَتَيْنِ - بخاري، مسلم : ابو هريرة رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ صَنَعَ 'সানাআ'–সে তৈরি করে। خَادِمُهُ 'খাদিমুহু' –চাকর। جَاءَهُ بِهِ 'জায়াহু বিহি'– তা তার নিকট নিয়ে আসে। فَلْيُقْعِدْهُ 'ফাল ইউকইদহু'–তাকে যেন বসায়। مَشْفُوْهًا 'মাশফুহান' –খাবারের পরিমাণ কম হলে। اُكْلَةٌ 'উকলাতুন'–এক লোকমা।

১৯৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের কারো কোন চাকর (বাবুর্চী) এমন কোন খাবার পাক করে তার সামনে নিয়ে আসে যা পাক করার সময় তাপ ও ধোঁয়ার কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়েছে, তাহলে তাকে সঙ্গে খাওয়াবে। যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হয় তাহলে এক লোকমা হলেও তা হতে দেবে। –মুসলিম

ভৃত্যদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার ঃ

(١٩٩) عَنْ اَبِيْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰـهُ عَلَـيْـهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُـلُ الْـجَنَّةَ سَيِّـئُ الْـمَلَكَةِ، قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰـهُ عَلَـيْـهِ وَسَلَّـمَ اَلَيْسَ اَخْـبَـرْتَنَا اَنَّ هٰذِهِ الْاُمَّـةُ اَكْثَـرُ اُمَمٍ مَـمْلُوْكِـيْـنَ وَيَتَـامٰي ؟ قَـالَ نَـعَمْ، فَـاَكْرِ مُـوْهُـمْ كَـرَامَـةِ اَوْلَادِكُمْ وَاَطْعِمُوْهُـمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ ـ ابن ماجه

শব্দের অর্থ ঃ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ 'সাইয়্যেইল মালাকাতি'–চাকর-বাকর ও দাস-দাসীর প্রতি ক্ষমতার অপপ্রয়োগকারী। اَلَيْسَ اَخْبَرْتَنَا 'আলাইসা আখবারতানা'–আপনি কি আমাদেরকে জানাননি। مَمْلُوْكِيْنِ 'মামলুকাইনি' –দাস-দাসী। فَاَكْرِمُوْهُمْ 'ফাআকরিমুহুম'–তাদেরকে সম্মান করো।

১৯৯। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অধীনস্থ চাকর-বাকর ও

www.pathagar.com

দাস-দাসীদের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহারকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি একথা আমাদেরকে বলেননি, অন্যান্য জাতির তুলনায় এ জাতির মধ্যে গোলাম ও ইয়াতীমের সংখ্যা হবে বেশি। তিনি বললেন হ্যাঁ, অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের ন্যায় তাদের আদর-যত্ন করবে এবং তোমরা যা খাবে তাই তাদেরকে খাওয়াবে। –ইবনে মাজা

দাস-দাসীকে প্রহার করা নিষেধ ঃ

(٢٠٠) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَ لِعَلِيٍّ غُلَامًا فَقَالَ، لَا تَضْرِبْهُ فَاِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ اَهْلِ الصَّلٰوةِ وَقَدْ رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْ ـ مشكوة : ابو امامة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ وَهَبَ 'ওয়াহাবা'–তিনি দান করলেন। لَاتَضْرِبْهُ 'লাতাদরিবহু'– তাকে মারধর করো না। نُهِيْتُ 'নূহীতু'–আমি নিষিদ্ধ।

২০০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে একজন গোলাম দান করে বললেন ঃ একে মারধোর করো না। কেননা নামাযী ব্যক্তিকে মারধোর করা হতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমি নিজে তাকে নামায পড়তে দেখেছি।"–মিশকাত

সফর সঙ্গীর অধিকার

জনসেবার প্রতিযোগিতা ঃ

(٢٠١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ، لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلَّا الشَّهَادَةَ ـ

ـ مشكوة : سهل بن سعد

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ سَيِّدُ الْقَوْمِ 'সাইয়্যেদুল কাউমি'–জাতির নেতা। خَادِمُهُمْ 'খাদিমুহুম'–তাদের সেবক। لَمْ يَسْبِقْهُ 'লাম ইয়াসবিকুহু'–তার থেকে কেউ এগিয়ে পারবে না। اِلاَّ الشَّهَادَةُ 'ইল্লাশ শাহাদাতু'–আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত ছাড়া।

২০১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাতির নেতাই তাদের সেবক। সুতরাং যে ব্যক্তি জনগণের খিদমতে এগিয়ে যাবে শাহাদাতের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ দিয়ে তার থেকে কেউ এগিয়ে যেতে পারবে না। –মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কাফেলার সফর সঙ্গী হয় তার উচিত সহযাত্রীদের খিদমত করা। তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দানের চেষ্টা করা। এরূপ জনসেবায় সওয়াব এত বেশি যে, আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে শাহাদত বরণ করা ব্যতীত অন্য কোন পথে এর চেয়ে বেশি ছওয়াব লাভ করা যায় না।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস সফরসঙ্গীকে দিয়ে দেয়া ঃ

(٢٠٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلٰي رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَصْرِفُ وَجْهَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰي مَنْ لاَّ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰي مَنْ لاَّزَادَلَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰي رَاَيْنَا اَنَّهُ لاَ حَقَّ لاَحَدٍمِّنَّا فِي الْفَضْلِ ـ مسلم

শব্দের অর্থ ঃ رَحِلَةٌ 'রাহিলাতুন'–উটনী। فَجَعَلَ يَصْرِفُ 'ফাজাআলা ইয়াসরিফু'–তাকাতে লাগলেন। يَمِيْنًا وَشِمَالاً 'ইমায়িনান ও

www.pathagar.com

শিমালান'–ডানে বামে। فَضْلُ ظَهْرٍ –'ফায্লু যহরিন' অতিরিক্ত বাহন। فَضْلُ زَادٍ 'ফাযলু যাদিন'–অতিরিক্ত খাদ্য।

২০২। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডানে বামে তাকাতে লাগলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী (ভারবাহী পশু) আছে তা যেনো সে এমন এক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কোন সওয়ারী নেই। যার কাছে অতিরিক্ত খাদ্য আছে তা যেনো সে এমন কোন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার নিকট খাদ্য নেই। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বহু ধরনের মালের কথা গুণে গুণে বলে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত আমরা অনুভব করলাম যে, অতিরিক্ত জিনিসের উপর আমাদের কারোরই কোন অধিকার নেই।

–মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আগন্তুক ছিল একজন অভাবগ্রস্ত লোক। সে ডানে বামে তাকিয়ে তাকিয়ে এটা চেয়েছিল যে, লোকেরা তাকে সাহায্য করুক।

শয়তানের ঘর ও তার সাওয়ারী ঃ

(٢٠٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ اِبْلُ وَبُيُوْتٌ لِلشَّيَاطِيْنِ وَاَمَّا اِبْلُ الشَّيَاطِيْنَ فَقَدْ رَاَيْتُهَا يَخْرُجُ اَحَدُكُمْ بِنَجِيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ اَسْمَنَهَا فَلاَ يَعْلُوْا بَعِيْرًا مِنْهَا وَيَمُرُّ بِاَخِيْهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلاَ يَحْمِلُهُ وَاَمَّا بُيُوْتُ الشَّيَاطِيْنَ فَلَمْ اَرَهَا ـ

ـ ابو ادرد : سعيد بن ابي هند عن ابى هريرة رضـ

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ اِبْلُ الشَّيَاطِيْنِ 'ইবেলুশ শায়তীন'–শয়তানের উট। اَحَدُكُمْ 'আহাদুকুম'–তোমাদের কেউ। بِنَجِيْبَاتٍ 'বিনাজিবাতিনি'–নাদুস নুদুস। فَلاَ يَحْمِلُهُ 'ফালা ইয়াহমিলুহু'–তাকে উঠিয়ে নেয় না।

২০৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিছু উট এবং কিছু ঘর শয়তানের ভাগে পড়ে। শয়তানের উট তো আমি অবশ্যই দেখেছি (এভাবে) যে, তোমাদের কেউ কেউ বহু মোটা তাজা নাদুস-নুদুস উট সঙ্গে নিয়ে বের হয়। এদের কোনটির উপরই সে আরোহণ করে না। সে এগুলো নিয়ে এমন ভাইদের নিকট দিয়ে গমন করে যার আরোহণ করার মতো কোন পশু নেই। অথচ তাকে সে তার উটের উপর উঠিয়ে নেয় না এবং শয়তানের ঘর কোন্‌গুলো আমি তা দেখিনি।"–আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ "শতানের ঘর" বলতে ঐ সমস্ত ঘরকে বুঝানো হয়েছে। যেগুলো বিনা প্রয়োজনে শুধু সম্পদের প্রাচুর্য দেখানোর জন্যে তৈরি করা হয়ে থাকে। যারা এ সমস্ত ঘর তৈরি করে তারা নিজেরাও এগুলোতে বসবাস করে না এবং যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকেও এখানে থাকতে দেয়া হয় না। ধন-সম্পদের প্রদর্শনী ইসলাম মোটেই পছন্দ করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এ ধনের শয়তানের ঘর দেখেননি। কারণ সে যুগে এ ধরনের সম্পদ প্রদর্শনেচ্ছু লোক ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ এ ধরনের ঘর দেখেছেন এবং দেখতে পাচ্ছি।

রাস্তা বন্ধ করার দোষ ঃ

(٢٠٤) عَنْ مَعَاذٍ (رضـ) قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوْا الطَّرِيْقَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُّنَادِيْ فِي النَّاسِ اَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً اَوْقَطَعَ الطَّرِيْقَ فَلاَ جِهَادَ لَهُ - ابو داؤد

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ঃ غَزَوْنَا 'গাযাওনা'–আমরা যুদ্ধ করেছি। فَضَيَّقَ النَّاسُ 'ফাদাইয়্যাকান্নাসু'–লোকেরা সংকীর্ণ করে দিলো। اَلْمَنَازِلَ 'আল মানাজিলা'–আবাস স্থল। فَقَطَعُوْاالطَّرِيْقَ 'ফাকাতাউত ত্বরীকা'–তারপর যারা রাস্তা বন্ধ করে দেয়। اَلْمُنَادِىَ 'আলমুনাদী'–ঘোষণাকারী।

২০৪। মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক যুদ্ধে গিয়েছিলাম। লোকেরা যখন (তাবু খাঁটিয়ে) অবতরণের জায়গাটিকে ছোট করে ফেললো এবং চলাচলের পথ বন্ধ করে দিলো। (তখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোক পাঠিয়ে ঘোষণা জারী করলেন যে, "যারা আবাসস্থল সংকীর্ণ করে ফেলে ও রাস্তা বন্ধ করে দেয়, তারা জিহাদের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। – আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ যাত্রার পথে স্থানে স্থানে শিবির স্থাপন করতেন এবং শিবির স্থাপন করতে গিয়ে যাতে জায়গা অপরিসর করে চলাচলের পথ বন্ধ না করা হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

এ হাদীস হতে জানা গেলো যে, শিবির সংস্থাপনকালে মুসলিম বাহিনী নিজেদের অবস্থান স্থল বড় করে ফেলায় জায়গা অপরিসর হয়ে গিয়েছিলো এবং লোক চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছিলো। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা জারী করে দিলেন, যে কোন লোক আল্লাহর রাস্তায় সফরে বের হয়ে যেন নিজের জন্যে বড় করে তাঁবু খাঁটিয়ে জায়গা অপরিসর করে না ফেলে। এরূপ করলে সহগামী বন্ধুদের তাঁবু খাঁটাতে অসুবিধা সৃষ্টি হবে এবং লোক চলাচলের বিষয়েও বিঘ্ন ঘটবে।

www.pathagar.com

রোগীর সেবা-যত্ন

রোগীর সেবা এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঃ

(٢٠٥) قَالَ النَبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، اَمَاعَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْعُدْتَّهُ لَوَجَدْتَّنِيْ عِنْدَهُ۔ مسلم : ابو هريرة رضـ

শব্দের অর্থ ঃ مَرِضْتُ 'মারিযতু'–আমি অসুস্থ্য ছিলাম। فَلَمْ تَعُدْنِيْ 'ফালাম তাউদনী'–তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। قَيْفَ عَوْدُكَ 'কাইফা আউদুকা'–আমি তোমাকে কিভাবে দেখতে যাবো। اَمَا عَلِمْتَ 'আমা আলিমতা'–তুমি কি জানতে না ? فَلَمْ تَعُدْهُ 'ফালাম তাউদহু'–তুমি তাকে দেখতে যাওনি। لَوْ عُدْتَّهُ 'লাও উদতাহু'–যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে। لَوَجَدْتَّنِيْ 'লাওয়াদতানী'–আমাকে দেখতে পেতে।

২০৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বনী আদমকে লক্ষ্য করে বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে যাবো ? তুমি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিলো, তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না ? তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে তাহলে তার কাছেই আমাকে দেখতে পেতে।"–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ "রোগীকে দেখতে যাবার অর্থ কেবল এই নয় যে, কোন অসুস্থ ব্যক্তির নিকট গিয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে দু' একটি কথা জিজ্ঞেস করে চলে

www.pathagar.com

আসবে। বরং রোগী দেখতে যাবার অর্থ হলো, যদি রোগী অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে তার জন্যে ঔষধ-পত্র এবং প্রয়োজনীয় পথ্যাদির ব্যবস্থা করা। আর রোগী যদি অভাবী না হয় সেক্ষেত্রে যদি তার ঔষধ-পথ্যাদি ক্রয় ও পান করানোর কেউ না থাকে তাহলে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পীড়িত, ক্ষুধিত এবং বন্দীর সাথে উত্তম ব্যবহার ঃ

(٢٠٦) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَاَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَفُكُّوْا الْعَانِيَ - بخاري : ابو موسي رضـ

শব্দের অর্থ ঃ عُوْدُوا 'উদু'–তোমরা পীড়িত ব্যক্তির সেবা করো। اَطْعِمُوْا 'আতয়িমু'–খাবার দাও। اَلْجَائِعُ 'আল জায়িউ'–ক্ষুধার্ত। فُكُّوْا 'ফাক্কু' – মুক্তির ব্যবস্থা করো। اَلْعَانِيَ 'আল আনিয়া'–বন্দী ব্যক্তির।

২০৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পীড়িত ব্যক্তির সেবা-যত্ন করো। ক্ষুধিত ব্যক্তিকে খাবার দাও। বন্দী ব্যক্তির মুক্তির ব্যবস্থা করো। –বুখারী

অমুসলিমের সেবা ঃ

(٢٠٧) كَانَ غُلَامٌ يَّهُوْدِيٍ يَخْدِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ اَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ - فَنَظَرَ اِلٰي اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ - بخاري : انس رضـ

শব্দের অর্থ ঃ غُلَامٌ 'গোলামুন'–বালক। يَخْدُمُ 'ইয়াখদুমু'–সে খিদমত করতো। فَمَرِضَ 'ফামারিযা'–পীড়িত হয়ে পড়লো। اَتَاهُ 'আতাহু'–তার

www.pathagar.com

কাছে আসলেন। يَعُوْدُهُ 'ইয়াউদুহু'–তাকে দেখতে। اَسْلِمْ 'আসলিম'–তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। فَنَظَرَ 'ফানাজারা'–সে তাকালো। اَنْقَذَهُ–'আনকাযাহু'–তিনি তাকে রক্ষা করলেন।

২০৭। এক ইয়াহুদি বালক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করতো। একবার সে পীড়িত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তিনি ছেলেটির শিয়রে বসে বললেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, ছেলেটি তখন তার পাশে বসা পিতার দিকে তাকালো। পিতা তাকে বললেন, বাবা! তুমি আবুল কাশেম (মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা মেনে নাও। ফলে ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে একথা বলতে বলতে বের হয়ে এলেন। "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।" –বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ও মধুর চরিত্র সম্পর্কে শত্রু-মিত্র সকলেই অবগত ছিলো। আর সকল ইয়াহুদী তাঁর শত্রু ছিলো না। এ ইয়াহুদীর সাথেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো বিধায় তিনি নিজের পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পাঠিয়েছিলেন।

রোগী দেখতে যাবার নিয়ম ঃ

(٢٠٨) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيْفُ الْجُلُوْسِ وَقِلَّةُ الصَّخَبِ فِيْ الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ ـ مشكوة

শব্দের অর্থ ঃ خَفِيْفٌ 'খাফিফুন'–অল্পক্ষণ। قِلَّةُ الصَّخَبِ 'কিল্লাতুস সাখাবি'–উচ্চস্বরে কথা না বলা। فِي الْعِيَادَةِ 'ফিল ইয়াদাতি'–বেশি দেখতে গিয়ে। عِنْدَ الْمَرِيْضِ 'ইন্দাল মারীযে'–রোগীর কাছে।

www.pathagar.com

২০৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রোগী দেখতে গিয়ে তার নিকট উচ্চস্বরে কথা না বলা, গল্পগুজব না করা সুন্নাত।" – মিশকাত

ব্যাখ্যা ঃ এ নির্দেশ সাধারণ রোগীর জন্যে প্রযোজ্য। কিন্তু কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি অসুস্থ হয়ে তার সাহচর্য কামনা করে তাহলে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রোগীর নিকট বসে থাকা যায়।

www.pathagar.com

রাহে আমল ১

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার

www.pathagar.com